ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 14 February, 2020 ■ আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারী , ২০২০ ইং ■ ৩০ মাঘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

উপজাতি নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের দায়ে দুই যুবকের মৃত্যুদণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৩ ফেব্রুয়ারী।। উপজাতি নাবালিকাকে ধর্ষণের পর খুন করার অপরাধে দুই যুবকের মৃত্যুদণ্ডের সাজা শুনালেন স্পেশাল কোর্টের বিচারক এ কে নাথ। গোমতি জেলার অমরপুর মহকুমার নতুনবাজার থানাধীন কৃষ্ণকান্তপাড়ার উপজাতি নাবালিকাকে ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে খুন করেছিল কষ্টরাই ত্রিপুরা ও ভঞ্জয় ত্রিপুরা। গতকাল আদালত ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ / ৩৬৭(এ) / ৩৭৬(ডি) / ৩৬৩ / ১২০ এবং ১২০ (বি) ও পক্সো আইনের চার ধারায় তাদের দোষী সাব্যস্ত করেছিল। আজ বৃহস্পতিবার মৃত্যুদণ্ডের সাজা ঘোষণা করেছে আদালত। সাজা ঘোষণার পর ওই নাবালিকার মা বললেন, বিচারের বাণী নীরবে, নিভৃতে কাঁদে না, আজ আবারো প্রমাণিত হয়েছে। তিনি আদালতের রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর পল্টু দাস জানিয়েছেন, ২০১৮ সালের ৫ ডিসেম্বর নতুনবাজার থানাধীন কৃষ্ণকান্তপাড়া এলাকার এক উপজাতি নাবালিকা বিদ্যালয়ে যাওয়ার সময় এলাকারই দুই যুবক কষ্টরাই ত্রিপুরা ও ভঞ্জয় ত্রিপুরা তাকে জঙ্গলে নিয়ে ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে খুন করেছিল। পল্টুবাবু জানান, ওই নাবালিকাকে প্রথমে গাছের ডাল দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়। তবুও তার মৃত্যু না হওয়ায় তাকে ডোবার জলে চুবিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করে ধর্ষকরা। তার পর তাকে মাটি চাপা দিয়ে দেয় পাষণ্ড দুই যুবক।

তিনি জানান, ওই দিন সন্ধ্যা হয়ে গেলেও নাবালিকাটি বাড়ি ফিরে না যাওয়ায় তার খোঁজাখুজি শুরু হয়। তখন স্থানীয় দুই নাবালিকার কাছ থেকে ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারেন মৃতার পরিবারের সদস্যরা। গ্রামের মাতব্বররা কষ্টরাই ত্রিপুরা ও ভঞ্জয় ত্রিপুরাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেলে সুযোগ বুঝে কষ্টরাই ত্রিপুরা পালিয়ে যায়। কিন্তু ভঞ্জয় ত্রিপুরা পালাতে পারেনি। গ্রামবাসীদের কাছে ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা স্বীকার করে ওই দিন রাতেই পুলিশ তাকে সাথে নিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে। দুদিন পর পুলিশ কষ্টরাই ত্রিপুরাকেও গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়।

এদিকে, মৃতার বড় ভাই নতুনবাজার থানায় একটি মামলা করেন। পুলিশ তদন্ত শেষে আদালতে চার্জশিট জমা দেয়। ওই মামলায় আদালতে ৩২ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে, জানিয়েছেন পল্টু দাস।

তিনি বলেন, গতকাল ওই মামলায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্ষণ ও খুনের মামলায় দুই অভিযুক্তকে মৃত্যুদন্ড দিল আদলত।

ওয়েবসাইট, সংবাদপত্রে দিতে হবে প্রার্থীর অপরাধের রেকর্ড

রাজনীতিতে অপরাধ ঠেকাতে একগুচ্ছ নির্দেশ সুপ্রিমকোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। রাজনীতিতে অপরাধ ঠেকাতে তৎপর দেশের শীর্ষ আদালত। ভোটে মনোনীত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কোনও অপরাধমূলক মামলা চললে, সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের ওয়েবসাইটে তথ্য আপলোড করতে হবে। বৃহস্পতিবার রাজনৈতিক দলগুলিকে এমনই নির্দেশই দিয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত।

রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন রুখতে নেতাদের ফৌজদারি রেকর্ডের বিবরণ দলীয় ওয়েবসাইটে তুলতে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। আইনজীবী অশ্বিনী কুমার উপাধ্যায় ও অন্যান্যদের দায়ের করা আদালত অবমাননা সংক্রান্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার বিচারপতি এফ নরিম্যানের বেঞ্চ প্রার্থীদের অপরাধের রেকর্ডও ওয়েবসাইটে তোলার নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি ফেসবুক, টুইটারের মত সোশ্যাল মিডিয়া ও একটি জাতীয় সংবাদপত্রে ভোটে মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে থাকা অপরাধমূলক মামলা সংক্রান্ত তথ্য আপলোড করতে হবে।ভোটে প্রার্থীদের মনোনীত করার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে এ সংক্রান্ত তথ্য রিপোর্ট আকারে নির্বাচন কমিশনে জমা দিতে রাজনৈতিক দলগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। রাজনৈতিক দলের থেকে তথ্য পাওয়ার পর তা সুপ্রিম কোর্টে জানাতে হবে কমিশনকে।

সেরকম কাউকে নির্বাচনে প্রার্থী করা হলে, কেন করা হল, তারও ব্যাখ্যা ওয়েবসাইটে সংশ্লিষ্ট দলকে দিতে হবে। ভোটে জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে, এই যুক্তিতে কোনও অভিযুক্তকে প্রার্থী করা ঠিক নয় বলে স্পষ্ট মত সুপ্রিম কোর্টের। সুপ্রিম কোর্ট আরও বলেছে, যদি কোনও রাজনৈতিক দল এই নির্দেশ অমান্য করে বা নির্বাচন কমিশন সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা না নেয়, তবে তা আদালত অবমাননা হিসেবেই গণ্য হবে।

শীর্ষ আদালত আরও জানিয়েছে, কোনও রাজনৈতিক দল এই নির্দেশ অমান্য করলে, অবমাননার জন্য নিজেরাই দায়ী থাকবে। যদি কোনও রাজনৈতিক দল এই নির্দেশিকা অমান্য করে, তাহলে ভারতের নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে অবমাননার মামলা দায়ের করবে। অপরাধমূলক অভিযোগ রয়েছে এমন কাউকে কী কারণে প্রার্থী নির্বাচন করা হল, তাও ওয়েবসাইটে জানানোর জন্য রাজনৈতিক দলগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। প্রসঙ্গত, শেষ চারটি জাতীয় নির্বাচনে অপরাধের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। সে কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে শীর্ষ আদালত। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্রহ্মাবাড়িতে ডাক্তার নিগৃহীত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। আয়ুর্বেদিক ডাক্তার এর নাম দিয়ে মেয়েদের বিভিন্ন সরলতার সুযোগ নিয়ে শারীরিক সম্পর্ক করার চেষ্টা করল নামধারী আয়ুর্বেদিক ডাক্তার। ঘটনা উদয়পুর ব্রহ্মাবাড়ি এলাকায়। আয়ুর্বেদিক ডাক্তার নামধারী এই ব্যক্তি উদয়পুরে একটি আয়ুর্বেদিক চেম্বার এবং ওষুধের দোকান খুলে বসে। সেখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে রোগীরা আসতে থাকলে রোগীদের এই সরলতার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন কুপ্রস্তাবে লিপ্ত হন। ওই ডাক্তার নামধারী বাবল্লু সাহা নামে আয়ুর্বেদিক ডাক্তারকে বৃহস্পতিবার বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকেরা এসে ঘিরে ধরে। লোকেদের অভিযোগ একাধিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের মঞ্জুরি পেলেই সরকারি কর্মচারীদের মিলবে বকেয়া, ভাতা হবে ২০০০ টাকা, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারী।। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনে প্রস্তাবিত অর্থরাশি হাতে এলেই ভিজন ডকুমেন্টে প্রদত্ত সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হবে। কর্মচারীদের সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী দেওয়া হবে এরিয়ার-সহ যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা। সামাজিক ভাতাও করা হবে ২,০০০ টাকা। বৃহস্পতিবার রানিরবাজারে লংতরাই ত্রিপুরা স্টেট অ্যা থলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে এ-কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, দল-মতের ঊর্ধ্বে ওঠে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা যাতে সবাই পায়, সেই লক্ষ্যে সরকার ১০০ শতাংশ সাফল্য পেতে কাজ করছে। এদিনের অনুষ্ঠানে রানিরবাজার এলাকার বিশাল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিকে উদ্দেশ্য করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, খুব কম সময়ের মধ্যেই রানিরবাজারে তৈরি করা হবে মহকুমা হাসপাতাল। কলেজ নির্মাণেও জমির বন্দোবস্ত করেছে সরকার। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় নতুন সরকার আসার পর প্রত্যেকটি দফতরকে নতুনভাবে সাজিয়ে কাজ করার চেষ্টা হচ্ছে। তাঁর দাবি, এই সময়ে ক্রীড়া ক্ষেত্রকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ১,১০০টি ক্লাবকে দেওয়া হয়েছে সাড়ে আট হাজার টাকা মূল্যের ক্রীড়া সামগ্রী। যাতে গ্রামের ছেলে-মেয়েরা খেলাধুলার প্রতি মনোযোগী হন। এতে ড্রাগসের নেশা থেকে ফিরে আসবে যুবসমাজ, মনে করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী গুণগত শিক্ষার প্রসারে সরকারের ২১টি নতুন পদক্ষেপের কথাও তুলে ধরেন আজ। গুণমানসম্পন্ন শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে তিনি ১,১৬,০০০ জন টেট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১,২০০ কৃতকার্য হওয়ার বিষয়টিও টেনে আনেন। ড্রাগসের বিরুদ্ধে নিজের অবস্থানকে আরও মজবুত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রত্যেক মা বাবা চান তাঁদের ছেলেমেয়ের ফুটবল-ক্রিকেটের প্রতি নেশা হোক। হোক অ্যাথলেটিক্সের প্রতি ঝোঁক। ক্রীড়া ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করতেই ত্রিপুরার ক্রীড়া দফতর কাজ করে যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে তিনি অনূর্ধ সতেরো রাজ্য ফুটবল মহিলা ও পুরুষ দলের দারুণ সাফল্যের কথাও উল্লেখ করেন। বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টাতেই ক্রীড়াক্ষেত্রে রাজ্যে আমূল পরিবর্তন এসেছে বলেও অভিমত ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী।

দিল্লীবাসী বিজেপি নেতাদের উষ্কানিমূলক বক্তব্য গ্রহণ করেননি ঃ অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। দিল্লির বিধানসভা ভোটে বিজেপির ভরাডুবির জন্য দলের রণকৌশলকে দায়ী করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে একটি সংবাদ সংস্থার অনুষ্ঠানে এসে তাঁর উপলব্ধি, 'গোলি মারে'র মতো মন্তব্য বা ভোটকে ভারত-পাক ম্যাচের সঙ্গে তুলনা করা সঠিক হয়নি। ভোটে বিজেপি নেতাদের 'হেট স্পিচ' রাজধানীর ভোটাররা হয়তো ভালো ভাবে নেয়নি বলেও তাঁর অভিমত।

দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিল বিজেপি। দলের একাধিক তারকাকে দিল্লির ভোটপ্রচার দেখা গিয়েছিল। কিন্তু রাজ্য বিধানসভার ৭০টি আসনের মধ্যে মাত্র ৮টি আসন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে বিজেপিকে। আর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে টানা তৃতীয় বার ক্ষমতায় এসেছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দিল্লির এই জনাদেশ তিনি মাথা পেতে নিচ্ছেন বলে এ দিন মন্তব্য করেন অমিত শাহ। একইসঙ্গে জানান, শুধুমাত্র ভোটে জেতার জন্য বিজেপি লড়াই করে না।

এর আগে দেশের উন্নয়নের জন্য দেশবাসীকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার তিনি বলেছিলেন, ''আমার প্রিয় দেশবাসী, সকলেই সকলের দায়িত্ব পালন করুন। কারণ আপনারাই দেশের প্রধান কাণ্ডারি। তাই আপনারা যদি নিজেদের দায়িত্ব নিজেরা ঠিকঠাক পালন করেন, তাহলে সরকারেরও অনেক দায়িত্ব কমে। দেশও দ্রুত অগ্রগতির পথে হাঁটতে পারে।'

ওই অনুষ্ঠানে অমিত শহ নিজের বক্তব্যে বারবার তুলে আনেন সেই ৫ ট্রিলিয়ন অর্থনীতির কথা। বলেন, 'করদাতাদের আগের মতো আর দুশ্চিন্তায় থাকতে হবে না। মানুষ যদি নিজের-নিজের কর ঠিকঠাক দেন, তাহলে সরকারের ওপর থেকেই বোঝা কমে যায়। আমরা মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। এরজন্য ঠিকই জনগণ সুফল পাচ্ছেন। আজ যিনি দরিদ্র, তিনিই উপরে ওঠার স্বপ্ন দেখছেন। ভারত আজ দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।' এ দিনের অনুষ্ঠানে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে সড়ক দূর্ঘটনায় নিহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারী।। পৃথক স্থানে যান সন্ত্রাসের বলি তিন। দুজনের মৃত্যু হয়েছে এক জায়গায়। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কুমারঘাট ফটিকরায় সড়কের ত্রিদেবী এলাকায়। যান সন্ত্রাস রাজ্যের নিত্য নৈমত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই দুর্ঘটনার ফলে অনেকের অঙ্গহানী বা প্রাণহানিও ঘটছে প্রায়শই। রাজ্যের বুকে যান সন্ত্রাসের বলি হলেন আরও দুই। বাইক এবং মালবাহী পিয়াগো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে হয় এই প্রাণহানির ঘটনা। ঘটনাটি সংগঠিত হয়েছে কুমারঘাট ফটিকরায় সড়কের নিদেবী এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে টিআর০২-জে১৫৫৯ নম্বরের মালবাহী পিয়াগো অটো মালপত্র নিয়ে কুমারঘাট থেকে ফটিকরায়ের মিলনমেলার উদ্দেশ্যে মাঠে যাচ্ছিল। নিদেবী এলাকায় উল্টোদিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা টিআর০২-এফ৮৬১৬ নম্বরের একটি আপাচি বাইকের সাথে সজোরে সংঘর্ষ বাধে অটোটির। সংঘর্ষে গাড়ি এবং বাইক থেকে ছিটকে পড়েন গাড়ি চালক মহেন্দ্র দাস এবং বাইক চালক তকদির আলী। ঘটনাস্থলেই নিহত হন বাইক এবং গাড়ির চালক। এমনটাই জানান এলাকাবাসী। এরপর তাদের উদ্ধার করে কুমারঘাট হাসপাতালে নিয়ে যায় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা। এদিকে এ বিষয়ে কুমারঘাট হাসপাতালের চিকিৎসক হৈমবতি পাল জানান, হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই মৃত্যু হয়েছে দু'জনের। মাথায় আঘাত লাগার ফলেই মৃত্যু হয়েছে তাদের।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ। কিভাবে ঘটলো এই দুর্ঘটনা তা তদন্ত করে দেখা হবে বলে জানিয়েছে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আইএসবিটিতে ব্রাউন সুগার সহ তিন যুবক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ।। রাজধানী আগরতলা শহরের চন্দ্রপুর আইএসবিটি থেকে আসাম রাইফেলস ও পূর্ব থানার পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে প্রচুর নেশা সামগ্রী সহ তিন যুবককে পাকড়াও করতে সক্ষম হয়েছে। রাজ্যের আরক্ষা প্রশাসনকে নেশা বিরোধী অভিযানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করার নির্দেশ প্রদান করা হলেও কিছু কিছু পুলিশ কর্মকর্তার অবহেলায় নেশা কারবারীরা আবার সক্রিয় হয়ে উঠছে।

পূর্ব থানাকে ঘুমে রেখে আসাম রাইফেলস-এর জওয়ানদের অভিযানে আগরতলার চন্দ্রপুর আইএসবিটি এলাকায় দুই যুবককে আটক করে। তাদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণ ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। পরবর্তীতে তাদের পূর্ব থানা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আটক দই যুবকের নাম বিক্রম দাস এবং অজিত দাস। তারা দুইজন আপন ভাই। এদিকে এলাকাটি পূর্ব থানার অধীনে থাকলেও কর্তব্যরত পুলিশ কর্মকর্তারা এ ব্যাপারে অজ্ঞাত থাকার কথাই জানালেন আসাম রাইফেলস-এর জওয়ানরা।

আখাউড়া-আগরতলা রেল যোগাযোগ আগামী বছরেই হবে ঃ রীভা গাঙ্গুলি দাশ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া উপজেলায় আখাউড়া-আগরতলা রেল লিংক লাইন নির্মাণ কাজ পরিদর্শনে যান ভারতীয় হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলি দাশ। ছবি:মনির হোসেন

।। মনির হোসেন।। ঢাকা, ১৩ ফেব্রুয়ারী।। ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলি দাশ বলেছেন, আগামী বছরের জুন মাসের মধ্যে আখাউড়া-আগরতলা রেল লিংক লাইনের কাজ শেষ হবে। আগামী বছরেই দুই দেশের মধ্যে রেল যোগাযোগ চালু হবে।

বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া উপজেলায় আখাউড়া-আগরতলা রেল লিংক লাইনের নির্মাণ কাজ পরিদর্শনে এসে তিনি এ কথা বলেন।এসময় ভারতীয় হাইকমিশনের প্রথম সচিব (রেলওয়ে উপদেষ্টা) আনিতা বারিক, হাইকমিশনারের প্রটোকল অফিসার অমরেশ কুমার, আখাউড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাহমিনা আক্তার রেইনাসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।রীভা গাঙ্গুলি দাশ বলেন,এই প্রকল্পটি দুই দেশের জন্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফেণী নদীর ওপর নির্মীয়মাণ মৈত্রী সেতুর শাটারিং খুলে ৪ শ্রমিক ঘায়েল

আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারী (হিঃসঃ)।। ভারত- বাংলাদেশ সীমান্তে ফেণী নদীর ওপর মৈত্রী সেতু নির্মাণের কাজে সিগমেন্টের শাটারিং খুলে পড়ায় তার নীচে চাপা পড়ে চার শ্রমিক আহত হয়েছেন। চারজনের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ার তাকে আগরতলা জিবি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকাল প্রায় সাড়ে তিনটা নাগাদ আচমকা সিগমেন্টের শাটারিং খুলে পড়ে যায়। সে সময় সেরাজুন হক (৩৮), রফিকুল ইসলাম (২৩), মহম্মদ আলাউদ্দিন (৪৫) এবং সফিকুল ইসলাম (৩৮) নামের চার শ্রমিক কাজ করছিলেন। শাটারিং খুলে পড়ে যাওয়ায় তারা উপর থেকে নীচে পড়ে যান। এতে সেরাজুন হক পায়ে গুরুতর চোট পান। বাকি তিনজনও আহত হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাব্রুম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেরাজুনের পায়ের আঘাত গুরুতর হওয়ায় চিকিৎসকরা তাকে আগরতলার জিবি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেছেন। বাকি তিনজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ঘটনা সম্পর্কে রফিকুল ইসলাম বলেন, প্রতিদিন আমরা কাজ করছি। ঝুঁকি থাকলেও এতদিন কোনও দুর্ঘটনা হয়নি। আজ হঠাৎ শাটারিং কেন খুলে পড়ল বুঝতে পারছি না। তিনি বলেন, মৈত্রী সেতুর কাজ জোর কদমে চলছে। নির্দিষ্ট সময় বেঁধে নিয়ে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নির্মাণকারী সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী বলেন, যথেষ্ট নিরাপত্তা অবলম্বন করেই সেতু নির্মাণের কাজ চলছে। নির্মাণ শ্রমিক এবং অন্যান্যদের সুরক্ষার সম্পূর্ণ খেয়াল রাখা হয়েছে। তবুও আজকের এই দুর্ঘটনার কারণ খুঁজে বের করতে হবে। এদিকে, স্থানীয় জনগণ এদিনের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাব্রুমের ফেণী নদীতে নির্মীয়মান সেতুর শাটারিং খুলে পড়েছে বৃহস্পতিবার।

নির্ভয়া কান্ডের দোষীদের আলাদা ফাঁসির আবেদনের আজ ফের শুনানি

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : নির্ভয়া কান্ডের দোষীদের আলাদা আলাদাভাবে ফাঁসি দেওয়ার বিষয়ে কেন্দ্রের আবেদনের শুনানি বৃহস্পতিবার স্থগিত রাখল সুপ্রিম কোর্ট। আদালত আগামীকাল শুক্রবার এই মামলার শুনানি হবে। শুক্রবার দুপুর দুটোয় এই মামলার শুনানি হবে।

সুপ্রিম কোর্ট প্রাক্তন বিচারক ও প্রবীণ অ্যাডভোকেট অঞ্জনা প্রকাশকে দোষী সাব্যস্ত পাবনের পক্ষে যুক্তি দেখানোর জন্য অ্যামিকাস কিউরি নিয়োগ করেছে। এদিন শুনানি চলাকালীন দোষী সাব্যস্ত মুকেশের পক্ষে অ্যাডভোকেট বৃন্দা গ্রোভার আদালতকে জানান, তিহার জেল প্রশাসন নতুন মৃত্যুর পরোয়ানা জারির জন্য বিচার আদালতে আবেদন করেছে।

গ্রোভার বলেন, আইনজীবী এপি সিং এখন দোষী সাব্যস্ত পবনের আইনজীবী নন। গ্রোভার পতিয়ালা হাউস কোর্টে শুনানির সময় জারি করা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অজগর কেটে বিক্রি ঃ শনাক্তকৃত তিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা

আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারী (হিঃসঃ)।। এক-দুটি নয়, ছয়টি অজগর ধরে খোলাবাজারে কেটে বিক্রি এবং ভক্ষণের ঘটনায় তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। পুলিশ তাদের খুঁজে তল্লাশি চালিয়েছে, জানালেন উত্তর ত্রিপুরার ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার (ডিএফও) ড় নরেশবাবু এন। তাঁর দাবি, প্রত্যন্ত এলাকায় সংঘটিত ওই ঘটনায় দোষীদের পুলিশ খুঁজে পাচ্ছে না। তারা গা ঢাকা দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমার জম্পুই-এর সিমলং এলাকায় ছয়টি অজগর কেটে খোলা বাজারে বিক্রির ভিডিও এবং ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। কারণ ওই ভিডিওয় দাবি করা হয়েছে, অজগরের মাংস কেজি প্রতি ১,০০০ টাকা দরে বিক্রি হয়েছে। সে-মোতাবেক ১ কুইন্টাল ৫০ কেজি অজগরের মাংস বিক্রি হয়েছে। সিমলং এলাকাটি মিজোরাম সীমান্ত লাগোয়া হওয়ায় বিভিন্ন জীব-জন্তুর মাংস বিক্রি এবং পাচারের ঘটনা প্রায়ই প্রকাশ্যে আসে। প্রসঙ্গত সম্প্রতি কাঞ্চনপুর মহকুমায় মিজোরামে পাচারের জন্য বহুসংখ্যক সারমেয় নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের জালে ধরা পড়েছিল।

উত্তর ত্রিপুরার ডিএফও-র কথায়, অজগরের মাংস বিক্রির ছবি ও ভিডিও আমরা খতিয়ে দেখেছি। ওই ভিডিও-র ফুটেজ দেখে তিনজনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, বলিজয় রিয়াং, পর্বজয় রিয়াং এবং অসি চন্দ্র রিয়াং-র বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। তিনি বলেন, ওয়াইল্ড লাইফ প্রটেকশন অ্যাক্ট-এর ধারা ৪ এবং ডিস্ট্রাকশন অব পাবলিক প্রপার্টি অ্যাক্ট-এর নির্দিষ্ট ধারায় ওই তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। তারা কাঠালবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। তাঁর দাবি, বিক্রেতার পাশাপাশি অজগরের মাংসের ক্রেতাদেরও খোঁজা হচ্ছে। কারণ, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের অধীনে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই অপরাধী।

তিনি বলেন, সিমলং এলাকা ত্রিপুরার প্রত্যন্ত গ্রাম। মিজোরামের সীমান্ত লাগোয়া হওয়ায় সেখানে প্রতিনিয়ত নজরদারি রাখা কিছুটা মুশকিল। তাছাড়া, ওই অজগরের মাংস ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ১২৬ ▫ ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ইং ▫ ৩০ মাঘ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

পর্য্যটন ও সর্বনাশা খেলা

ত্রিপুরায় পর্য্যটন উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার যখন জোর তৎপরতা অব্যাহত রাখিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এই অঞ্চলের পর্য্যটন বিকাশে বিভিন্ন প্রকল্প ঘোষণা করিতেছে তখন ইহাতে কার্য্যত জল ঢালিয়া দিতেছে রাজ্যে ক্ষমতাসীন বিজেপির শরিক দল আইপিএফটি। এই দলের প্রত্যক্ষ মদতে যখন ইচ্ছা তখন উগ্র আন্দোলনে মাতিয়া উঠিতেছে কর্মীরা। এডিসি এলাকায় এই পরিস্থিতি বর্ণনা করিয়াছেন মুখ্য কার্য্যনির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা। এই বিষয়টি নিয়া তিনি এডিসি অধিবেশনেও সরব হইয়াছেন। এডিসির সদর দপ্তর এলাকা তো দিনের বেলাতেও যেন গা ছমছম অবস্থা। আর এজন্যই খুমুলুঙ পার্কে পর্য্যটক আগমন হ্রাস পাইয়াছে। পর্য্যটক না আসায় পর্য্যটন ক্ষেত্রে এডিসির আয়ও কমিয়া গিয়াছে। গত সোমবার হঠাৎ করিয়া আইপিএফটির দুই শতাধিক কর্মী সমর্থক খুমুলুঙে এডিসির সদর দপ্তরের সামনে ত্রাস সৃষ্টি করে। তাহারা এডিসির কর্তাদের কুশপুত্তলিকা দাহ করে। ইহাতে এডিসির কর্মচারীরা ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন। গোটা এডিসি এলাকায় কোনও আগাম ঘোষণা ছাড়াই প্রতিনিয়ত তিপ্রাল্যান্ডের দাবীতে আন্দোলন চালাইতেছে। সামনে এডিসি নির্বাচনকে সামনে রাখিয়া আইপিএফটি আন্দোলনের নামে ত্রাস সৃষ্টির এই প্রয়াস একদিকে যেমন এডিসি এলাকায় শান্তির পরিবেশ বিঘ্নিত হইতেছে অন্যদিকে পর্য্যটকরাও ত্রিপুরা সফরে উৎসাহ হারাইবে।

একথা একশ শতাংশ সত্যি যে, পর্য্যটন উন্নয়নের সবচাইতে বড় সত্যিই হইল শান্তি ও পর্য্যটকদের নিরাপত্তা। এডিসি এলাকায় সরকারের শরিক হইয়াও আন্দোলনের নামে উগ্রতা চালাইয়া পরিস্থিতি অশান্ত করিয়া রাজ্যের ভয়ানক ক্ষতি ডাকিয়া আনিতেছে তাহা বোধহয় অস্বীকারের উপায় নাই। ইহা অস্বীকারের উপায় নাই যে, কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত পর্যটন নীতির ইহা অনেক বেশী অন্তরায়। ত্রিপুরায় বহুমুখী উন্নয়নের ফিরিস্তি দেওয়া হইতেছে। এই উন্নতির তথ্য যদি সত্যি হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে শান্তি ও স্বস্তির কারণেই তাহা সম্ভব হইয়াছে। রাজ্যে পর্যটন সহ বিভিন্ন পর্য্যটন কেন্দ্রলিকে ঢালিয়া সাজানো হইতেছে। এই পার্বতী ত্রিপুরায় পর্য্যটনের বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে। পর্য্যটকরা তো সফর করিয়া মুগ্ধ হইতেছেন। এতকাল, বাম আমলে তো পর্য্যটন ছিল আতুরঘর। উন্নয়নের নামমাত্র উদ্যোগ ছিল। আসলে ত্রিপুরা বাম আমলের সিংহভাগ সময়ই গিয়াছে হিংসা আর রক্তের বিভিষিকার মধ্য দিয়া। উগ্রপন্থার ভয়াল থাবায় এক সময় এরাজ্যে তো ছিল নিরাপত্তাবাহিনী হুমকির মুখে। অপহরণ, হামলা গৃহদাহ ইত্যাদি ছিল প্রতিদিনের দিনলিপি। গ্রাম পাহাড় সর্বত্র উন্নয়ন মুখ থুবরাইয়া পড়িয়াছিল। এইভাবেই তো বছরের পর বছর এক অন্ধকার যুগ কাটাইযাছে ত্রিপুরার মানুষ। শিল্প পর্য্যটনই শুধু নয় সমগ্র উন্নয়ন কর্মসূচীই স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। বামফ্রন্টের দীর্ঘ সময় উগ্রপন্থার কারণে রাজ্যে অন্ধকার যুগ চলিলেও বামফ্রন্টের মানিক সরকারের দীর্ঘ শাসনে তো 'স্বর্ণযুগের' সূচনা হইয়াছিল। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার তো বলিয়াছিলেন তাঁহার রাজত্বে রাজ্যে স্বর্ণযুগ চলিতেছে। তখন ছিল উগ্রপন্থার তৎপরতা। রাজ্যে নবযুগ দেখা দিলেও উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাঙ্খিত পথে আগাইতে পারে নাই বাম সরকার। বিশেষ করিয়া জনমনে ভীতির যে পরিবেশ বদ্ধমূল হইয়াছিল তাহা তেমন কাটাইয়া উঠা সম্ভব হয় নাই। ফলে রাজ্যে শান্তি স্বস্তি ফিরিয়া আসিলেও পর্য্যটক আগমন বৃদ্ধি পায় নাই। ইহা ছাড়া পর্য্যটক টানিবার লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের তেমন বড় উদ্যোগও নিতে দেখা যায় নাই।

একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, বিজেপি জোট সরকার রাজ্যে পর্য্যটন উন্নয়নে এবং পর্য্যটক টানিতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়াছে। শুধু তাই নহে, এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারও উত্তরপূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি সফরের জন্য বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করিয়াছে। ইহাতে কিছুই সাফল্য মিলিতেছে। বাড়িতেছে পর্য্যটকের সংখ্যা। কিন্তু, রাজ্যে ক্ষমতাসীন বিজেপির শরিক দল আইপিএফটি রাজ্যের গ্রাম পাহাড়ে আন্দোলনের নামে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। এই অবস্থা চলিতে থাকিলে পর্য্যটন শিল্প মার খাইবে। পর্য্যটকরা মুখ ফিরাইয়া নিবে। গণতান্ত্রিক আন্দোলন নিশ্চয়ই চলিবে। কিন্তু, আন্দোলনের উগ্রতা, ভীতির পরিবেশ তৈরী করার ঘটনা আসলে নিজের পায়ে কুড়ুল মারা। আন্দোলনের নামে উগ্রতা ইতিমধ্যেই এডিসির বিস্তীর্ণ এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হইয়াছে। ইহাতে রাজনীতির লাভ ক্ষতি যাই হউক পর্য্যটনের সর্বনাশ হইয়া যাইতেছে।

ত্রিপুরার প্রকৃত উন্নতির সোপান

হরিগোপাল দেবনাথ

১৯৪৯ সাল থেকে ২০২০ সাল। সাতটে দশকেরও বেশি সময়ের ব্যবধান। সময়ের স্রোত বয়ে গেছে অনেক দূর। সেই সঙ্গে বয়ে গেছে এ রাজ্যের মনুষ গোমতী, খোয়াই, ধলাই, লঙ্গাই জুরি, ফেনী, মুহুরি হয়ে বিপুল জলরাশি। সাফ হয়ে গেছে ত্রিপুরার অরণ্যের অনেকই জানা ---অজানা গাছ-গাছালি ও তৃণ-গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদেরা। শুকিয়েও গেছে অনেক পাহাড়ী ঝর্ণা ও ছড়া। অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পাহাড়ে জুমচাষের ফলে পাহাড় ভেঙে পলি রাশী জমে রাজ্যের নদীগুলোও বুক চিতেয়ে অনেকটাই সটান হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ রাজ্যের প্রাকৃতিক দৃশ্যের পরিবর্তন ঘটে যাওয়ার সঙ্গে পট-পরিবর্তন হয়ে গেছে অনেক কিছুরই। একই সঙ্গে পরিবর্তন ঘটে গেছে রাজ্যের সামাজিক সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেরও।

রাজন্য আমলের অবসানের পরই সূচনায় রাজ্যে ছিল আঞ্চলিক পরিষদ তথা টেরিটোরিয়্যাল কাউনসিল বা টিটিসি। সর্ব সাকুল্যে ৩০ জনের পরিষদ। তাঁরাই হতেন তখন রাজ্যের ও রাজ্যবাসীর চালক-নিয়ন্ত্রক ও বিধাতাবর্গ। ক্রমে সেই টিটিসি আমলের বিদায় জানিয়ে এল লেফটেনান্ট গভর্নর ও গভর্নরের শাসনাবীন রাজ্য বিধানসভা ও মন্ত্রী পরিষদের শাসনকাল। এখনও তা চলছে সরগরমে। পরিবর্তন ঘটে গেছে রাজ্যে বহিরঙের অবয়বের সঙ্গে আভ্যন্তরীণ প্রেক্ষাপটেও। যেমন, সূচনা থেকেই দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসী জমানার পরে এসেছিল বামপন্থী কম্যুনিস্টদের একটানা দীর্ঘ কালীন শাসন ও প্রশাসন। মাঝখানে কিছুদিনের জন্যে এসে গিয়েছিল মিলিঝুলি জোট আমল। আবার, কম্যুনিস্ট বা মেকি কম্যুনিস্টদেরও শাসন এ রাজ্যবাসী পেয়েছেন, কেননা রাজ্যের বামফ্রন্ট-এর নামের আড়ালেও লাল, ফিকে লাল, মেকি লাল, ইত্যাদির খিচুড়ি সরকার এ রাজ্যের মসনদ অলংকৃত রেখে গেছেন প্রায় তিন দশকেরও বেশি সময়। তারপর এলেন "চলো পাল্টাই" -এর কারিগরী।

লিখতে বসে এখন বেশ মনে পড়ছে অতীতে সাদা রঙের আমল অর্থাৎ কংগ্রেসী জমানার অবসান ঘটাতে গিয়ে লাল-চাদরে মোড়া তথাকতিত ও স্বঘোষিত বাম নায়ক---নায়িকারা খুবই ফলাও করে রাজ্যবাসী কি পাহাড় ও কি সমতলের সকলেরই মোটামুটি মগজ ধোলাইয়ের ব্যবস্থাটা থেকে নিয়েছিলেন যে, তারাই নাকি অতীতের দক্ষিণপন্থী ও শোষকদের কবল থেকে রাজ্যবাসীকে উদ্ধার করাবেন। কিন্তু, কার্যক্ষেত্রে এর ছিটে ফোঁটাও মনে হয় রাজ্যবাসীগণ অনুভব করার কিংবা চাক্ষুষ করার ও সুযোগ পেতে বঞ্চিত রয়েছেন। কারণ, অতীতের দক্ষিণপন্থীদের গড়ির চাকা ও পরবর্তী বামপন্থীদেরও গাড়ির চাকার টায়ার একই উপাদানে গড়া ছিল কিনা, তাই। শুধু গাড়ির মোড়ক তার ছাদের রঙ পাল্টালেও গাড়িটার চাকা ও ইঞ্জিন না বদলালে বাইরের রঙ দিয়ে কি তার গাড়ির গতিবেগের মাত্রাবৃদ্ধি ঘটতে পারে? তারপর এল দুড়মুড়িয়ে বর্তমানের জমানা অর্থাৎ "চলো পাল্টাই" -এর জমানা। আবার পাল্টানোর আনন্দে রাতারাতি কিশোর যুবা-প্রৌঢ়-বৃদ্ধ এর -নারী সমতে ঊর্ধবাহু করে একেবারে "রামরাজ্য" বানাবার স্বপ্নে মশগুল হয়ে গেলেন। ভাবলুমম, সত্যিই বুঝি-এ রাজ্যে একটা বড় রকমের পলিটক্যাল সুনামি এসে গেল।

কিন্তু পর মুহূর্তেই বোঝা গেছল যে, যত গর্জনের ততটা বর্ষাবে না, কারণ তত বর্ষাবার মতন মালকড়িই ওদের গাঁটে নেই। হ্যাঁ, তবে যে-টুকু ওদের সম্বল সেইটে হচ্ছে—চমক দেখানো ও চটকদার বুলির তুবড়ি ফোটানো যাতে তুবড়ি ফোটার আওয়াজেই মানুষের কানে তালা লেগে যায়। এখনও তা-ই চলছে। কিন্তু, প্রশ্ন হল---তাহলে রাজ্যবাসীর প্রত্যাশা ও বিস্তর আশা—আকাংঙ্খার কী হবে ? এ রাজ্যের উন্নয়নের মরীচিকার ধাঁধায় যে রাজ্যবাসীর চোখ ঝলসে গেলেও প্রাণ শক্তি ওষ্ঠাগত হয়ে গেছে, তারই বা কী হবে? রাজ্যকে নাকি "মডেল রাজ্য" করে, গড়া হবে সেই খোয়াবও দেখানো হচ্ছে। সেই খোয়াবি আলেয়ার পেছনে ছুটতে গিয়ে যদি আঁধারে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়ে রাজ্যবাসীদের হাড় গোড় ভেঙে গিয়ে পড়ে থাকতে হয় ও পরিশেষে চাঙ্গর দিয়ে যদি বয়ে বেড়াতে হয়, তাহলে কে বাঁচাবে—কে-ই বা রক্ষাকর্তা হয়ে এগিয়ে আসবেন, সেটাই আজ এ মুহূর্তে বড় প্রশ্ন।

ও মুহূর্তে উক্ত প্রশ্নগুলো আমার টেনে আনতে হয় নি। অনেকটা স্বাভাবিক কারণেই এ প্রশ্নগুলো উঠে এসেছে। অবশ্যই এর পেছনেও সঙ্গত কারণও রয়েছে। তাহলে একটু প্রসঙ্গান্তর না হলেও অন্য কথায় আসতে হচ্ছে।

আমাদের এ রাজ্যে মূলতই কৃষি নির্ভর এলাকায় তদুপরি, রাজ্যের সর্বত্র ভূ-প্রকৃতির গড়নও একধরণের নয় কোথাও উঁচু টিলাভূমি, কোথাও নীচু লুঙ্গা জমি, কোথাও উপত্যকার সমভূমি কোথাও আবার নদীতীরবর্ত্তী পলিল মাটি। কাজেই এ রাজ্যের কৃষি কর্মের ধরণ ও কার্যপ্রণালী গড় পড়তা একই ধাঁচের হহে এরকমটা ভাবাই হচ্ছে এক নম্বরের মূর্খামি মাত্র। প্রথমতঃ রাজ্যের টিলাভূমি ও পাহাড়ী অঞ্চলে সমতলের জমির মতন লাঙল চষা জমির ধাঁচে কৃষিবর্গের বিকল্প পদ্ধতি ও বিজ্ঞান আর আধুনিক প্রযুক্তি সম্মত পদ্ধতিতে চাষ বাদের পরিকল্পনা নিতে হবে। পাহাড়ী মাটিতে ও টিলাজমিতে যে সব উপাদেয় কৃষি পণ্য ফলানো ও অর্থকারী পণ্যের চাষাবাদ যুক্তিযুক্ত হবে, সে দিকেই গুরুত্ব দেওয়া সমীচীন হবে। কিন্তু সেদিকটা বিগত ৭০ বছর ধরে উপেক্ষিতই থেকে গেছে। এখনও রাজ্যের জম্মুই, শাখান, সেরমুন, লংতরাই, আঠারমুড়া, বড়মুড়া, ছবিমুড়া কিংবা দেবতামুড়ার মত পাহাড়ী অঞ্চলে বহু জমি অনাবাদী রয়ে গেছে,সেখানে উপযুক্ত পদ্ধতিতে চাষাবাদ চালালে ত্রিপুরা স্বয়ম্ভর হতে পারবে।

দ্বিতীয়তঃ ত্রিপুরার অসংখ্য ছড়া ও নদীগুলোকে কাজে লাগিয়ে উপত্যকাসহ সমতল মাঠগুলোতে প্রয়োজনীয় জলসেচের ব্যবস্থা করে দিলে, প্রতিটি জামিতে (ক) বছরে তিন থেকে চারটে ফসল (খ) পর্যায়ক্রমিক ফসল (গ) একই সঙ্গে একাধিক ফসলের চাষ---ইত্যাদি মাধ্যমে রাজ্যবাসীর চাহিদার তুলনায় দ্বিগুণ ফসল উৎপাদন অনায়াসে করা যেতে পারে। তৃতীয়তঃ রাজ্যে প্রকৃত উন্নয়ন ঘটাতে চাইলে, প্রথমতঃ চাষাবাদে গুরুত্ব দিতে হবে রাজ্যবাসীর চাহিদা তথা খিদে মেটাবার পক্ষে উপযুক্ত পণ্যাদির চাষবাদে ও তারপরেই নজর রাখতে হবে কী উপায়ে বাইরে থেকে আমদানী করা যায় ফসল রপ্তানীর মাধ্যমে।

সামাজিক সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সব রকমের উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি হচ্ছে অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন। কারণ 'অন্নচিন্তা চমৎকার' অর্থাৎ পেটে খিদে নিয়ে কাব্য চর্চা, দার্শনিক চিন্তা, সাংস্কৃতিক বা অধ্যাত্মিক মনোনিবেশ ঘটানো শুধু সম্ভব হবে না-ই নয়, অবাস্তব কল্পনা। আবার, অর্থনেতিক গ্যারান্টি লাভের জন্যে চাই প্রতিটি ব্যক্তির ক্রয়ক্ষমতার সুনিশ্চিততা। সেজন্যে অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটাতে হলে যে কোন অঞ্চলেই---(ক) কৃষি (খ) শিল্প ও (গ) বাণিজ্যের —এই তিন ধরনের সমৃদ্ধির উপরেই নজর রাখতে হবে ও এর মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হবে। উল্লেখ্য যে, ত্রিপুরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদে ভরা, যা দিয়ে নানা রকমের শিল্প গড়া সম্ভব ছিল অতীতে আর এখনও সম্ভাবনা প্রবল। শিল্প হবে মূলতঃ তিন করমের (ক) কৃষি নির্ভর (খ) কৃষি সহায়ক (গ) অ-কৃষি বা প্রসাধনী দ্রব্য উৎপাদক শিল্প। আবার উক্ত কৃষিও শিল্প নিয়েই গড়ে তোলা যাবে বাণিজ্য। তারই ওপর নির্ভর করবে রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এলেই গড়া ওঠা সম্ভব নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক প্রগতি।

কিন্তু বড়ই দুঃখের ও ক্ষোভের ব্যাপার হল এই যে আমাদের রাজ্যের তথা গোটা দেশের বা দুনিয়ারই রাজনৈতিক বাস্তুকারদের নেশা হচ্ছে পলিটিক্যাল নিজির মাপে মানুষের তথা সামাজের সব কিছুকে মেপে দেখাটা। ত্রিপুরা রাজ্যের আসল সমস্যা হল অর্থনৈতিক। এ রাজ্যে মাটির আয়তনে লোকসংখ্যার আধিক্য নিয়ে বিচার সমস্যা সৃষ্টি করা বা এ মাটির প্রকৃত বাসিন্দা কারা, মাটির মালিকানা কাদের পাওনা এসব হল হিপোক্র্যাসী মানে প্রতারণামূলক ছলচাতুরী। এর পেছনেও একটাই কারণ---শাসক গোষ্ঠীর অদূরদর্শিতা, অযোগ্যতা, অজ্ঞতা, অপরিপক্কতা ইত্যাদি কারণে অপারগতা। অর্থাৎ নিজেদের অপদার্থতা ধামাচাপা দিতে ও দ্বিতীয়তঃ মূল সমস্যা থেকে জনসাধারণ তথা ভুক্তভোগীদের দৃষ্টিটাকে মোড়ঘুরিয়ে রাখাতে ও নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে নতুন নতুন সমস্যা জাপিয়ে ও জীইয়ে রেখে মানুষের চিন্তাভাবনাটাকে অন্যত্র সরিয়ে রাখাতে ওদের ছলা,কলা ও বাহানার আর শেষ থাকে না। আর, আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য কার গেছে যে যখনই যে কোন শাসকগোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত থাকুক না কেন, ওদের সকলের ক্ষেত্রে কিন্তু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারটা সর্বদা সর্বাবস্থায় এক ভিন্ন। আর সেই অভিন্ন লক্ষ্যটা হচ্ছে। তাই গণতান্ত্রিক পরিকঠামোতে বলা ভাল যে ওই ধরণের শাসকরা তা সে সে গোষ্ঠীর বা যে রঙের জার্সি অয়ে লাগক না কেন ওরা হলেন পাক্কা ভোটা শিকারী ও ভোট খোলোয়ার ও। ভোট কুড়িয়ে নেওয়া ও ক্ষমতার তক্তে বসটাই ওদের ধ্যানজ্ঞান। আর, একমাত্র এই রোগটার জন্যেই —ম্যাক ওদের ওই ভোট কুড়ানো ব্যাধিটার জন্যই দশকের পর দশক ধরে শুধু এই রাজ্যেরই সারা ভারতবর্ষেরই আজ এই দশা। হোক, আর কথা না বাড়িয়ে এখন আসা যাক, এ রাজ্যের উন্নতিকল্পে আশু সমাধান হিসেবে কী উপায় অবলম্বন করা যায়, সে বিষয়টাতে। এ প্রসঙ্গে আমি এখানে স্পষ্টভাষায় একটাই মাত্র উপায় বলতে পারি যে, সত্যিকারে যাঁরাই মানুষকে ভালবাসেন, মনে-প্রাণে কামনা করছেন যে, মানুষের অবস্থার উন্নতি হোক, রাজ্যের তথা সমাজের কল্যাণ হোক তাদের কয়েকটি বিষয় (১) ত্যাগ করতে হবে ও আরও (২) কয়েকটি বিষয় গ্রহণও করতে হবে। যথা —(১) পুঁজিবাদ ও করপোরেট মালিকানা সর্বতোভাবে পরিহার করে সামবায়িক ব্যবস্থাপনা চালু করতে হবে।

(২) কৃষি ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তিসম্মত উপায়ে উন্নয়ন ঘটাতে হবে আর সেজন্যে প্রাথমিক শর্ত হিসেবে সেচ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন লাগবে।

(৩) কৃষিকে শিল্পের মর্যদাা দিতে হবে।

(৪) অর্থনৈতিক সেকেলে খোল নয়চে পাল্টে ফেলে, পুঁজিবাদ ও মার্কসবাদ বর্জন করে গ্রহণ করতেই হবে—প্রগতিশীল সমাজতন্ত্র তথা 'প্রাউট'। (৫) অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নিতে হবে ব্লক ভিত্তিক। এয়ার কান্ডিশন রুমে বসে পরিকল্পনা নেওয়া বলেবে না। (৬) রাজ্য ভাগাভাগি নয়। গড়ে তুলতে হবে সামাজিক---অর্থনৈতিক অঞ্চল। (৭) মানুষে মানুষে জাতপাত, জাতি-উপজাতি বা জনজাতি মূলক ধর্ম বিশ্বসগত বিভেদ মূলক ভাষাগত ও সাম্প্রদায়িক বিভেদ না করে সার্বিক মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবতীক শোষনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। একমাত্র তখনই হওযা সম্ভব—রাজ্যবাসীর সার্বিক উন্নয়ন।

দিল্লীতে গণতান্ত্রের জয়যাত্রা ও অতঃপর

সুব্রতা ঘোষ রায়

না, সত্যি শেষরক্ষা হল না। নোটবন্দি, জিএসটির বজ্রপাতের ক্ষয়ক্ষতির শোক যখন কিছুটা সওয়া সওয়া, ওজনযন্ত্র হাতে নিয়ে জনগণ ব্যালান্সে মেপে চলেছে যুদ্ধ যুদ্ধ ঝাঁধ ও দেশপ্রেমের চাটনি, এমন সময় কাশ্মীর নিয়ে বাড়াবাড়ি রকমের পদক্ষেপ, ওমর আবদুল্লা, ফারুক আবদুল্লা, মেহবুবা মুফতি ও কাশ্মীরিদেরবিশেষ অদারযত্ন, এনআরসি, সিএএ-র যুগলবন্দি ধামাকায় জামিয়ে মিলিয়া ও জেএনইউয়ের সন্তানসম ছাত্রছাত্রী তথা দেশের ভবিষ্যৎ কারিগরদের ওপর এবিভিপির হাত ধরে বিশেষ আক্রমণ, শাহিনবাগের তীব্র শীতকালীন জমায়েত আন্দোলনে ভয়ভীতি কুৎসা ছড়ানো...... সব বিফলে গেল। অমিত শাহের বিরুদ্ধে নিজের বাসস্থানের ব্যালকনিতে ব্যানার লাগানোর অপরাধে বাড়ি থেকে দুই মহিলা সাংবাদিকে উচ্ছেদ করেও ভয় দেখানো গেল না। বিরুদ্ধ স্বরকে গদ্দার বলে তাকে গুলি করে টুকরে টুকরে গ্যাং-এর বিরুদ্ধে সমস্ত হুঙ্কার শেষমেশ যেন চুপসে গেল। কেজরিওয়ালের ঝাড়ুর এমনই কামাল। কামাল তাই শেষমেষ মুর্ছিত।

টেররিস্ট নয়ত সন্ত্রাসবাদী তকমা দেওয়া থেকে শুরু করে গণেশ মন্দির অপবিত্র করে দিয়েছেন কেজরিওয়াল---এইরকম বহুবিধ নিম্নমানের চর্চা হয়েছিল কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে। ভোটের দিনেও চলেছে এই চর্চা। মনোজ তিওয়ারি, স্মৃতি ইরানি, গিরিরাজ সিং প্রবেশ বর্মার টার্গেট ছিলেন আপ প্রধান। দিল্লীর নির্বাচন ঘিরে মেরুকরণের রাজনীতির সব চেষ্টা চালিয়ে গেছে পদ্মগোষ্ঠী শাহিনবাগের আন্দোলনকারীরা কেজরিওয়ালের সমর্থনে ভোটে নেমেছেন, তাই শাহিনবাগকে রুখে দেবার জন্য এবং দিল্লী যাতে ইসলামিক অঞ্চল না হয়ে যায় তার জন্য গিরিরাজ সিং, প্রবেশ বর্মার টার্গেট ছিলেন আপ প্রধা। দিল্লীর নির্বাচন ঘিরে মেরুকরণের রাজনীতির সব চেষ্টা চালিয়ে গেছে পদ্মগোষ্ঠী। শাহিনবাগের আন্দোলনকারীরা কেজরিওয়ালের সমর্থনে ভোটে নেমেছেন, তাই শাহিনবাগক রুখে দেবার জন্য এবং দিল্লী যাতে ইসলামিক অঞ্চল না হয়ে যায় তার জন্য গিরিরাজ সিং বিজেপিকে ভোট দেবার আবেদন জানিয়েছেন। ভোটের দিন ট্যুইটারে একটি ভিডিও পোস্টা করে বিজেপি নেতা প্রবেশ শর্মা জানিয়েছেন যে শাহিনবাগ, জামিয়া ও সিলমপুর এলাকার একটি সম্প্রদায় বলছে আপকে ভোট দেবার জন্য। তার কারণ আপ গত একমস ধরে তাদের বিরিয়ানি খাইয়েছে। এ তো গেল তপ্ত অসত্যের কচকচি।

কিন্তু নির্বাচন কমিশন ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ার ২৪ ঘণ্টা পর কত শতাংশ ভোট বড়েছে তা জানাতে পারেনি। এই ঘটনায় আপ নির্বাচন কমিশনের তীব্র সমালোচনা করলে পরদিন চাপে পড়ে ৬২.৫৯ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে কমিশন জানায়। শনিবারেই দিল্লীর ৭০টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হয়। সন্ধে ৬টার পরও কিছুক্ষণ চলে এই ভোটপর্ব। ভোটগ্রহণের দিন সাধারণত সাংবাদিক বৈঠক করে প্রদত্ত ভোটের শতকরা পরিসংখ্যান দেওয়াটাই দস্তর। কিন্তু এক্ষেত্রে তা মানা হল কোথায়? শনিবার রাত ১০টা ১৭ মিনিটে কমিশনের দিল্লীর মুখপাত্র শেফালি শরণ কমিশনের অ্যাপের একটি স্ক্রিনশট প্রকাশ করেন তাতে দেখা যায় ৬১.৪৩ শতাংশ ভোট পড়েছে। কিন্তু সরকারিভাবে তা প্রকাশ করা হয়নি। পরে সমালোচনার মুখে পড়ে যে হিসেব দেওয়া হয় তা তাই কিছুটা হলেও প্রশ্নের মুখে থেকেই যায়।

দিল্লীর নির্বাচন ও তার ফলাফলের দিকে তাকিয়ে ছিল সারা দেশ ও বিশ্বের সংবাদমাধ্যমগুলো। এই

লড়াইতে কংগ্রেস যেন থেকেও নেই। ৭০ আসনের এই লড়াই যেন প্রধানত আপ ও বিজেপির। অর্থ বা বিস্তার কোনও দিক থেকেই এই দুই দল তুলামূল্য নয়। তবু এই দিক দিয়ে বিচার না করে যদি গণতান্ত্রিকতার দিক দিয়ে দেখা হয় তবে এই দৃষ্টিকোণ যেন ভীষণভাবে উল্টে যায়। ভোট প্রচারের লড়াই শুরু হবার পর হয় বিজেপির সভাপতিবদল। ভবিষ্যতে পরাজয়ের গ্লানির বোঝা যাতে জয়প্রকাশ নাড্ডার কাঁধে কাগজেকলমে কিছুটা হলেও বর্তায় তাই এই আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা, যা বুঝতে দেশবাসীর আর বাকি থাকে না। হরিয়ানায় জোট বেঁধে ক্ষমতা ধরে রাখলেও মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ড বিধানসভা ভোটে হারের ধারায় সভাপতিত্বের বদল নিছক কৌশলগত অপচেষ্টা। এরপর আসছে বিহারের এপিসোড। ফলে এই নির্বাচন ছিল পাখির চোখ। শাহিনবাগের আঁচ দিয়ে আপকে ঝলসে দিতে চেয়েছিল বিজেপি। উল্টোদিকে কেজরিওয়াল এইসব বল খেলেছেন খুব রক্ষণাত্মকত ভঙ্গিমায়। বিশেষ করে শিক্ষা, স্থানীয় বা মহল্লা-স্বাস্থ্যক্লিনিক,জল বিদ্যুৎ ও পরিবরণের উন্নয়নের খতিয়ান শুধু তুলে ধরেছেন কেজরিওয়াল ও তাঁর আম আদমি পার্টি।

বুথ ফেরত সমীক্ষায় পরিষ্কার ছিল আপের প্রাধান্য। ইন্ডিয়া টুডে, এবিপি, নিউস এক্স, টাইমস নাউ, রিপাবলিক টিভি, সুদর্শন নিউজ প্রভৃতি চ্যানেলতাদের মতো করে সমীক্ষা করেছিল। ইন্ডিয়া টুডের সমীক্ষা অনুযায়ী আপের ঝুলিতে ছিল ৫৯-৬৮, বিজেপির ছিল ২-১১, কংগ্রেস ০। এবিপির সমীক্ষা অনুযায়ী আপ পেয়েছিল ৪৯-৬৩, বিজেপি ৫-১৯, কংগ্রেস ০-৪। নিউস এক্সের সমীক্ষা অনুযায়ী ৫৩-৫৭ আপ, ১১-১৭ বিজেপি, ০-২ কংগ্রেস। টাইমস নাই-এর সমীক্ষায় আপের পকেটে ৪৪, বিজেপির ২৬, কংগ্রেস ০। রিপাবলিক টিভির সমীক্ষা অনুযায়ী ৪৮-৬১ আপের পক্ষে, ৯-২১ বিজেপির পক্ষে এবং ০-১ কংগ্রেসের পক্ষে এবং সুদর্শন টিভির স্টাডি অনুযায়ী ৪০-৪৫ পাবে আপ,২৪-২৮ পাবে বিজেপি এবং ২-৩টি আসন কংগ্রেসের পাবার সম্ভাবনা আছে এই ভোটে। ইন্ডিয়া টুডেরসমীক্ষারসঙ্গে প্রকাশিত ফলের খুবই সাদৃশ্য দেখা গেল।

কংগ্রেস পেল ০ আসন, তারা অবশ্য আগেই বলে দিয়েছিল আপের জয়েই তাদের জয়। বিজেপি পেল ৮টি আসন এবং গোলি ও গালির বদলে জঞ্জাল মুক্ত করতে ঝাড়ু হাতে আপ পেল ৬২টি আসন।

প্রচারে সমস্ত শক্তি দিয়ে দাঁঝিয়ে পড়েছিল বিজেপি।এমএলএ, এমপি, মুখ্যমন্ত্রী যেখানে যত প্রভাবশালী বিজেপি ছিলেন প্রায় সব্বাই এই প্রচারে অংশগ্রহণ করেছেন, যাকে করে জনমতে প্রভাব বিস্তারকরা যায়। হিন্দু মুসলিম তাস, হিংসার ভাষণ বিভেদের রাজনীতি ছাত্রসমাজের ওপর এবিভিপির হামলা এইসব নিয়ে যত ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিজেপি, তত পরিণত হয়েছে আপের ভদ্রস্থ ক্যাম্পেন পরিকল্পনা। আপ চেষ্টা করে গেছে তাদের কাজকে তুলে ধরত, এই কাজের ধারা যাতে থমকে না যায় সেখানেই ছিল তাদের মার্জিত আবেদন। সড়ক পানি, বিজলি, বিদ্যালয় এবং সর্বোপরি সামগ্রিক উন্নয়ন নিয়ে ছিল আপের প্রচার এবং প্রচারের বিষয় বা দিল্লীর মতো জায়াগায় গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। মানুষ তাতে নিজেদের সামিল করেছিল। নিছক প্রচার না ভেবে বাস্তব হিসেবেই নিজেদের সঠিক মতপ্রকাশে নিজেদের অংশ গ্রহণ জোরালো করেছিল।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ভারতের বানিজ্যিক সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনাচক্র

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের অর্থনীতিকে ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করেছেন। বিষয়টিকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রের আয়োজন করে 'ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি' (এফআইআই)। কস্তুরবা গান্ধী মার্গে নিউ মহারাষ্ট্র সদনের প্রেক্ষাগৃহে এই আলোচনার শিরোনাম ছিল অপারচুনেটিস ফর এনট্রিপ্রিনিওর্সয়ইন ফাইভ ট্রিলিয়ন ইকোনমি'। প্রধান অতিথির ভাষণে কেন্দ্রীয় জলসম্পদ এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিমন্ত্রী রত্তন লাল কাটারিয়া বলেন, প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির আশাব্যঞ্জক বৃদ্ধি প্রধানমন্ত্রীর লক্ষপূরণের পক্ষে সহায়ক। শেয়ারবাজার এবং কেন্দ্রীয় বাজেটেও রয়েছে এর ইতিবাচক দিশা। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ভারতের ওপর আগ্রহ ও আস্থা দুইই বাড়ছে। মুদ্রাস্ফিতীর লাগাম ধরা গিয়েছে। সব মিলিয়ে ঠিক পথেই এগোচ্ছে ভারতের অর্থনীতি। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন এফআইআইয়ের মহানির্দেশক দীপক জৈন। তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্যপূরণ হাওয়ায় হবে না। সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ক্ষেত্রের সমন্বয়সাধন করে এক তালে পা ফেলতে হবে। ২০২৪ সালের মধ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে (এমএসএমই) ২৭ লক্ষ কোটি টাকার অতিরিক্ত ব্যবসা হবে। কৃষিক্ষেত্রেও এর মধ্যে ১০ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হওয়া দরকার। মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। কাজ এবং পন্যের গুনগত মানের উন্নয়ন, বিভিন্ন 'স্টার রেটিং'-এর ভিত্তিতে হ্যাপিনেস অফ বিজনেস ইনডেক্স তৈরি করার উপযোগিতার কথা বলেন জৈন। সারা দিন ধরে কয়েকটি আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। তাতে অংশ নেন দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বণিকসভা ও প্রতিষ্ঠানের শীর্ষব্যক্তিরা।

কসবায় অ্যাক্রোপলিস মলের কাছে আগুন

কলকাতা,১৩ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.):ফের কলকাতায় আগুন আতঙ্ক উ বৃহস্পতিবার কসবায় অ্যাক্রোপলিস মলের কাছে শান্তিপল্লীর একটি বাড়িতে আগুন লাগে উ আগুন লাগার ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়উ ঘটনাস্থলে পৌছায় দমকলের ৪টি ইঞ্জিন।বৃহস্পতিবার হঠাৎই কসবায় অ্যাক্রোপলিস মলের পেছনে বিরিয়ানি হাটের কাছে শান্তিপল্লীর একটি তিনতলা বাড়িতে আগুন লাগে উ আগুনের ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। সকাল সাড়ে ১০ টা নাগাদ আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। আগুন লাগার পরেই তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় দমকলে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, দমকলের ৪ টি ইঞ্জিন প্রাথমিক ভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। আগুন নেভানোর কাজ শুরু হয়েছে। তবে ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় স্থানীয় মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। তবে যুদ্ধকালীন তৎপরতার কিছু সময়ের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে উ আগুনের ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে গোটা এলাকা। কি কারণে আগুন লাগে তা এখনও জানা যায়নি উ স প্রাথমিক তদন্তের পর অনুমান শট সার্কিটের জেরে আগুন লাগতে পারে। কি কারণে আগুন লেগেছে তা খতিয়ে দেখছে দমকল কর্মীরা সূত্রের খবর , কসবায় ওই বাড়ি শুটিং স্পট হিসেবে ভাড়া দেওয়া হত উ কিন্তু বৃহস্পতিবার কোনও শুটিং দল সেখানে ছিল না বলেই খবর ।উল্লেখ্য, তিনদিন আগেই আগুন লেগেছিল শহরের তালতলায় কাঠের গুদামে। দমকলের ১৫টি ইঞ্জিন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাস্থলে পৌঁছান দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। সঙ্গে ছিলেন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাও।

শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ডিমা হাসাওয়ে গঠিত কমিটি, গুজবে কান না দেওয়ার আহ্বান

হাফলং (অসম), ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলার শৈলশহর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে শুরু করলেও এখনও চাপা উত্তেজনা বিরাজ করেছে। তাছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের গুজব ও সাম্প্রদায়িক পোস্টের পরিপ্রেক্ষিতে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করছে। একটি দুষ্টচক্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে আশান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। ডিমা হাসাও জেলাকে দ্বিখণ্ডিত করে দুটি পৃথক জেলা গঠনের দাবিতে গত ১১ ফেব্রুয়ারি এনসি হিলস ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরামের ডাকা বনধে হাফলং শহরে হিংসা ছড়িয়ে পড়েছিল। এর পর থেকে টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছে শহরে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার হাফলং আবর্ত ভবনে ডিমা হাসাও জেলার জেলাশাসক অমিতাভ রাজখোয়া এক শান্তি সভার আহ্বান করেছিলেন। ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন বৃহৎ সংগঠন ও ছাত্র সংগঠনগুলিকে নিয়ে আয়য়োজিত শান্তি সভায় জেলাশাসক কোনও ধরনের গুজবে কান না দিয়ে যে কোনও অবস্থায় শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানান।

জেলাশাসক অমিতাভ রাজখোয়া বলেন, হিংসার মাধ্যমে কোনও কিছুর সমাধান সম্ভব নয়। একমাত্র আলোচনার মাধ্যমেই সব সমস্যার সমাধান সম্ভব। তাই হিংসার রাস্তায় না গিয়ে গণতান্ত্রিক ভাবে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের রাস্তা বের করার জন্য ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরামকে আহ্বান জানান তিনি। জেলাশাসক বলেন, বুধবার রাতে হাফলং শহরে গুজব ছড়িয়ে পড়ে, হাফলঙের কোনও একস্থানে হিংসাত্মক ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ সুপার নিজে খবরাখবর নিয়ে দেখেন এ শুধু গুজব ছিল, এর কোনও সত্যতা নেই।

সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ সক্রিয় হয়ে উঠে। যার দরুন কোনও ধরনের অঘটন ঘটেনি। তবে যারা এ ধরনের গুজব ছড়িয়ে শহরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার চেষ্টা করছে এদের বিরুদ্ধে সাইবার অপরাধের বলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সভায় ডিমা হাসাও জেলার পুলিশ সুপার বীরবিক্রম গগৈ বলেন, কোনও বনধ বা অবরোধ বেআইনি বলে রায় দিয়েছে সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্ট। পুলিশ সুপার বলেন, একমাত্র আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান সম্ভব। পুলিশ সুপার বলেন, ১১ ফেব্রুয়ারির বনধের দিন পুলিশের ভূমিকা ছিল নিরপেক্ষ। তিনি বলেন, এদিন পুলিশ সর্বশক্তি দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছে। এর জন্য পুলিশের ভূমিকায় প্রশংসা করেছেন সাধারণ নাগরিকরা। তিনি বলেন, যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিদ্বেষ ও গুজব ছড়িয়ে অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে চাইছে এদের শনাক্ত করে অবিলম্বে পুলিশ এদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

পুলিশ সুপার বলেন, হাফলং শহরের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ সব সময় তৎপর রয়েছে।

তাই সর্বাবস্থায় শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন পুলিশ সুপার বীরবিক্রম গগৈ।

আজকের শান্তি সভায় জেমি কাউন্সিলের প্রতিনিধি সামসান্দেনবে জেমি বলেন আজকের শান্তি সভায় সব রাজনৈতিক দলকে ডাকা উচিত ছিল। তিনি বলেন ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরামের পৃথক জেলা গঠনের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণে রাজ্য সরকার দেরি করেছে। তাই ১১ ফেব্রুয়ারি বনধ ডাকা হয়েছিল। তবে এদিনের বনধে জেলা প্রশাসন ও পুলিশের ভূমিকা একতরফা ছিল বলে অভিযোগ তুলে সামসুন্দেনবে জেমি বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যারা অন্য জনগোষ্ঠীর মানুষের প্রতি বিভিন্ন বিদ্বেষমূলক কথাবার্তা বলছে তাদের বিরুদ্ধে কেন পুলিশ ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না, প্রশ্ন তুলেন তিনি।

তবে আজকের বৈঠকে ডিমাসা জনগোষ্ঠীর বৃহৎ সংগঠন জাদিখে নাইশো হসম-সহ জেলার বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীকে নিয়ে গঠিত জয়েন্ট কর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্ব ও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিরা এ সবের নিন্দা করে যে বা যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিদ্বেষ মূলক মন্তব্য দিচ্ছে এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জানিয়ে সকল জনগোষ্ঠীকে কারও প্ররোচনার ফাঁদে পা না দিয়ে শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন।

শান্তি সভায় জেলাশাসক অমিতাভ রাজখোয়াকে চেয়ারম্যান করে প্রতিটি জনগোষ্ঠীর দুই প্রতিনিধিকে নিয়ে এক শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিতে পুলিশ সুপার বীরবিক্রম গগৈ, ১১ আসাম রাইফেলসের কমান্ডেন্টও রয়েছেন। শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই কমিটি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে গিয়ে কাজ করবে।

আনসার-ভিডিপির দক্ষতা-সাহসিকতা সর্বজনস্বীকৃত : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ১৩।। জনগণের জানমালের নিরাপত্তায় বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর (ভিডিপি) সদস্যদের সততা, সাহস ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, আমাদের আনসার বাহিনী অকুতোভয়। আনসার বাহিনীর কর্মদক্ষতা ও সাহসিকতা সর্বজনস্বীকৃত।

বৃহস্পতিবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৪০তম জাতীয় সমাবেশ-২০২০ এর কুচকাওয়াজসহ অন্যান্য অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। গাজীপুরের সফিপুরে বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমিতে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ।আনসার-ভিডিপির সদস্যের উদ্দেশে সরকারপ্রধান বলেন, জননিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে অশুভ শক্তিকে পরাজিত করতে সততা, সাহস ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করবেন, এটাই আমাদের আশা। আমরা সবাই মিলে কাজ করলে শিগগিরই ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে পারবো ।উন্নয়নকাজে এ বাহিনীকে সম্পৃক্ত করতে সরকারের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আনসার ও ভিডিপিকে উন্নয়নকাজে আরও সম্পৃক্ত করার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। আপনারা আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে যাবেন সে আশা পোষণ করছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ বাহিনীর প্রায় ৫০ হাজার অঙ্গীভূত আনসার সদস্য সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা বিধান করে অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে অনন্য ভূমিকা পালন করছেন। দেশ ও জনপদকে নিরাপদ রাখতে দু'টি নারী ব্যাটালিয়নসহ এ বাহিনীতে ৪২টি ব্যাটালিয়ন রয়েছে ।পার্বত্য এলাকায় এ বাহিনীর ১৬টি ব্যাটালিয়ন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে অপারেশনাল ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। এছাড়া নবগঠিত আনসার গার্ড ব্যাটালিয়নের সদস্যরা কূটনৈতিক এলাকা, কূটনৈতিক ব্যক্তি এবং দেশের বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন ।খেলাধুলায় আনসার-ভিডিপির সদস্যদের সফলতার প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি এ বাহিনীর সদস্যরা খেলাধুলা ও দেশীয় সংস্কৃতিচর্চার মাধ্যমে জাতীয় গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের সুনাম বাড়াচ্ছেন। সদ্যসমাপ্ত এসএ গেমসে বাংলাদেশের অর্জিত ১৪২টি পদকের মধ্যে ৬৮টি পদক অর্জন করেছেন এ বাহিনীর খেলোয়াড়রাই।

তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীতে ৬১ লাখ সদস্য রয়েছেন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আনসার ব্যাটালিয়ন আইন প্রণয়ন করার কার্যক্রম সরকার হাতে নিয়েছে এবং রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স ও আম্রকাননের নিরাপত্তার জন্য দু'টি আনসার ব্যাটালিয়ন গঠনের কার্যক্রম প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে ।দেশের জনগণের উন্নয়নে সরকারের নেয়া বিভিন্ন কার্যক্রমের কথা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন এই স্বাধীনতার সুফল বাংলার প্রতিটি মানুষ পাবে। প্রতিটি গ্রামের মানুষ যেন শহরের সুবিধা পায় সে লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। গ্রামের মানুষও নাগরিক সুবিধা পাবে, প্রতিটি গ্রাম হবে শহরের সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন নগর।

কুচকাওয়াজে প্রদর্শিত নৈপুণ্যের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রতিবছরই এ বাহিনীর উৎকর্ষতা বাড়ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন বাংলাদেশ স্বাধীন করেন, তখন ৮২ শতাংশের মত মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করতো। যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ গড়ার কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। সময় পেয়েছিলেন মাত্র সাড়ে তিন বছর। '৭৫-এ জাতির জনককে হত্যা করার পরে আমরা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারিনি। ২১ বছর পর আমরা আবার ক্ষমতায় আসি। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে আমরা দারিদ্র্যসীমা ২০ শতাংশে নামিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছি। মাথাপিছু আয় বেড়েছে। আমরা এখন স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উপনীত হয়েছি, এটা আমাদের ধরে রাখতে হবে। সেই সাথে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে বিদ্যুৎ, সবকিছুর উন্নয়ন আমরা করে যাচ্ছি। ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন বাস্তব ।প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেলা পৌনে ১১টায় বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমিতে পৌঁছান। প্রধানমন্ত্রী অভিবাদন মঞ্চে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সঙ্গীতের সুর বেজে ওঠে। এরপর খোলা জিপে করে প্রধানমন্ত্রী প্যারেড পরিদর্শন করেন। প্যারেড পরিদর্শন শেষে প্রধানমন্ত্রী আবার ফিরে যান অভিবাদন মঞ্চে ।সেখানে সেবা ও সাহসিকতাসহ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পদকপ্রাপ্ত ১৪৩ জনকে পদক পরিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

কারাবন্দি বেগম খালেদা জিয়ার পরিবারের আবেদনের বিষয়ে জানে না বিএনপি

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ১৩।। কারাবন্দি বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে বিদেশে নিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) উপাচার্যের কাছে আবেদন করেছেন তার স্বজনরা। মঙ্গলবার দুপুরে খালেদা জিয়ার ছোট ভাই শামীম ইস্কান্দার স্বজনদের পক্ষ থেকে এ আবেদন করেন। তবে এ আবেদনের বিষয়ে জানেন না বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এমনকি বিএনপি চেয়ারপারসনের একান্ত সচিব এবিএম আব্দুস সাত্তারও।

এ বিষয়ে এবিএম আব্দুস সাত্তার বলেন, এ ধরণের কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে আমার জানা নেই। আমি জানি না। তাছাড়া, মহাসচিব এ বিষয়ে গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন। মহাসচিব বলেছেন, প্যারোলে মুক্তির বিষয়ে তার পরিবার আবেদন করেছে কি না, তা বিএনপির জানা নেই।খালেদা জিয়ার সেজো বোন সেলিমা ইসলাম আবেদনের কথা স্বীকার করে বলেন, আবেদনে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশ নিতে চেয়েছি। আর বলেছি যে, ওনাকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে। কারণ এটা মিথ্যা মামলা। সেজন্য আমরা নিঃশর্ত মুক্তির জন্য বলেছি। আবেদন বিবেচনা করা হবে বলে আশা করছি।সেলিমা ইসলাম আরও বলেন, আমরা চাচ্ছি সরকার বিবেচনা করুক। যেভাবেই হোক, তাকে বিদেশে নেয়ার জন্য আমাদের অনুমতি দিক। প্যারোলে দিলেও দিতে পারে। কারণ তার অবস্থা খুবই খারাপ।তিনি বলেন, ওনার (খালো জিয়া) সম্মতি থাকবে। ওনার অবস্থা এতই খারাপ যে, পাঁচ মিনিটও দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না। বাম হাত সম্পূর্ণ বেঁকে গেছে। ডান হাতেরও খারাপ অবস্থা। তার চোখ দিয়ে অনবরত পানি পড়ছে। পায়ে কোনো সাপোর্ট রাখতে পারছে না। এই অবস্থায় একটা মানুষ চিকিৎসার জন্য যেখানেই হোক যেতে চাইবে।

আবেদনের কথা স্বীকার করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কনক কান্তি বড়ুয়া গণমাধ্যমকে বলেন, তিনি আবেদনটি মেডিকেল বোর্ডের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। ইতোপূর্বে মেডিকেল বোর্ড বিদেশে নিয়ে চিকিৎসার কোনো সুপারিশ করেনি। ওনাদের (খালেদা পরিবারের) আবেদন মেডিকেল বোর্ডকে দেব। বোর্ড পরীক্ষা করে কি সাজেশন দেয়, সেটা আমরা পরে জানাব।

দুই বছর ধরে কারাগারে আবদ্ধ থাকা সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মুক্তি ও তার উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে নেয়ার কথা বলা হলেও এই প্রথম তার স্বজনদের পক্ষ থেকে লিখিত আবেদন করা হলো।

বিএসএমএমইউ সূত্রে জানা যায়, লিখিত আবেদনে খালেদা জিয়ার ছোট ভাই ইঞ্জিনিয়ার শামীম ইস্কান্দার লিখেছেন, খালেদা জিয়ার দ্রুত অবনতিশীল স্বাস্থ্যের পরিপ্রেক্ষিতে যেকোন অপূরণীয় ক্ষতি এড়াতে আধুনিক সুবিধা সম্বলিত বিদেশি হাসপাতালে চিকিৎসা প্রয়োজন। খালেদা জিয়ার পরিবারের পক্ষ থেকে ব্যয় এবং তাদের দায়িত্বে উন্নত চিকিৎসার ক্ষেত্রে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, জিয়া অরফানেজ এবং চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ১৭ বছরের সাজা হয়েছে। তিনি ইতোমধ্যে জেলে দুই বছর পার করেছেন। এরমাঝে প্রায় ১০ মাস ধরে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। কিছুদিন আগে সুপ্রিমকোর্ট থেকে তার জামিন আবেদন নাকচ হয়েছে। তার মুক্তি না পাওয়ার বিষয়কে আইনগত বলছে সরকার।

চন্দ্রকান্ত দাদাকে মহারাষ্ট্রের রাজ্য সভাপতি করল নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মহারাষ্ট্রে রাজ্য বিজেপি সভাপতি করা হল চন্দ্রকান্ত দাদা পাটিল। মুম্বই শহরাঞ্চলের সভাপতি হলেন মঙ্গল প্রভাত লোধা। বৃহস্পতিবার এই দুইজনের নাম ঘোষণা করেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা।

এদিন বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অরুণ সিং জানিয়েছেন, দলের তরফে এই দুই বর্ষীয়ান নেতাকে অবিলম্বে দায়িত্বভার গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে রাজ্যে বিজেপি-শিবসেনা জোট সরকার থাকাকালীন রাজস্ব এবং পূর্ত দফতরের মন্ত্রী ছিলেন চন্দ্রকান্ত দাদা পাটিল। অন্যদিকে বিজেপির মুম্বইয়ের সভাপতি দায়িত্ব দলের বিধায়ক মঙ্গল প্রভাত লোধাকে দেওয়া হয়েছে।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবসনে বাংলাদেশের পাশে থাকবে ভিয়েতনাম

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ১৩।। রোহিঙ্গাদের শান্তিপূর্ণ প্রত্যাবাসনে ভিয়েতনাম বাংলাদেশের পাশে থাকবে বলে জানিয়েছেন দেশটির রাষ্ট্রদূত ফাম ভিয়েত চিয়েন।

বৃহস্পতিবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) স্পিকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরীর সঙ্গে সংসদের কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাতকালে এ কথা বলেন তিনি। এ সময় বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যকার সম্পর্ক এক নতুন মাত্রায় পৌঁছেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি ।সাক্ষাতকালে তারা বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, সংসদীয় মৈত্রী গ্রুপ, ব্যবসা-বাণিজ্য, রোহিঙ্গা ইস্যু, নারী উন্নয়ন এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করেন ।স্পিকার বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যকার বর্তমান সম্পর্ককে অত্যন্ত চমৎকার উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যকার বিশেষ করে আবহাওয়া, পরিবেশ, জনসংখ্যা এবং ভৌগোলিক অবস্থাসহ বিভিন্ন বিষয় মিল রয়েছে। দুটি দেশই যুদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে ।তিনি আরও বলেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারেও দুই দেশের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হতে পারে। স্পিকার বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ-২০২০' উদযাপন উপলক্ষে ভিয়েতনামের স্পিকারকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানাবেন বলেও উল্লেখ করেন। রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসন ইস্যুতে ভিয়েতনামকে বাংলাদেশের পাশে থেকে সহযোগিতার অনুরোধও জানান তিনি। এ সময় তিনি ২০১৭ সালে ভিয়েতনাম সফরের স্মৃতিচারণ করেন।

কোচবিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে শোকজ আচার্য ধনকরের

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): কোচবিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে উদ্যত হলেন রাজ্যপাল তথা ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্য জগদীপ ধনকর।

আগামীকাল কোচবিহারের পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় সমাবর্তন। অভিযোগ, তাতে রাজ্যের চার মন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও আচার্য হিসাবে ধনকরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এতে আচার্য দিন তিনেক আগে ট্যুইটে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। বৃহস্পতিবার রাজভবন থেকে উপাচার্য দেবকুমার মুখোপাধ্যায়কে কারণ দর্শানোর লিখিত নির্দেশ পাঠান ধনকর। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী সমাবর্তনে পৌরহিত্য করার কথা আচার্যর। কেন তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হল না প্রতিষ্ঠানের আইনের ১৭৩ নম্বর স্ট্যাটুটের ২ নম্বর ক্লজ অনুযায়ী ২ সপ্তাহের ভিতর উপাচার্যকে জবাবদিহি করতে বলা হয়েছে তাতে। ডাক, মেল এবং ফ্যাক্স তিন মাধ্যমেই পাঠানো হয়েছে এই নির্দেশ।

এই সঙ্গে আজ রাজভবন থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে অপসারণের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। লিখিত জবাবের পাশাপাশি মুখে বক্তব্য শোনার জন্য তাঁকে রাজভবনে ডেকে পাঠাতে পারেন আচার্য। চিঠিতে অবশ্য উপাচার্যকে জানানো হয়েছে, তিনি চাইলে আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি বেলা চারটায় রাজভবনে এসে আচার্য-রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে পারেন।

এর আগে সাম্প্রতিক অতীতে যাদবপুর, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং মৌলনা আবুল কালাম আজাদ টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির সমাবর্তনেও রাজ্যপাল-আচার্য যথাযোগ্য সম্মান পাননি বলে অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু কোচবিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ডাক না পাওয়ার ব্যাপারে আগাম ক্ষোভ প্রকাশের পরেও আচার্য ডাক না পাওয়ায় তিনি সাংবিধানিক অস্ত্র প্রয়োগে উদ্যত হলেন। বিষয়টি আসলে রাজ্য-রাজ্যপাল বিরোধের চূড়ান্ত পর্যায় বলেই মনে করছেন তথ্যাভিজ্ঞ মহল। এর পরিণামের দিকে কেবল শিক্ষা ও প্রশাসন জগৎই তাকিয়ে নয়, আমজনতাও নজর রাখছেন।

ভারতীয় সংস্কৃতি রক্ষার স্বার্থে সংস্কৃত টৌল বন্ধ করার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার দাবি প্রাক্তন রেল প্রতিমন্ত্রী রাজেনের

নগাঁও (অসম), ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : অসমে সংস্কৃত টোল বন্ধ করার সরকারি সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী নন প্রাক্তন রেল প্রতিমন্ত্রী রাজেন গোহাঁই। তাঁর বক্তব্য, সংস্কৃত টোল বন্ধ করলে ভারতীয় সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে যাবে। অসমে আগামী চার থেকে পাঁচ মাসের মধ্যে সরকার পরিচালিত সংস্কৃত টোল ও মাদ্রাসা বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে গতকাল বুধবার রাজ্য মন্ত্রিসভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিলেন শিক্ষা, অর্থ, পূর্ত ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। শিক্ষামন্ত্রীর ওই ঘোষণার পর অসমের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

সরকারের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বৃহস্পতিবার তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন নগাঁওয়ের বহুবারের সাংসদ, প্রাক্তন রেল প্রতিমন্ত্রী তথা বরিষ্ঠ বিজেপি নেতা রাজেন গোহাঁই।

আজ দুপুরের দিকে নগাঁও জেলার পুরণিগুদামের নিকটবর্তী ভেরভেরি নরসিংহক্ষেত্রে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিরে চলমান শ্রীশ্রী মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞানুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে অর্ঘ্য প্রদান করেছেন রাজেন গোহাঁই। এখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলে বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে সংস্কৃত টোল এবং মাদ্রাসা বন্ধ করে দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চাওয়া হয়েছিল।

প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বিজেপি নেতা রাজেন বলেন, 'মাদ্রাসা ধর্মীয় গোড়ামীর শিক্ষা দেয়, মাদ্রাসা ধর্মের ওপর ভিত্তি করে ওঠা এক প্রতিষ্ঠান। তাই মাদ্রাসা বন্ধ করা আর সংস্কৃত টোল বন্ধ করার বিষয় এক নয়। সংস্কৃত টোলে ধর্মীয় গোড়ামীর শিক্ষা দেওয়ার কোনও উদাহরণ নেই। টোলে নীতি শাস্ত্র, ভারতীয় সংস্কৃতির পাঠ দেওয়া হয়। তাই সংস্কৃত টোল বন্ধ করার পক্ষপাতী নই আমি। সরকারকে এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে আহ্বান জানাচ্ছি আমি।'

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, 'সংস্কৃত টোল ব্যবস্থা বহু হাজার বছর ধরে ভারতে প্রচলিত। সংস্কৃত টোল ভারতীয় সংস্কৃতি ও পরম্পরার ধ্বজাবাহক। তাই আমার মতে, সংস্কৃত টোল বন্ধ করা মোটেও উচিত নয়। সংস্কৃত টোল বন্ধ করলে আমাদের সংস্কৃতি ধ্বংস করা হবে। সংস্কৃতি বজায় রাখার স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা উচিত।' এছাড়া সংস্কৃত হল ভারতীয় ভাষার মূল ভিত্তি, বলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজেন গোহাঁই।

গার্গী কাণ্ডে ধৃতদের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ আদালতের

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : গার্গী কলেজে ছাত্রীদের উপর শ্লীলতাহানির অভিযোগে ধৃত দশজনকে ১৪দিনের জেলা হেফাজতের নির্দেশ দিল আদালত। বৃহস্পতিবার সকালে ধৃত ১০ জনকে সাকেত জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারপতি অভিযুক্তদের ১৪ দিনের জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ। সেই মত পরে তাদের তিহার জেলে নিয়ে যাওয়া হয়।

পুলিশের দক্ষিণ দিল্লির ডেপুটি কমিশনার এ ঠাকুর জানিয়েছেন, হাউজ খাস থানায় অভিযোগ দায়ের করার পর তদন্ত শুরু হয়। গার্গী কলেজে ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলার পর দিল্লির এনসিআর অঞ্চলেও তদন্তকারী আধিকারিকেরা যান। কলেজের মধ্যে থাকা ২৩টি সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হয়। সেই মত ১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। কলেজে যে ফেস্ট চলছিল, সেই সংক্রান্ত কোনও আগাম তথ্যই পুলিশকে জানায়নি কলেজ কর্তৃপক্ষ।

উল্লেখ করা যেতে পারে ৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় গার্গী কলেজে ফেস্ট চলাকালীন প্রায় ১০০ জন মধ্যবয়স্ক বহিরাগত কলেজ চত্বরের ভেতরে প্রবেশ করে ছাত্রীদের সঙ্গে অভব্য আচরণ করে। এমনকি শীলতাহানি করারও চেষ্টা হয় বলে অভিযোগ। সেই সময় কলেজের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা রক্ষীরা নির্বিকার ছিল বলে পড়ুয়াদের অভিযোগ। বিষয়টি উত্তাল হয়েছে লোকসভা। দিল্লি মহিলা কমিশনের তরফ থেকে পুলিশ এবং কলেজ কর্তৃপক্ষকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

পূর্বাঞ্চলীয় ইরাকে বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু ২

বাগদাদ, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পূর্বাঞ্চলীয় ইরাকের খানাকিন শহরের উপকণ্ঠে বোমা বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন ২ জনঊ এছাড়াও আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১২ জনঊ আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ পুলিশ সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার খানাকিন শহরের উপকণ্ঠে সাধারণ নাগরিক এবং সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের উপর হামলা চালায় সন্ত্রাসবাদী।

সন্ত্রাসী হামলার পরই প্রত্যেককে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় বিকট শব্দে বোমা বিস্ফোরণ হয়ঊ বিস্ফোরণে ২ জন প্রাণ হারান এবং আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১২ জনঊ এখনও পর্যন্ত কোনও জঙ্গি সংগঠন হামলার দায় স্বীকার করেনিঊ তবে, এদিনের হামলার নেপথ্যে দাইশ জঙ্গি সংগঠনের হাত থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

ব্রিটেনের নতুন অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঋষি সুনক

লন্ডন, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ব্রিটেনের নতুন অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঋষি সুনক। ৩৯ বছরের ওই যুবক ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা ইনফোসিসের চেয়ারম্যান এন আর নারায়ণমূর্তির জামাতা। বৃহস্পতিবার তাঁকে দেশের নতুন অর্থমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। এর আগে আরেক ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রীতি প্যাটেল ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্রসচিব নিযুক্ত হন। তারপরই বরিস জনসনের সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেলেন ঋষি সুনক। সুনকের পূর্বপুরুষরা পাঞ্জাব থেকে পূর্ব আফ্রিকায় চলে গিয়েছিলেন। পরে সেখান থেকে ব্রিটেনে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করেন। বর্তমানে ইয়র্কশায়ারের রিচমন্ড এলাকা থেকে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন সুনক। ইনফোসিসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এনআর নারায়ণমূর্তির মেয়ে অক্ষতা মূর্তির সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তাঁর। কয়েকদিন বাদেই ব্রিটেনের জাতীয় বাজেট পেশ হবে। তার আগে নিজের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন ব্রিটেনের অর্থমন্ত্রী সাজিদ জাভেদ। এরপরই বৃহস্পতিবার ঋষি সুনককে ছয়ের পাতায়

ট্রাম্পের ভয়ে কি ফিলিস্তিন ইস্যুতে নীরব বাংলাদেশ, প্রশ্ন রাশেদ খান মেনন এমপি'র

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ১৩।ফিলিস্তিন নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি একটি পরিকল্পনা করেছেন যা ফিলিস্তিনিদের ওপর আঘাত আসতে পারে বলে মনে করেছেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির চেয়ারম্যান রাশেদ খান মেনন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ফিলিস্তিনির পক্ষে কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরিকল্পনার পরেও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নীরবতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি। মেনন বলেছেন, ট্রাম্পপ্রীতির কারণে কি পররাষ্ট্র মন্ত্রী নিশ্চুপ? ট্রাম্পের ভয়ে কি এটা করা হচ্ছে?

বৃহস্পতিবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় জাতীয় সংসদ অধিবেশনে পয়েন্ট অব অর্ডারে ফ্লোর নিয়ে পলিট ব্যুরোর এই সদস্য সংসদে এসব কথা বলেন। এ সময় সংসদে সভাপতিত্ব করছিলেন স্পিকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী।রাশেদ খান মেনন বলেন, ফিলিস্তিনি সমস্যা দীর্ঘদিনের এবং ফিলিস্তিনি সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে বাংলাদেশের নীতি হচ্ছে ফিলিস্তিনিদের সংগ্রামে সমর্থন করা। সম্প্রতি দেখলাম মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোলান্ড ট্রাম্প, তিনি যেদিন তার অভিসংশনের প্রক্রিয়া চলছে সেই দিনই তিনি নেতানিয়াহুকে (ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী) সামনে নিয়ে এবং আরেকজন বিরোধী নেতাকে সামনে নিয়ে একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করলেন ফিলিস্তিন সম্পর্কে যেখানে ফিলিস্তিন সম্পর্কে দুই রাষ্ট্রের সমাধান যেটা জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক বিশ্ব কর্তৃক স্বীকৃত। সেই সমাধান চুক্তি সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করে পুরো ফিলিস্তিনকে ইসরায়েলের হাতে তুলে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।মেনন বলেন, পরিকল্পনার মধ্যে যেটুক ফিলিস্তিনের জমি রয়েছে সেটি হচ্ছে পুরোনো ফিলিস্তিনের মাত্র ১২ শতাংশ। তা-ও এটাকে বিক্ষিপ্তভাবে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ থেকে তাদের যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ওই পরিকল্পনায় বলা হচ্ছে, ফিলিস্তিনের সমাধানের ক্ষেত্রে ফিলিস্তিনে কোনো আর্মি থাকতে পারবে না। মুক্তিযোদ্ধাদের নিরস্ত্র করতে হবে।তিনি বলেন,এই ফিলিস্তিনের পক্ষে বাংলাদেশ সবসময় দাঁড়িয়েছে। বঙ্গবন্ধুর কাছে যারা ছিলেন, তখন জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন ছিল তখন ছিলেন ইয়াসির আরাফাত। প্রধানমন্ত্রী যখন দেশের রজতজয়ন্তী উৎসব পালন করার জন্য ব্যবস্থা করেন তখন যে তিনজনকে ডেকেছিলেন তার মধ্যে একজন ছিলেন ইয়াসির আরাফাত। কিন্তু অবাক হচ্ছি ইসরায়েলের এই পরিকল্পনার ব্যাপারে একদম কোনো শব্দ, একটি শব্দও তারা (আওয়ামী লীগ) উচ্চারণ করে নাই। মেনন বলেন,খোঁজ নেয়ার চেষ্টা করেছি, শুনেছি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে, ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) করবে। বাংলাদেশ চিরকাল ফিলিস্তিনের পক্ষে। ফিলিস্তিনের জনগণ ওই পরিকল্পনাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, এমনকি ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ওআইসি প্রত্যাখ্যান করেছে। তারপরেও বাংলাদেশ এ ব্যাপারে পরিপূর্ণভাবে নিশ্চুপ। এটা ডোনাল্ড ট্রাম্প সাহেবের ভয়ে কি না-আমার জানা নেই। কারণ ডোনাল্ড সাহেব কদিন পর ভারত যাবেন। সেখানে মোদি সাহেবের সঙ্গে মিলে এই অঞ্চলের ভাগ্য নির্ধারণ করবে, সেখানে বাংলাদেশ কোন অবস্থানে থাকবে?

তার কথার পর পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন ফ্লোর নিয়ে বলেন,ফিলিস্তিন সম্পর্কে আমাদের নীতি আজও বলবৎ। সেদিন ওআইসির সভায় আবারও বলেছি। সুতরাং, এ নিয়ে সন্দেহের কোনো কারণ নেই।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কিডনি

ডাঃ অনুপম মজুমদার
কনস্যালট্যান্ট নেফ্রোলোজিস্ট
এন্ড রেনাল ট্রান্সপ্ল্যান্ট ফিজিসিয়ান

১. কোমরে ব্যথা বা প্রস্রাব লালচে রঙের হলেই কিডনির সমস্যা বলে মনে করা হয়- এটা কি ঠিক, কিছু কিছু কিডনির সমস্যায় এটা হতে পারে। যেমন পাথর হলে, পলিসিস্টটিক রোগ হলে বা কিডনি রোগ থেকে ক্যালসিয়াম কমে গেলে। তবে কোমরে ব্যথা মানে কিডনির সমস্যা তা নয়।

২. কি কি কারণে এইধরণের সমস্যা হতে পারে
যদি কারোর প্রস্টেট এর সমস্যা বা ইউনিনারি ব্লাডারের ক্যান্সার মত সমস্যা হলে এই ধরণের সমস্যা দেখা দিতে পারে। সেইজন্য এই রকম সমস্যা দেখা দিলেই যতশীঘ্রই নেফ্রলোজিস্ট দেখানো ও তাঁর পরামর্শমত চিকিৎসা চালানো প্রয়োজন।

৩. কী কী কারণে কিডনি রোগ হয়?
কিছু রোগ আছে যেগুলো সরাসরি কিডনির ক্ষতি করে। আবার এমন কিছু স্টিস্টেমিক রোগ আছে, সেগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে দেহের অন্যান্য অঙ্গের সাথে সাথে কিডনিরও ক্ষতি করে।
উচ্চরক্তচাপ (যাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না) ও ডায়াবেটিস (যাদের রক্তে সুগারের পরিমান নিয়ন্ত্রণে থাকে না) থাকলে কিডনির রোগ হওয়ার সম্ভাবনা অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়। এছাড়া
যদি বংশে কিডনি রোগী থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে পরিবারের অন্য কারও সেই রোগ হতে পারে।
যাদের মূত্রে সংক্রমণ থাকে
যাদের কিডনিতে বার বার পাথর হয়
কানেক্টিভ টিসু ডিসওর্ডার যদি হয়
প্রসেস্ট এর সাইজ যদি বড় হয়ে যায়
শরীরের অন্য অংশে যদি কোন ইনফেকশন থাকে
অতিরিক্ত মদ্যপান
জল কম খাওয়া।

৪. কিডনি রোগ হয়েছে কি নাএটা বোঝার উপায় কী?
বোঝার একমাত্র উপায় প্রতি বছর নেফ্রোলজিস্টর পরামর্শ নেওয়া। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে প্রথমেই ইউরিন পরীক্ষা করতে হবে। রক্তে ইউরিয়া, ক্রিয়োটোনিন, হিমোগ্লোবিন, ক্যালসিয়াম, ইউরিক অ্যাসিড এর পরিমান ঠিক আছে কিনা দেখতে হবে
এছাড়া কিডনির আলট্রাসোনোগ্রাফি করতে হবে।
তবে যদি ইউরিনের মাধ্যমে
প্রোটিন মাত্রা অতিরিক্ত বেরিয়ে যায়
আর বি সি বেরিয়ে যায়
কিডনির সাইজ যদি ছোট হয়ে যায় - তাহলে কিডনির রোগ হয়েছে বলে বোঝা যায়।

৫. কিডনির রোগের লক্ষণ কি?
সাধারণ ভাবে কিডনি রোগের লক্ষণ খুব ভাল ভাবে বুঝা যায় না। যতদিন পর্যন্ত কিডনিটা ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ খারাপ না হয় ততক্ষণ বোঝা যায় না। সেইজন্য এই রোগটা সায়েলেন্ট কিলার বলা হয়।
তবে কিছু লক্ষণ দেখা দেয় যেমনঃ- ক্ষিদে কম পাওয়া, বমি বমি ভাব, ঘন ঘন জ্বর হওয়া, প্রস্রাবে জ্বালা, মাথা ঘুরানো, দুর্বল লাগা, চোখের পাতা ফুলে যাওয়া সকালে দিকে পা ফুলে যাওয়া, হঠাৎ করে উচ্চ রক্তচাপ ধরা পড়া, অ্যানিমিয়া হওয়া

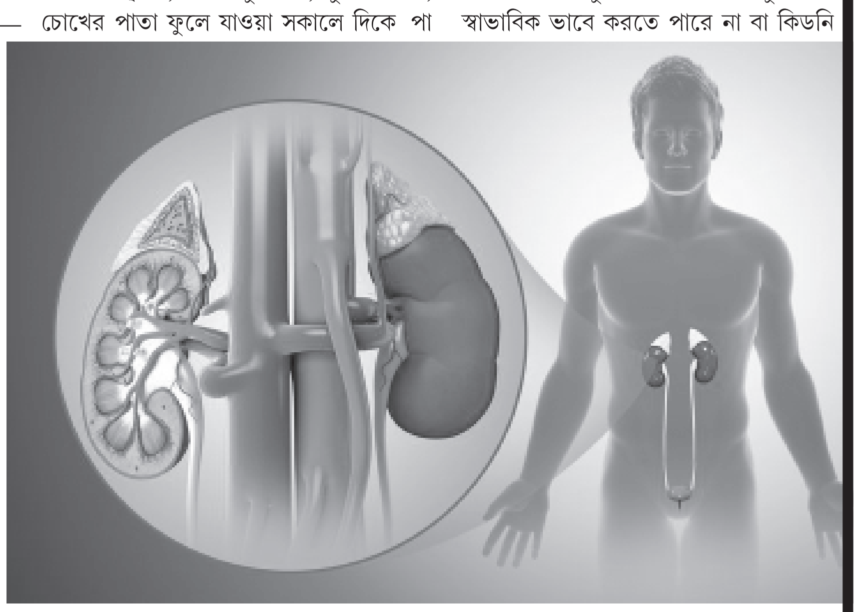

৬. আধুনিক জীবনযাত্রার মান কিডনির সমস্যা বাড়ার কি মূল কারণ : ব্যস্তময় ইঁদুর দৌড় জীবনযাপন, মানসিক চাপ, উত্তেজনা, ফাস্ট ফুড, শাকসবজিতে কীটনাশক, পরিবেশ দূষণ, নেশা, অনিয়মিত জীবনযাত্রা, বেশী পরিমানে লবণ, মসলাযুক্ত খাবার খাওয়া - নিঃসন্দেহে আধুনিক এই জীবনশৈলী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কিডনি খারাপ হওয়ার জন্য অনেকাংশে দায়ী।

৭. কি কি লক্ষণ দেখলে রোগী বুঝবে যে তার কিডনিতে সমস্যা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে যাওয়া অবশ্যক
ইউরিনে ফেনা হওয়া, সকালে ঘুম থেকে উঠলে মুখ ফুলা পা ফুলা, অ্যানিমিয়া, প্রস্রাব লাল হওয়া, তাছাড়া প্রস্রাব কম হওয়া, শ্বাসকষ্ট হওয়া

৮. কিডনি রোগ কি নিরাময়যোগ্য?
কিছু কিছু কিডনি রোগ প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়লে নিরাময় করা সম্ভব। তবে বাকিগুলি কন্টোল করা সম্ভব।

৯. কিডনি রোগ নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা কী?
* USG(KUb)
* ইউরিনের রুটিন চেক আপ
* মূত্রে অ্যালবুমিন ও ক্রিয়োটোনিন সমতা পরীক্ষা (urine for ALBUMIN-CREATININE RATIO)
* এবং প্রয়োজন হলে অনেক ক্ষেত্রে কিডনি বায়োপসি করতে হয়।

১০. ডায়াবেটিস যাদের থাকে তাদের কি কিডনি রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে
কিডনির রোগের প্রধান কারণ হল ডায়াবেটিস। যাদের ডায়াবেটিস থাকে তাদের ৫০ শতাংশেরও বেশী লোকেদের ডায়াবেটিক কিডনি ডিজিজ হতে পারে। নিয়মিত চেক আপের মাধ্যে থাকলে ডায়াবেটিস যে কিডনিটার ক্ষতি করতে যাচ্ছে তা বোঝা যায়। এবং সেটা করা গেলে ওষুধের মাধ্যমে কিডনিটা খারাপ হওয়ার গতিটাকে অনেকটা ধীরে করে আনা সম্ভব হয়।তাছাড়া ডায়াবেটিস রোগীদের নন-ডায়াবেটিক কিডনি ডিজিজ ও হতে পারে।

১১. কখন কিডনি ফেলিউর বলা হয়?
যখন বিভিন্ন অসুখের কারণে কিডনিদুটি কাজ স্বাভাবিক ভাবে করতে পারে না বা কিডনি কার্যক্ষমতা কমে যায় যায় তখন কিডনি ফেলিউর বলা হয়। যখন হাই লেভেল ইউরিয়া যায় এবং তার সঙ্গে অন্যান্য অ্যাবনরম্যাল হয়ে যায়। প্যারমিটারগুলি যেমনঃরক্তল্পতা হতে পারে, ইউরিক অ্যাসিড এবং ফসফেট এর মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। ক্যালসিয়াম কম হয়ে যেতে পারে। হাড় এ ব্যথা হতে পারে। ক্রিয়োটোনিন এবং ইউরিয়া লেবেল বেড়ে যেতে পারে। ইলেক্টোলাইট অ্যাবনরমাল হতে পারে।

১২. ডায়ালোসিস করা বা কিডনি প্রতিস্থাপন কখন করার প্রয়োজন হয়। যখন কিডনি ৯০ শতাংশ খারাপ হয়ে যায় এবং তার সাথে অসহ্যকর কিডনি ফেলিওর লক্ষণগুলি চলে আসে।

১৩. কিডনি সুস্থ ও সবল রাখতে আপনার পরামর্শ। নিয়মিত উচ্চ রক্তচাপ / রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, ইউরিনে জ্বালা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে, পর্যাপ্ত পরিমানে জল (২ থেকে ২.৫ লিটার) খাওয়া, নুন কম খাওয়া, ফাস্ট ফুড এড়িয়ে , চলা মাদক দ্রব্য না খাওয়া, ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা, সকাল বিকালের খাবার সঠিক সময়ে খাওয়া, যতটা সম্ভব মানসিক চাপ, উত্তেজনাকে এড়িয়ে চলা। বছরে অন্ততঃ একবার কিডনির কোনো সমস্যা আছে কি না সেটা জানার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া।

মোবাইল কী ভাবে কাজ করে?

সাধারণত কল করা, মেসেজ পাঠানো, ছবি শেয়ার করার মতো কাজই ফোনে রোজ করা হয়ে থাকে। এই কাজগুলি করার সময়ে রেডিওওয়েভ এবং মাইক্রোওয়েভ নির্গত ও গ্রহণ করে মোবাইল। এই ওয়েভের রেঞ্জ প্রায় ৮০০ থেকে ২৬০০ মেগাহার্টজ। অবশ্য দেশ ও ফোনের নেটওয়ার্কের উপরে নির্ভর করে এই মাত্রার ওঠানামা। এই মাইক্রোওয়েভ থেকেই কিন্তু সমস্যার সূত্রপাত। সহজ ভাবে বলতে গেলে 'বেনীআসহকলা'কে উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। বেনীআসহকলার লালের ওয়েভলেংথ সবচেয়ে বেশি। ফলে তা অনেক নিরাপদ। অন্য দিকে বেগুনির ওয়েভলেংথ কম। ফলে এর প্রভাবে ক্ষতির আশঙ্কা বেশি। আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি থেকে আমাদের শরীরে ক্ষতি বেশি হয়।

সলমনের সঙ্গে জুটি বাঁধছেন পূজা হেগড়ে

২০২১-এর সলমনের ঈদের রিলিজের মুখ্য চরিত্রে কে আসছে তাই নিয়ে এতদিন জল্পনা ছিলই। অবশেষে খোলসা হল, সলমনের বিপরীতে দেখা যাবে পূজা হেগড়েকে। ঠিকই ধরেছেন মহেঞ্জোদারো খ্যাত পূজা হেগড়ে প্রথমবার জুটি বাঁধতে চলেছেন ভাইজানের সঙ্গে। কভি ঈদ কভি দিওয়ালি-ছবিতে একসঙ্গে দেখা যাবে সলমন-পূজাকে।কভি ঈদ কভি দিওয়ালি-র প্রযোজক সাজিদ নাদিয়াওয়ালা জানিয়েছেন এই খবর। ফারহাদ সামঝি-র পরিচালনায় সলমন খান ও পূজা হেগড়ে রয়েছেন মুখ্য ভূমিকায়। সাজিদ বলেছেন, "হাউসফুল ৪-এর পূজার সঙ্গে কাজ করার পর আমাদের মনে হয়েছে কভি ঈদ কভি দিওয়ালি-র জন্য পূজা একদম ঠিক।"তিনি আরও বলেন, "সলমনের সঙ্গে একটা পূজার প্রথম ছবি, যা গল্পে একটা ঝকঝকে দিক নিয়ে আসবে। স্ক্রিনে অত্যন্ত ভাল এবং কাজের বিষয়ে ও ভীষণ সিরিয়াস।" একটি বিবৃতিতে সাজিদ নাদিয়াওয়ালা বলেছেন, কভি ঈদ কভি দিওয়ালি-র অক্টোবরে শুটিং শুরু হচ্ছে।তিনি লিখেছেন, "জুড়ুয়া শুধুমাত্র সলমনের নয়, বলিউডের জন্যও প্রথম ঈদ রিলিজ। এমনকী আমার পরিচালনায় কিক-ও ঈদে মুক্তি পেয়েছিল। কভি ঈদ কভি দিওয়ালি-র বিষয় এবং ছবিটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। ২০২১ এর জন্য ছবিটা করতে পেরে আনন্দিত।"

জানেন কি, অতিরিক্ত লবণ হাড়ের কতটা ক্ষতি করে দেয়!

অতিরিক্ত কোন কিছুই ভালো নয়। আর এটি লবণ খাওয়ার বেলাতেও সত্য। প্রতিদিন শরীরে সামান্যই লবণ দরকার সোডিয়ামের জন্য। সোডিয়াম শরীরের কিছু নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে। তবে অতিরিক্ত সোডিয়াম গ্রহণ দেহের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিদিন পাঁচ গ্রাম লবণ খাওয়াই যথেষ্ট। আর এক চা চামচেই থাকে প্রায় ছয় গ্রাম লবণ। প্রতিদিন পাঁচ গ্রামের বেশি খাওয়া শরীরের জন্য মোটেই সুখকর নয়। অতিরিক্ত লবণ খাওয়ার কতগুলো ক্ষতিকর দিক রয়েছে। আসুন আজ তা আমরা তাহলে জেনে নেই-কিডনির ক্ষতি : শরীরে তরলের ভারসাম্য ঠিকঠাক রাখতে সামান্য পরিমাণ সোডিয়াম গ্রহণই যথেষ্ট। তবে বাড়তি সোডিয়াম কিডনিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ কিডনির ওপর চাপ বাড়িয়ে দেয় এবং কিডনির কার্যক্রম নষ্ট করে।রক্তচাপ বাড়ায় : হৃদরোগ বা কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজের অন্যতম কারণ উচ্চ রক্তচাপ। আর উচ্চ রক্তচাপের অন্যতম কারণ অতিরিক্ত লবণ খাওয়া। অতিরিক্ত সোডিয়াম গ্রহণ রক্তনালিকে সংকুচিত করে দেয় এবং রক্ত প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়। এতে রক্তচাপ বাড়ে।পাকস্থলীর ক্যানসার : বেশি পরিমাণে লবণ খাওয়া পাকস্থলীর ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায়। এমনকি ওয়ার্ল ক্যানসার রিসার্চ ফান্ড অ্যান্ড আমেরিকান ইন্সটিটিউট ফর ক্যানসার রিসার্চ নিশ্চিত করেছে যে অতিরিক্ত লবণাক্ত খাবার পাকস্থলীর ক্যানসার তৈরি করতে পারে। খাবারে বেশি পরিমাণ লবণ থাকলে এটি পাকস্থলীর ব্যাকটেরিয়া হেলিকোব্যাকটার পাইলোরিকে প্রভাবিত করে। এমনকি ক্যানসারের চিকিতসার উন্নতিকেও ধীর গতির করে দিতে পারে বেশি লবণ গ্রহণ।দুর্বল হাড় : অতিরিক্ত লবণ খাওয়া হাড়কে দুর্বল করে দেয়। বেশি লবণ খেলে হাড় থেকে ক্যালসিয়াম কমে যায়। শক্তিশালী হাড়ের জন্য ক্যালসিয়াম খুব জরুরি। ক্যালসিয়ামের অভাবে হাড় দ্রুত ভঙ্গুর হয়ে পড়ে এবং এতে অস্টিওপরোসিস রোগের ঝুঁকি বাড়ে।এ ছাড়া অতিরিক্ত লবণ খাওয়া শরীরের জলের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় ; স্থূলতা ও অ্যাজমার ঝুঁকি বাড়ায়। তাই লবণ কম খাওয়ার পরামর্শই দেন চিকিতসাবিদরা।

প্রেমদিবসেই দেবেন বিয়ের খবর? অঙ্কুশ-ঐন্দ্রিলার পোস্ট ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে

ভ্যালেন্টাইনস ডেতেই বিয়ের কথা ঘোষণা করবেন অঙ্কুশ? সোশ্যাল মিডিয়া এখন এই চর্চায় মশগুল। অবশ্য উড়ো খবর নয়। এর পিছনে রয়েছে অঙ্কুশেরই পোস্ট। নায়ক সরাসরি বিয়ের খবর না জানালেও এমন একটি পোস্ট করেছেন তাঁর ইনস্টাগ্রামে, যে তা নিলে জল্পনা তুঙ্গে। অনুরাগীদের আশা কালই ঐন্দ্রিলাকে বিয়ের খবর ঘোষণা করে দেবেন তিনি। এদিকে ঐন্দ্রিলাও তেমনই একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন তাঁর পোস্টে।অনেকদিন ধরেই সম্পর্ক রয়েছে টলিউডের সেলেব জুটি অঙ্কুশ ও ঐন্দ্রিলার। সম্পর্কের কথা কখনই লুকোননি তাঁরা। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের বিয়ের জন্য দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করছে অনুরাগীমহল। তাই অঙ্কুশ যখন পোস্ট করলেন যে তিনি আগামিকাল সুখবর দেবেন, তখন উচ্ছ্বসিত তারা। পোস্টে অঙ্কুশ লিখেছেন, ১৪ ফেব্রুয়ারি তাঁর জন্মদিন। আর তিনি এ বছর তাঁর জন্মদিনটাকে স্পেশ্যাল রাখতে চান। তাই বেলা ১১টায় তিনি একটি সুখবর দেবেন। তবে সুখবরটি যে কী, তা নিয়ে তিনি কিছু বলেননি। উলটে অনুরাগীদের অনুমান করতে বলেছেন।সারার কোমরে খেলছে কার্তিকের হাত, মাখোমাখো প্রেম ভাইরাল ইনস্টাগ্রামেএতদূর পর্যন্ত যে সাসপেন্স অনুরাগীদের মধ্যে দানা বাঁধছিল, ঐন্দ্রিলার পোস্ট দেখে সেই সাসপেন্স প্রায় নিশ্চিত হওয়ার পথে।

এনআরসি, এনপিআর-এর বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ সৌমিত্রর

সিএএ, এনআরসি, এনপিআর-এর বিরুদ্ধে সই করলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেন সৌমিত্র। অনুষ্ঠান শেষে ছাত্ররা তাঁকে জানান, সিএএ-র বিরোধিতায় একটি বোর্ড করা হয়েছে সেখানে সই করতে। ছাত্রদের অনুরোধে সেই বোর্ড সই করেন তিনি। কেন্দ্রের জনবিরোধী নীতির বিরোধিতা করেন সৌমিত্র। তাঁর মতে, ভারতের সর্বধর্মের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করছে ওই সব নীতি।

কিষাণ ক্রেডিট কার্ড (KCC) সংক্রান্ত বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

রাজ্য সরকার সম্প্রতি সমস্ত PM-KISAN সুবিধাভোগীদের আগামী ২৩ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২০ইং এর মধ্যে ১০০ শতাংশ KCC প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই উপলক্ষ্যে রাজ্যের যে সকল চাষী ভাই PM-KISAN প্রকল্পের আওতাভুক্ত হয়ে সুবিধাভোগী করছেন, তাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে আপনারা অতিসত্বর ব্যাংকের পাসবই, আধার কার্ড ও জমির নথীপত্রের ফোটোকপি সহ প্রয়োজনীয় ফর্ম পূরণ করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের শাখায় যোগাযোগ করে KISAN CREDIT CARD (KCC) সংগ্রহ করুন।
প্রয়োজনীয় ফর্ম সহ বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিকটবর্তী কৃষি অফিসে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের শাখায় যোগাযোগ করুন।

ICA/D-1691/2019-20

ডা: ডি. পি. সরকার
কৃষি অধিকর্তা

PRESS NOTICE INVITING eTENDER NO:12/EE/WR-III/UDP/2019-20 DATE: 11.02.2020

Sl No	Name of the work	Estimated cost Earnest Money	Time for completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of opening of bid	Document down-loading and biding at application	Class of Bidder
1	**DNIeT No. 07/SE/WR/C-III/UDP/DNIeT/2019-20**	Rs. 42,54,754.00 Rs. 42,548.00	5(five) Months	Upto 15.00 Hrs on 03.02.2020	At 16.00 Hrs on 05.03.2020	https:tripura tenders.gov.in.	Appropriate Class

N.B: The details notice can be seen in the office of the (i) Superintending Engineer W.R Circle No.III, Udaipur (ii) Executive Engineer, W.R. Division No.III, Udaipur (iii) Assistant Engineer, W.R. Sub-Division No.1, Udaipur [iv] Assistant Engineer, W.R. Sub-Division No.11, Udaipur and Ivl Assistant Engineer, W.R. Sub-Division, Amarpur during office hours.
The details notice can also be seen at website : www.tripura.nic.in and / or www.tripurainfo.com

ICA/C-2487/2019-20

(Er. M. Mog)
Executive Engineer
Water Resource Division-III
Udaipur, Gomati, Tripura.

PNIT NO:-10/NIT/EE-KLP/PWD (DWS)/2019-20 date: - 07/02/2020 for Construction of SBDTWs under DWS Division Kalyanpur, PWD:-

Sl No.	DNIT No.	Estimated Cost	Earnest Money
1)	DNIT NO. 67/EE-KLP/PWD(DWS)/2019-20	Rs. 2,90,871.00	Rs. 2909.00
2)	DNIT NO. 68/EE-KLP/PWD(DWS)/2019-20	Rs. 2,90,871.00	Rs. 2909.00
3)	DNIT NO. 69/EE-KLP/PWD(DWS)/2019-20	Rs. 2,90,871.00	Rs. 2909.00
4)	DNIT NO. 70/EE-KLP/PWD(DWS)/2019-20	Rs. 2,90,871.00	Rs. 2909.00
5)	DNIT NO. 71/EE-KLP/PWD(DWS)/2019-20	Rs. 4,36,370.00	Rs. 4364.00
6)	DNIT NO. 72/EE-KLP/PWD(DWS)/2019-20	Rs. 4,36,370.00	Rs. 4364.00
7)	DNIT NO. 73/EE-KLP/PWD(DWS)/2019-20	Rs. 2,90,871.00	Rs. 2909.00
8)	DNIT NO. 74/EE-KLP/PWD(DWS)/2019-20	Rs. 2,90,871.00	Rs. 2909.00
9)	DNIT NO. 75/EE-KLP/PWD(DWS)/2019-20	Rs. 2,90,871.00	Rs. 2909.00
10)	DNIT NO. 76/EE-KLP/PWD(DWS)/2019-20	Rs. 2,90,871.00	Rs. 2909.00
11)	DNIT NO. 77/EE-KLP/PWD(DWS)/2019-20	Rs. 2,90,871.0()	Rs. 2909.00
12)	DNIT NO. 78/12:1:-KLP/PWD(DWS)/2019-20	Rs. 2,90,871.00	Rs. 2909.00
13)	DNIT NO. 79/EE-KIT/PWD(DWS)/2019-2(l	Rs. 2,90,871.00	Rs. 2909.00
14)	DNIT NO. 80/1:1:-KLIVPWD(DWS)/2019-20	Rs. 2,90,871.00	Rs. 2909.00

Last date and time for receipt of application for issue of tender form up to 4.00 PM on 19/9212020
Other necessary detailed information can he seen and tender docume its will be sold in the DWS Division office of Kalyanpur & Agartala-1 in office hours.

ICA/C-2492/2019-20

(Er. Gopi Majumder)
Executive Engineer
DWS Division, PWD
Kalyanpur, Tripura.

জাতীয় কৃমিনাশক দিবস ফেব্রুয়ারি ২০২০ রাউন্ড

১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ জাতীয় কৃমিনাশক দিবস কর্মসূচি পালন করা হবে। রাজ্যের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং মহাবিদ্যালয়ে এই দিনে ১ থেকে ১৯ বছর বয়সের শিশু ও কিশোর -কিশোরীদের বিনামূল্যে কীটনাশক ওষুধ 'অ্যালবেনডাজোল' খাওয়ানো হবে। যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা অসুস্থতা বা অনুপস্থিতির কারণে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ কৃমিনাশক ওষুধ গ্রহণ করতে পারবে না, তাদের নিকটবর্তী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, সংশ্লিষ্ট বিদালয় এবং সমস্ত ধরনের কলেজে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ইং তারিখে মপ আপ দিবসে এই ওষুধ খাওয়ানো হবে। এবছর রাজ্যের ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরে অবস্থিত ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ কৃমিনাশক কর্মসূচির রাজ্যভিত্তিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।
এই ফেব্রুয়ারি ২০২০ রাউন্ডের লক্ষ্যমাত্রা— এই ফেব্রুয়ারি ২০২০ রাউন্ডের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা শিশু ও কিশোর, কিশোরীর মোট সংখ্যা ১২ লক্ষ ১৯ হাজার ৩৯ জন, সরকারি ও সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত স্কুলের আওতাধীন ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ৬ লক্ষ ১১ হাজার ০৮১ জন, বেসরকারি বিদ্যালয় আওতাধীন ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ১ লক্ষ ৩০ হাজার ২৯৫ জন, বিদ্যালয় বহির্ভত শিশু ও কিশোর কিশোরীদের সংখ্যা ১ লক্ষ ২ হাজার ৬১৬ জন, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নথিভুক্ত ৩ লক্ষ ২৩ হাজার ১০১ জন ও অনথিভুক্ত ৫১ হাজার ৯৪৬ জন।
বিদ্যালয় বর্হির্ভত শিশু ও কিশোর কিশোরী সহ ইটভাট্টা চা বাগানের শ্রমিক এবং তাদের ছেলেমেয়ে, শহরতলির বস্তি এলাকার বাসিন্দা সহ ১৯বছর বয়স পর্যন্ত বিভিন্ন কলেজের পড়ুয়াদের ফেব্রুয়ারি ২০২০এর লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে।
অন্যবারের মত এই রাউন্ডেও প্রাক প্রাথমিক স্তরের পাশাপাশি বেসরকারি বিদ্যালয়, কারিগরি শি৭া প্রতিষ্ঠান ও কলেজ পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের নাম নথিভুক্ত করার জন্য বিশেষ কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে ৪,৯৪৫ বিদ্যালয় শিক্ষক, ৯৯১১ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং ৭৬৫১ আশা কর্মীদের সচেতন করে তোলা হয়েছে এছাড়াও ৪, ৫৩৬ টি সরকারি ও সরকারি অধিগৃহীত স্কুল, ৪০৯টি বেসরকারি স্কুল এবং ৯,৯১১ টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং ৬৬টি উচ্চ শিক্ষায় অধিনস্ত সমস্ত রকমের কলেজ, করিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মেডিক্যাল কলেজ, প্যারামেডিক্যাল কলেজ, আইন কলেজ সহ অন্যান্য কলেজের মাধ্যমে এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।
শিশু ওকিশোর কিশোরীদের স্বাস্থ্যের ওপর মাটি থেকে সংক্রমিত কৃমির অনেক কুপ্রভাব রয়েছে। কৃমির কারণে রক্তাল্পতা, পেটব্যথা, বমি বমিভাব, পাতলা পায়খানা, ক্ষুদামান্দ্য , অপুষ্টি, দুর্বলতা, ইত্যাদি হতে পারে, যার ফলে ছেলেমেয়েদের রোগপ্রতিরোধক ক্ষমতা হ্রাস পায়, মানসিক ও শারীরিক বিকাশে ব্যাঘাত ঘটায় এবং এর ফলে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতর হারও বেড়ে যায়।
এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত করতে স্বাস্থ্য দপ্তর, শিক্ষা দপ্তর ও সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর একযোগে কাজ করছে। মনে রাখতে হবে কৃমিনাশক ওষুধ সব শিশুদের জন্য নিরাপদ ও কার্যকর।

ফিরছে অক্ষয়-ভূমি জুটি

বছর কয়েক আগে "টয়লেট এক প্রেম কথা" ছবিতে দর্শকের মন কেড়েছিল অক্ষয় কুমার-ভূমি পেডনেকর জুটি। তারপর থেকে এই দুই অভিনেতা-অভিনেত্রীকে একসঙ্গে পর্দায় আর দেখা যায়নি। এবার বোধহয় সেই খরা কাটতে চলেছে। তবে এবার ছবির প্রধান চরিত্র ভূমি। তাঁকে যে চরিত্রে দেখা যাবে তার নাম দুর্গাবতী। চরিত্রের নামেই ছবির নাম- "দুর্গাবতী"। ছবিটি একটি স্কেয়ারি থ্রিলার।সম্প্রতি "দুর্গাবতী" ছবির কথা টুইটারে ঘোষণা করেছেন অক্ষয় কুমার। সেখানে প্ল্যাকার্ড হাতে তাঁকে ও ভূমিকে দেখা গিয়েছে। অক্ষয়ের হাতে যে প্ল্যাকার্ডটি রয়েছে, সেখানে লেখা আছে "প্রেজেন্টার"। আর ভূমির হাতে যেটি রয়েছে, সেখানে লেখা "হিরো"। অর্থাত দুর্গাবতীর ভূমিকায় দেখা যাবে ভূমিকে। ছবিটি পরিচালনা করবেন অশোক। পরের বছর জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে শুরু হবে ছবির শুটিং।ভূমি পেডনেকর এখন "পতি পত্নী অউর উয়ো" ছবির প্রোমোশনে ব্যস্ত। ৬ ডিসেম্বর মুক্তি পাবে ছবিটি। ছবিতে তাঁর সঙ্গে অভিনয় করবেন কার্তিক আরিয়ান ও অনন্যা পাণ্ডে। ১৯৭৮ সালের "পতি পত্নী অউর উয়ো" ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল। সেই ছবিটিকেই এ যুগের মতো করে বানিয়েছেন পরিচালক মুদ্দাসর আজিজ। অন্য দিকে অক্ষয় কুমারের ছবি "গুড নিউজ" মুক্তি পাবে ২৭ ডিসেম্বর। শুক্রাণুর অদলবদল নিয়ে দুই পরিবারের গল্প উঠে এসেছে ছবিতে। ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশনের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে "গুড নিউজ"। এই ছবিতে অক্ষয়ের বিপরীতে অভিনয় করেছেন করিনা কাপুর খান।

শারীরিক সমস্যা ডেকে আনছে মোবাইল

মোবাইলের ফাঁদে বন্দি প্রায় সকলেই। তবে মুক্তির পথও কিন্তু আপনার হাতেই...এমন বাড়ির দৃশ্য খুব অস্বাভাবিক নয়, যেখানে একই ঘরে মা, বাবা, ছেলেমেয়ে সকলেই উপস্থিত। কিন্তু কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না। সকলেই যে যার ফোনে ব্যস্ত। এমনকি বাচ্চাদের খাওয়ানোর জন্য হাতে ফোন ধরিয়ে দেওয়াটাও যেন দস্তুর হয়ে গিয়েছে। খেতে খেতে ফোন, হাঁটতে হাঁটতে কানে গান, শুয়ে শুয়ে চোখের সামনে সিনেমা... ইন্দ্রিয় বুঁদ হয়ে আছে মুঠোফোনের মায়ায়। অতিরিক্ত মোবাইলের ব্যবহার কি অজান্তেই অসুখ ডেকে আনছে? তার জন্য আগে ভাল করে জানতে হবে মোবাইলের খুঁটিনাটি।

বৃহস্পতিবার আগরতলা বিমানবন্দরে পর্যটন মন্ত্রী প্রাণজিৎ সিং রায় পর্যটনের উদ্দেশ্যে মাতাবাড়ি প্রতিছবির উদ্বোধন করেন। ছবি- নিজস্ব।

পাথারকান্দির কুকিতলে নিখোঁজ কিশোরী উদ্ধার করিমগঞ্জ রেলস্টেশনে, আটক এক, চাঞ্চল্য

পাথারকান্দি (অসম), ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : প্রাইভেমট টিউশনের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল স্কুলছাত্রী কিশোরী। যথাসময় ফের বাড়ি না ফেরায় উৎকণ্ঠাৰ সঙ্গে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মেয়ের নিখোঁজ সংক্রান্ত বিবরণ জানিয়ে থানায় এজাহারও দাখিল করা হয়েছিল। অবশেষে পুলিশের তৎপরতায় কয়েকঘণ্টার মধ্যে নিখোঁজ নাবালিকাকে এক যুবকের খপ্পর থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

ঘটনা করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি থানার অন্তর্গত কুকিতলে আজ বৃহস্পতিবার সকালে সংগঠিত হয়েছে। তবে পুলিশের সময়োপযোগী পদক্ষেপে মেয়েটি করিমগঞ্জ রেলস্টেশন চত্বর থেকে উদ্ধার হয়েছে আজই রাতের দিকে।প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, অন্যান্য দিনের মতো আজ সকালে সোনাখিরা এলাকায় জনৈক গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল কুকিতল বাগানের জনৈক প্রয়াত পরেশনাথ গোয়ালার স্কুলপড়ুয়া ১৫ বছরের নাবালিকা মেয়ে। কিন্তু সে যথাসময় বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকদের মধ্যে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়। আশপাশ, আত্মীয়-স্বজন ও তার সহপাঠীদের বাড়িতে খোঁজখবর করেও তাকে পাওয়া যায়নি। অগত্যা বিকেলের দিকে অন্যদের সঙ্গে নিয়ে তাঁর বড় ভাই দীপক গোয়ালা পাথারকান্দি থানায় এসে মেয়ে ও বোনের নিখোঁজ সংক্রান্ত এক লিখিত এফআইআর দায়ের করে তাঁকে শীঘ্র উদ্ধার করতে আবেদন জানান।

এদিকে প্রদত্ত এফআইআর-এর ভিত্তিতে পুলিশ সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। খবর দেওয়া হয় করিমগঞ্জ জেলা এবং প্রতিবেশী ত্রিপুরার আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী সব থানায়। ইত্যবসরে করিমগঞ্জ পুলিশের অভিযানে নিখোঁজ পঞ্চদশী মেয়েকে করিমগঞ্জ রেলস্টেশন থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এর সঙ্গে এক যুবককে আটক করা হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে ছেলেটির নামধাম কিছুই এ মুহূর্তে খোলসা করতে চাইছে না পুলিশ। তাদের দুজনকেই করিমগঞ্জ সদর থানায় রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, মেয়েটিকে ট্রেনে করে অন্যত্র পাচারের পরিকল্পনা ছিল।

বিধায়ক আজিজের বিরুদ্ধে মন্তব্য, কংগ্রেস নেতা সিদ্দিকের বিরুদ্ধে তোপ এআইইউডিএফের যুবব্রিগেড

করিমগঞ্জ (অসম), ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক আজিজ আহমদ খান বিজেপি সরকারের হাতের পুতুল হয়ে কাজ করছেন। প্রাক্তন মন্ত্রী কংগ্রেস নেতা সিদ্দেক আহমেদের সাম্প্রতিক এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে এআইইউডিএফ-এর বিধানসভা এলাকা ভিত্তিক যুব কমিটি।

এআইইউডিএফ-এর যুব শাখার সভাপতি মিসবাহ হুসেন সিদ্দেক আহমেদের ওই মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, বিজেপির দালালি কে করছে, তা করিমগঞ্জ জেলার জনগণকে আর নতুন করে বোঝাতে হবে না। করিমগঞ্জের জনগণ চার লক্ষাধিক ভোট দিয়েও রাধেশ্যামকে (গত লোকসভা নির্বাচনে এআইইউডিএফ প্রার্থী রাধেশ্যাম বিশ্বাস) নির্বাচিত করতে পারেননি। বিজেপি প্রার্থী কৃপানাথ মালাহকে জয়ী করাতে, দুর্বল কংগ্রেস প্রার্থীর হয়ে সংখ্যালঘু ভোটে বিভাজন ধরিয়েছিলেন এই সিদ্দেক। রাতাবাড়ির উপনির্বাচনে স্বদলীয় প্রার্থীর সঙ্গে কে অন্তর্ঘাত করেছিল, তাও আয়নার মতো পরিষ্কার। করিমগঞ্জ জেলা পরিষদে সংখ্যাধিক্য সংখ্যালঘু সদস্য থাকার পরও কার জন্য সভাপতি এবং উপসভাপতি একটি পদেও কোনও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যক্তি বসতে পারেননি। আর এর জন্য যে ব্যক্তি মুখ্যত দায়ী তাঁর মুখে এ সব কথা মানায় না।

যুব শাখার সভাপতি মিসবাহ হুসেন আর বলেন, আজিজ খান এই প্রথম বিধায়ক হয়েছেন। কিন্তু সিদ্দেক তাঁর ১৫ বছরের কার্যকালে সংসদীয়-সচিব থেকে শুরু করে প্রতিমন্ত্রী এবং পরবর্তীতে ক্যাবিনেট মন্ত্রী হয়েছেন। কিন্তু সিদ্দেকের পনেরো বছরের কার্যকাল থেকে আজিজ খানের পাঁচ বছরের কার্যকালে অনেক বেশি কাজ হয়েছে। সিদ্দেকের আমলে সাধারণ সুতা, কম্বল ও মশারি বিতরণে ক্যাডারদের বাড়িতে দৌড়ঝাঁপ করতে হত। কিন্তু আজিজ খান বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর সুবিধাপ্রাপকরা যেভাবে বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা লাভ করেছেন তা সিদ্দেকের আমলে কল্পনাও করা যায়নি। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে (জিপি) পাঁচ থেকে ৬০০ কৃষক পাঁচ হাজার থেকে শুরু করে দশ হাজার পর্যন্ত কৃষিভাতা পেয়েছেন। প্রতিটি জিপিতে দশজন করে দশ হাজার টাকার চিকিৎসা ভাতা, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের এককালীন দশ হাজার টাকা সরাসরি প্রদান করা হয়েছে। সিদ্দেক আহমদের আমলে সংঘটিত সাইক্লোন, ফ্লাড ড্যামেজ-সহ বিভিন্ন প্রকল্পের তালিকায় দেখা যাবে কীভাবে সিদ্দেক-ক্যাডাররা নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে নিয়েছেন। বদর উদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন এআইইউডিএফ-এর ব্রিগেডের যুব শাখার সভাপতি বলেন, পঞ্চায়েতের কাজে বিধায়ক হস্তক্ষেপ করছেন বলে প্রাক্তন মন্ত্রী যে অভিযোগ করেছেন তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কারণ সিদ্দেক আহমেদ বিধায়ক থাকার সময় কীভাবে পঞ্চায়েতের কাজকর্মে দখলদারী করেছেন তা জেলাবাসীর ভালোই জানা। পঞ্চায়েতের যাবতীয় প্রকল্পের ফলকে সিদ্দেকের নাম রাখতে হয়েছে বাধ্যতামূলকভাবে। জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি বর্তমানে তাঁর একান্ত আপনজন, মৈনা জিপি-র সভাপতি আবদুল হামিদ কত আন্দোলন করেছেন তা সকলের ভালোই জানা।

যুব এআইইউডিএফ-এর আরেক নেতা বাহা-উদ্দিন বলেন, সিদ্দেক আহমেদ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নে বিধায়ক আজিজ আহমদ খান থেকে অনেক পিছিয়ে আছেন। কারণ করিমগঞ্জ জেলার সংখ্যালঘুরা সিদ্দেক আহমেদের জন্য বেশি প্রতারিত হয়েছেন। অনেক আশা ভরসা করে সংগ্রাম করে সিদ্দেক আহমেদকে তিনবার বিধায়ক নির্বাচিত করেছিলেন। কিন্তু বিধায়ক থেকে মন্ত্রী হয়ে সিদ্দেক নিজের পাহাড়সম সম্পত্তি গড়ে তুলেছেন। নিজের আত্মীয়স্বজনদের চাকরি দেওয়া ছাড়া নিজের ভাইয়ের নামে ঠিকাদারি করে পাহাড়-প্রমাণ সম্পত্তি গড়েছেন। গোটা দক্ষিণ করিমগঞ্জে মধ্যে একটি স্কুল কিংবা মাদ্রাসা গড়ে তুলেছেন তা সিদ্দেক দেখাতে পারবেন না। কখনও সংখ্যালঘুদের নেতৃত্ব রক্ষার দোহাই দিয়ে প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম রায়কে টার্গেট করে জনগণের আবেগ নিয়ে খেলা করেছেন সিদ্দেক। তাঁর ১৫ বছরের আমলে দক্ষিণ করিমগঞ্জ-সহ সমগ্র জেলায় সংখ্যালঘুদের আক্ষরিক অর্থে কোনও উন্নয়ন হয়নি। সিদ্দেক আহমদের কাছ থেকে প্রতারিত ও বঞ্চিত হয়ে রাগে-দুঃখে অভিমানে দক্ষিণ করিমগঞ্জের জনগণ তাঁর বিকল্প হিসাবে আজিজ খানকে নির্বাচিত করেছেন। আর আজিজ খান জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এলাকার সকল জনগণের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, সিদ্দেক আহমেদ বর্তমানে দক্ষিণ করিমগঞ্জের রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছেন। সঙ্গত কারণেই বর্তমান বিধায়ক আজিজ আহমদ খানের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়ে নিজের পায়ের তলায় হাড়িয়ে যাওয়া মাটি খুঁজে পেতে চাইছেন। এককালের সিদ্দেক ঘনিষ্ঠ যুব নেতা বাহা উদ্দিন বলেন, সিদ্দেক আহমেদকে আমি অনেক কাছে থেকে দেখেছি। এই ব্যক্তি নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছুই বোঝেন না। বাহা উদ্দিন বলেন, আজিজ খান রাজনীতিতে নতুন হলেও তিনি কাজের লোক। জনগণকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে থাকেন। গরিব-দুস্থ অসহায় মানুষ যখন তাঁর দ্বারস্থ হয়েছেন, কেউ খালি হাতে ফিরেননি। যা প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দেক আহমদের বেলায় কল্পনা করাই যেত না। তিনি বলেন, ২০২১-এর নির্বাচনে দক্ষিণ করিমগঞ্জে আজিজ আহমদ খানের সঙ্গে কারো প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হবে না। তিনি হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সিংহভাগ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হবেন। আর এ কথা ভালো করে অনুধাবন করতে আজিজ আহমদ খানের বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনায় নেমেছেন সিদ্দেক আহমেদ।

খলনায়ক প্রাণ-এর জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন বিগবি-র

কলকাতা,১৩ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.):বিগ বি অমিতাভ বচ্চনের বহু দিনের সঙ্গী খলনায়ক প্রাণ উ বলিউডের সেরা খলনায়ক প্রাণ-এর জন্মশতবর্ষ শ্রদ্ধা জানিয়ে টুইট করলেন বিগ বি।

'জঞ্জির' দিয়ে শুরু হয়েছিল অমিতাভ বচ্চন ও প্রাণ সাহেবের একসঙ্গে পথ চলা উ সেই ছবির দৃশ্য দিয়ে টুইট করে ক্যাপশনে লিখেছেন, ' প্রাণসাহেবের এবছর জন্মশতবার্ষিকী। আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁর প্রতি উ প্রচণ্ড নিয়মনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন। কাজে কোনও ভুল চোখে পড়ত না। অত্যন্ত ভদ্র স্বভাবের। একই সঙ্গে স্বল্পভাষী উ কিন্তু সহ অভিনেতাদের সাহায্য করার বেলায় প্রচণ্ড উদার উ হিন্দি ছাড়াও উর্দুতে চোস্ত ছিলেন। তাঁর মতো সহ অভিনেতা পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার উ মুক্তকণ্ঠে অমিতাভ এও বলেন, তাঁর ছয় দশকের কেরিয়ারে প্রাণের মত খলনায়ক সহ অভিনেতা খুব কমই পেয়েছেন উ একজন ভালো মানুষের পর্দায় খলনায়ক হয়ে ওঠা ভীষণ চ্যালেঞ্জের উ প্রতিভা না থাকলে এই অভিনয় অসম্ভব'।

লখনউ আদালত চত্বরে বোমা বিস্ফোরণে আহত ৩ জন, নিন্দা বার কাউন্সিলের

লখনউ, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের রাজধানী লখনউতে জেলাশাসকের অফিস চত্বরের মধ্যেই, দেওয়ানি আদালত চত্বরে বোমা বিস্ফোরণউ বোমা বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন ৩ জন, প্রত্যেকেই আইনজীবী।

যাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনকউ বিস্ফোরণের পর আদালত চত্বর থেকে তিনটি তাজা বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে বিধানসভা থেকে কিছুটা দূরত্বের মধ্যেই, হজরতগঞ্জে জেলাশাসকের দফতরের সামনে বোমা বিস্ফোরণ হয়উ প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দেওয়ানি আদালতের সামনে আইনজীবীদের দু'টি গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়উ তখনই বোমা বিস্ফোরণ হয়উ লখনউ বার অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সচিব তথা আইনজীবী সঞ্জীব লোধির চেম্বার লক্ষ্য করে বোমা ছোড়া হয় বলে অভিযোগ, আইনজীবী সঞ্জীবের অভিযোগ, জিতু যাদব নামে একজন আইনজীবী বোমা ছুড়েছেউ জিতু যাদবের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে লখনউ পুলিশউ ওয়াজিরগঞ্জ থানার পুলিশ তিনটি তাজা বোমাও উদ্ধার করেছেউ বিষয়টি তদন্ত করে দেখছেন তদন্তকারীরা।

লখনউ আদালত চত্বরে বোমা হামলার ঘটনায় বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান মনন মিশ্র বলেছেন, এই ধরনের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। দোষীদের শীঘ্রই গ্রেফতার করা হবেউ এই ধরনের ঘটনার জন্যই অ্যাডভোকেটস সুরক্ষা আইন কার্যকর করার দাবি জানাচ্ছে বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া।

দুল্লভছড়ায় সিংলা নদী ভাঙন রোধে মঞ্জুর ১.৫ কোটি টাকা, শীঘ্রই শুরু হবে কাজ, জানান রাতাবাড়ির বিজয়

দুল্লভছড়া (অসম), ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত রাতাবাড়ি বিধানসভার উপনির্বাচনে বিজয়ী হয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী বিজয় মালাকার। বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই রাতাবাড়ির উন্নয়নে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তিনি। এলাকার অর্ধসমাপ্ত কাজগুলো সম্পূর্ণ করতে ইতিমধ্যে বিভাগীয় মন্ত্রী ও আমলাদের সঙ্গে ঘন ঘন যোগাযোগ রেখে চলেছেন বিধায়ক বিজয় মালাকার।

রাতাবাড়ি বিধানসভা এলাকার দুল্লভছড়া বড়বাজার থেকে রেলস্টেশন পর্যন্ত সিংলা নদীর বাঁধ ভাঙা থাকার কারণে বৃহত্তর এলাকার জনগণ বিগত কয়েক বছর থেকে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছিলেন। এবার এই বহু পুরনো সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হলেন বিধায়ক বিজয়। জলসম্পদমন্ত্রী কেশব মহন্তের সঙ্গে সাক্ষৎ করে এই সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন তিনি। সম্প্রতি দিশপুরে রাজ্য সচিবালয়ে বিভাগীয় মন্ত্রী কেশব মহন্তের চেম্বারে উপস্থিত হয়ে সিংলা নদীর ভাঙনের ফলে এলাকার বসতবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট নদী গর্ভে তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার কথা সবিস্তারে তুলে ধরেন বিজয় মালাকার।

মন্ত্রী কেশব মহন্ত বিধায়কের কাছ থেকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে এই সব সমস্যার কথা অতি বিস্তারিত ভাবে শুনেছেন। এলাকার জনবসতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাটগুলিকে নদী ভাঙন থেকে রক্ষা করার গুরুত্ব অনুধাবন করে বিজয় মালাকারের অনুরোধে মন্ত্রী কেশব মহন্ত তৎক্ষণাৎ সিংলা নদীর ভাঙন রোধে দেড় কোটি টাকা মঞ্জুর করে দেন। এছাড়া এলাকার উন্নয়নে বিধায়কের পাশে সবসময় থাকবেন বলে কথাও দেন মন্ত্রী কেশব মহন্ত।

বিধায়ক বিজয় মালাকার এদিন তাঁর এলাকার উন্নয়নমূলক কাজকর্ম নিয়ে সচিবালয়ে বিভিন্ন বিভাগের আমলাদের সঙ্গে দেখা করে আলোচনা করেন। বর্তমানে গুয়াহাটিতে অবস্থান করছেন বিধায়ক বিজয় মালাকার। তাই বৃহস্পতিবার টেলিফোনে জানিয়েছেন, সিংলা নদীর বাঁধের কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে।

জাপানে নোঙর ফেলা জাহাজ দুই ভারতীয়ের শরীরে মিলল করোনাভাইরাস এস জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) জাপানের ইয়োকোহামা বন্দরে নোঙর ফেলা ডাইমন্ড প্রিনসেস জাহাজের মধ্যে থাকা দুইজন ভারতীয় নাগরিকের শরীরে করোনাভাইরাস পাওয়া গিয়েছে বলে বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর।

এদিন আশ্বস্ত করে এস জয়শঙ্কর জানিয়েছেন ক্রুজ শ্রেণী ডাইমন্ড প্রিনসেস জাহাজে ক্রু হিসেবে কর্মরত ওই দুই ভারতীয় নাগরিকের চিকিৎসা চলছে। বর্তমানে তাদের আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। জাহাজের অন্যান্য ভারতীয় যাত্রী সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রেখে চলেছে টোকিওতে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস। জাপান সরকারের তরফ থেকে জাহাজে থাকা সকল যাত্রীদের সাহায্য করা হচ্ছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে বিলাসবহুল ওই জাহাজে ২৬৬৬ জন অতিথি রয়েছে। এ ছাড়াও রয়েছে ১০৪৫ জন ক্রু। ৩ ফেব্রুয়ারির থেকে জাপানের উপকূলবর্তী শহর ইয়োকোহামায় বন্দরে রয়েছে জাহাজটি। স্থানীয় প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত থাকবে জাহাজটি। প্রসঙ্গত এই জাহাজের মধ্যে ১৩৮ ভারতীয় নাগরিকও রয়েছে।

গিলানির স্বাস্থ্য নিয়ে গুজব, কাশ্মীরে বন্ধ মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা

শ্রীনগর, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা সৈয়দ আলি শাহ গিলানির স্বাস্থ্য নিয়ে গুজবের জেরে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করা হল কাশ্মীর উপত্যকায়। বৃহস্পতিবার কাশ্মীর প্রশাসরে পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। বুধবার বহু সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে গুজব ছড়িয়ে পড়ে, ৯০ বছর বয়সি বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা সৈয়দ আলি শাহ গিলানির শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে।

এরপরই গুজব রুখতে বুধবার রাত থেকেই কাশ্মীর উপত্যকায় মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

কাশ্মীর প্রশাসন সূত্রের খবর, মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখার পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখতে কাশ্মীরের স্পর্শকাতর এলাকায় যথেষ্ট সংখ্যক নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। গিলানির পরিবারের পক্ষ থেকে অবশ্য জানানো হয়েছে, কিছুদিন আগে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন গিলানি। এখন তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।

চিনে করোনাভাইরাস সংক্রমণে মৃত্যু বেড়ে ১৩০০, আক্রান্তের সংখ্যা ৫০ হাজার ছাড়িয়েছে

বেজিং, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ উঠেছে! দিন দিন ক্রমশই মৃত্যুপুরীতে পরিণত হচ্ছে চিন।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে চিনে মৃত্যুর সংখ্যা ইতিমধ্যেই এক হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হল আরও ২৪২ জনের। শুধুমাত্র হুবেই প্রদেশেই মৃত্যু হয়েছে ২৪২ জনের। নতুন করে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ১৪, ৮৪০ জন মানুষ। বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত এই ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫০ হাজারেরও বেশি।

বৃহস্পতিবার সকালে চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে, করোনাভাইরাসের-হানায় বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত আরও ২৪২ জনের মৃত্যু হয়েছে হুবেই প্রদেশে। সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত চিনে মৃতের সংখ্যা ১, ৩০০-রও বেশি। হুবেই-সহ চিনের অন্যান্য প্রদেশে আক্রান্তের সংখ্যা কমপক্ষে ৫০ হাজার।

হুবেই প্রদেশে আরও ২৪২ জনের মৃত্যু, নতুন করে আক্রান্ত ১৪,৮৪০

করোনাভাইরাসের উৎপত্তিস্থল চিনের হুবেই প্রদেশে বিগত ২৪ ঘন্টায় প্রাণ হারালেন আরও ২৪২ জন। হুবেই প্রদেশেই নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৪,৮৪০ জন। হুবেই প্রাদেশিক স্বাস্থ্য কমিটি জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত হুবেই প্রদেশে আরও ২৪২ জনের মৃত্যু হয়েছে। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৪,৮৪০ জন। হুবেই প্রদেশে এখনও পর্যন্ত মোট ১,৩১০ জনের মৃত্যু হয়েছে, সংক্রমিত ৪৮,২০৬ জন। হুবেই প্রদেশের উহান শহরেই অধিকাংশ মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

মুম্বইয়ে ফের অগ্নিকাণ্ড! বাড়িতে আগুন লেগে জখম ৯ জন

মুম্বই, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মুম্বইয়ে ফের অগ্নিকাণ্ড! এবার আগুন লাগল মুম্বইয়ের সামতা নগর এলাকায় অবস্থিত একটি বাড়িতে। বুধবার গভীর রাতে ওই বাড়িতে আগুন লাগে, আগুনের লেলিহান শিখায় ওই বাড়ির বিভিন্ন আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম পুড়ে গিয়েছে। গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের জেরে আগুন আরও বিধ্বংসী রূপ নেয়। অগ্নিকাণ্ডে জখম হয়েছেন কমপক্ষে ৯ জন। প্রত্যেককে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে এসেছে আগুন।

পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, বুধবার গভীর রাতে মুম্বইয়ের সামতা নগর এলাকায় অবস্থিত একটি বাড়িতে ভয়াবহ আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যেই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুনের লেলিহান শিখা। এরইমধ্যে ওই বাড়িতে থাকা একটি গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়। এরপর আগুন আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। প্রথমেই জখম অবস্থায় ৯ জনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর দমকল কর্মীরা দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। কী কারণে আগুনের সূত্রপাত, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। দমকল কর্মীদের প্রাথমিক অনুমান, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের কারণেই আগুনের সূত্রপাত।

কর্ণাটক বনধ : বেঙ্গালুরু-সহ অন্যত্র মিশ্র প্রভাব, আলোচনার বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

বেঙ্গালুরু, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সরোজিনী মহিষী রিপোর্ট বাস্তবায়ন করতেই হবে, এই দাবিতে বৃহস্পতিবার কর্ণাটক বনধের ডাক দিয়েছিল কন্নড়-পন্থী বিভিন্ন সংগঠনউ বৃহস্পতিবার 'কর্ণাটক বনধ'-এর মিশ্র প্রভাব পড়ল বেঙ্গালুরু, মেঙ্গালুরু-সহ কর্ণাটকের বিভিন্ন প্রান্তেউ কর্ণাটক বনধকে ঘিরে এদিন সকালে অশান্ত হয়ে ওঠে দক্ষিণ কন্নড় জেলার মেঙ্গালুরুউ মেঙ্গালুরুর ফারাঙ্গিপেটে তিরুপতি-মেঙ্গালুরু বাসে পাথর ছোড়ে বনধ সমর্থনকারীরাউ যদিও, এই ঘটনায় কেউ আহত হননি।

বনধ সমর্থনে এদিন সকালে বেঙ্গালুরু শহরে প্রতিবাদ-মিছিল বের করেন কন্নড়-পন্থী সমর্থকরাউ বেঙ্গালুরুর রাস্তায় এদিন সেভাবে সরকারি ও বেসরকারি বাসের দেখা মেলেনিউ ফলে দুর্ভোগে পড়েন সাধারণ যাত্রীরাউ দোকান-ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সমস্ত কিছুই বন্ধ ছিলউ বেঙ্গালুরু বিশ্ববিদ্যালয়ে এদিন স্নাতকোত্তর পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিলউ কিন্তু, কর্ণাটক বনধের কারণে নির্ধারিত সমস্ত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছেউ কোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে এদিন সকালেই কন্নড়-পন্থী কর্মী প্রবীণ শেট্টিকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়।

বেসরকারি অ্যাপ ক্যাব সংস্থা উবের এদিনের 'কর্ণাটক বনধ'-কে সমর্থন করেছেউ উবের চালক এবং মালিকদের অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তনবীর জানিয়েছেন, 'সন্ধ্যা পর্যন্ত চালকদের গাড়ি চালাতে বারণ করা হয়েছেউ প্রতিদিন ৭০ হাজারেরও বেশি গাড়ি চলাচল করে, কিন্তু বৃহস্পতিবার পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরাউ আমরা বনধকে সমর্থন করছিউ' ওলা এবং অটো চালকরাও বনধকে সমর্থন করেছেনউ বনধে সমর্থন জানিয়েছে অল ইন্ডিয়া ট্রেন ইউনিয়ন কংগ্রেস, সেন্টার অফ ইউনিয়ন ট্রেন ইউনিয়ন এবং কৃষকদের সংগঠনও।

তিন দশক পুরনো সরোজিনী মহিষী রিপোর্ট বাস্তবায়নের দাবিতে বৃহস্পতিবার সকাল ছ'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত, ১২ ঘন্টা 'কর্ণাটক বনধ'-এর ডাক দেয় কন্নড়-পন্থী বিভিন্ন সংগঠন।

এই রিপোর্টে প্রাইভেট এবং পাবলিক সেক্টর কোম্পানিতে কন্নড়দের সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছেউ এদিকে, সাধারণ মানুষের অসুবিধা সৃষ্টি না-করার জন্য বনধ সমর্থকদের কাছে আর্জি জানিয়েছেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পাউ মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'যাঁরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, তাঁদের সঙ্গে আমি কথা বলতে রাজি আছিউ ইতিমধ্যেই অনেক কিছু করেছিউ আর কী করা যেতে পারে, তা নিয়ে কথা বলতে চাইউ শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করুন।

ফিরোজাবাদ : আগ্রা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়েতে বাস-ট্রাকের সংঘর্ষ, মৃত্যু ১৩ জনের

ফিরোজাবাদ (উত্তর প্রদেশ), ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বাস চালকের চূড়ান্ত গাফিলতি! উত্তর প্রদেশের ফিরোজাবাদ জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারল যাত্রীবাহী একটি বাস। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ১৩ জন। এছাড়াও কমপক্ষে ৮ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। বুধবার রাত দশটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ফিরোজাবাদ জেলার নাগলা খানগার থানার অন্তর্গত ভাদান গ্রামের কাছে, আগ্রা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়েতে।

পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) রাজেশ কুমার জানিয়েছেন, বুধবার রাত দশটা নাগাদ নাগলা খানগার থানার অন্তর্গত ভাদান গ্রামের কাছে, আগ্রা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়ের উপর যাত্রী বোঝাই একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ডাবল-ডেকার বেসরকারি বাসটি দিল্লি থেকে বিহারের মোতিহারি অভিমুখে যাচ্ছিল। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ১৩ জন যাত্রী। এছাড়াও কমপক্ষে ৮ জন গুরুতর আহত হয়েছেন।

এসএসপি সচিন্দ্র প্যাটেল জানিয়েছেন, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিতে ৪০-৪৫ জন যাত্রী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে সাইফাই মিনি পিজিআই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সাইফাই মিনি পিজিআই হাসপাতালের জরুরি ওয়ার্ডের মেডিক্যাল অফিসার বিশ্ব দীপক জানিয়েছেন, ৩১ জনকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, ৮ জন আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ভয়াবহ দুর্ঘটনা ও প্রাণহানির ঘটনায় গভীর দুঃখপ্রকাশ করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা ব্যক্ত করার পাশাপাশি আহতদের সম্ভাব্য সমস্ত ধরণের চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

কেজরিওয়ালের শপথে অন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজনৈতিক নেতাদের আমন্ত্রণ নয় : গোপাল রাই

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি, রবিবার তৃতীয়বারের জন্য দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিতে চলেছেন আম আদমি পার্টি (আপ)-র সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালউ ওই দিন দিল্লির রামলীলা ময়দানে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে কেজরিওয়ালের সঙ্গেই শপথ নেবেন তাঁর সাত সদস্যের মন্ত্রিসভাউ বুধবার রাত পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল, কেজরিওয়ালের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে দেশের অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতাদেরও আমন্ত্রণ জানানো হতে পারেউ কিন্তু, বৃহস্পতিবার সকালে আম আদমি পার্টি (আপ)-র নেতা গোপাল রাই জানিয়ে দিয়েছেন, 'আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি, মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে শুধুমাত্রই দিল্লির জনগণকে আমন্ত্রণ জানানো হবেউ অন্য কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অথবা রাজনৈতিক দলের নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হবে না।

আপ সূত্রের খবর, দল এই মুহূর্তে দ্বিধাবিভক্তউ আপের একটি অংশ বিরোধী নেতা-নেত্রীদের আমন্ত্রণের পক্ষেউ কিন্তু, অন্য অংশের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে বিজেপির সঙ্গে বিরোধিতার প্রশ্নে অন্য বিরোধী দলগুলির থেকে কিছুটা ভিন্ন অবস্থান নিয়ে এগিয়েছে আপউ তাই বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির নেতাদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর কোনও প্রশ্নই নেইউ উল্লেখ্য, দিল্লিতে ৭০টি আসনের মধ্যে ৬২টি আসনে জিতে ক্ষমতায় এসেছে আপউ বিজেপির ঝুলিতে মাত্র ৮টি আসনউ কংগ্রেস খাতাই খুলতে পারেনি।

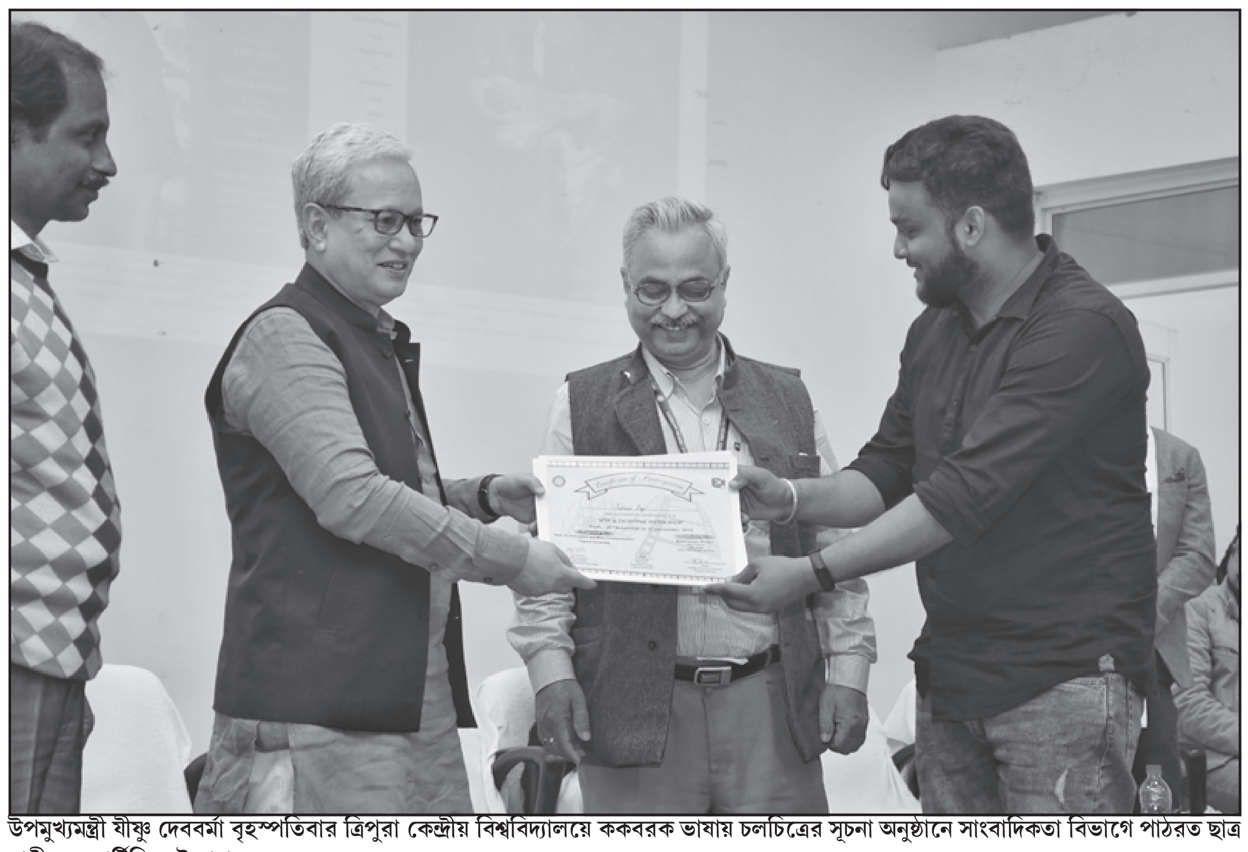

উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ককবরক ভাষায় চলচিত্রের সূচনা অনুষ্ঠানে সাংবাদিকতা বিভাগে পাঠরত ছাত্র ছাত্রীদের সার্টিফিকেট প্রদান করেন।

সাংবাদিকদের কাছে কল্পতরু দুর্গাপুরে আবাসন সহ প্রেস ক্লাবের প্রতিশ্রুতি মুখ্যমন্ত্রী

দুর্গাপুর, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : যতবারই শহরে প্রশাসনিক বৈঠক করেছেন। ততবারই সাংবাদিকদের আবেদন সাড়া দিয়েছেন। তাই এবারও কার্যত কল্পতরুর ভুমিকায় অবতীর্ন হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহঃস্পতিবার দুর্গাপুর সৃজনী প্রেক্ষাগৃহে ছিল প্রশাসনিক বৈঠক। প্রশাসনিক কাজের খতিয়ান তুলে ধরার পর সাংবাদিকদের বক্তব্য শোনেন। তিনি বলেন,’ ’সাংবাদিকরা এবার থেকে স্বাস্থ্যসাথীর সুবিধা পাবে তবে স্বাস্থ্যসাথী কিম্বা মাভৈ যেকোন একটি প্রকল্পের সুবিধা পাবে।’উল্লেখ্য, বছর কয়েক আগে প্রেসক্লাবের জমির জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানানো হয়।

ঋষি সুনক

তিনের পাতার পর

চ্যান্সেলর অফ দ্য এক্সচেকার হিসেবে নিযুক্ত করে বরিস জনসন। ব্রিটেনের মন্ত্রিসভায় এই পদ অর্থমন্ত্রীর সমতুল্য হিসেবেই পরিগণিত হয়।। এর আগে ৩৯ বছরের ঋষি ব্রিটেনের ট্রেজারির প্রধান সচিব পদে নিযুক্ত ছিলেন। এখন থেকে প্রীতি প্যাটেলের সঙ্গে থেকে ব্রিটেনের অর্থ মন্ত্রকের দায়িত্বও সামলাবেন তিনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হ্যাম্পশায়ারে জন্ম নেওয়া ঋষি সুনক ২০১৫ সাল থেকে ইয়র্কশায়ারের রিচমন্ডের সাংসদ। এর পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসনের একটি দফতরের জুনিয়র মিনিস্টার হিসেবে দায়িত্বও সামলেছিলেন। হিন্দুস্থান সমাচার/ সঞ্জয়

মুখ্যমন্ত্রী

আটের পাতার পর

বিশেষ নজর দিতে হবে।

পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, আগরতলা পুরনিগমের কমিশনার ড: শৈলেশ কুমার যাদব এবং পর্যটন দপ্তরের অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

আশাবাদী বিভাগীয় মন্ত্রী

আটের পাতার পর

উপযুক্ত পরিকাঠামো, হোটেল ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উপরও গুরুত্ব দিতে হবে।

এদিন ত্রিপুরায় পর্যটন বিকাশের সম্ভাবনার দিকগুলি তুলে ধরে পর্যটন মন্ত্রী বলেন, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার তথ্য অনুযায়ী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ১০টি মনুমেন্টের মধ্যে ত্রিপুরাতেই রয়েছে ৮টি। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল ঊনকোটি। ঊনকোটিকে ওয়ার্ল হেরিটেজের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ত্রিপুরা সরকারের কাছ থেকে আবেদন জানানো হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যের চা-বাগানগুলিকে পরিকল্পিতভাবে পর্যটকদের আকর্ষিত করার পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি এক তথ্য দিয়ে জানান, ২০১৯ সালে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে পর্যটক এসেছেন ১ লক্ষ ২২ হাজার। এর মধ্যে বিদেশি পর্যটক ৮০ হাজার। প্রতিবছর ত্রিপুরায় পর্যটকের সংখ্যা বাড়ছে বলেও দাবি করেন তিনি।

জরুরী পরিষেবা

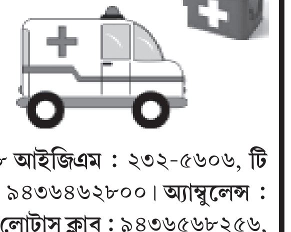

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অমিত শাহ

● **প্রথম পাতার পর**

নিয়েও নিজের মত ব্যক্ত করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘স্বাধীনতার সময় একেকটা ছোটছোট আঞ্চলিক সংবাদপত্রও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। শুধু তাই নয়, সেই কাগজ দেখেই বহু মানুষ এগিয়ে এসে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিতেন। আজ দেশের অগ্রগতির জন্য সংবাদমাধ্যমকেও সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। এগিয়ে এসে দেশের জন্য কাজ করতে হবে।’

ফেণী

● **প্রথম পাতার পর**

ঘটনার জন্য নির্মাণ সংস্থার গাফিলতিকে দায়ী করেছেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, নির্মাণ কাজে গুণমান সম্ভবত বজায় রাখা হচ্ছে না। তাই, এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাঁদের আশঙ্কা, সেতু নির্মাণ হওয়ার পর এমন বিপদ যেন না ঘটে।

মৃত্যুদন্ড

● **প্রথম পাতার পর**

ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩০২/৩৭৬(এ)/ ৩৭৬(ডি)/ ৩৬৩, ২০১ এবং ১২০(বি) ও পক্সো আইনের চার ধারায় তাদের দোষী সাব্যস্ত করেছিল আদালত। আজ সাজা ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি বলেন, গোমতি জেলা স্পেশাল কোর্টের বিচারক এ কে নাথ আজ ওই যুবককে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩০২ এবং ৩৭৬(এ) ধারায় মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি ৩৭৬(ডি) ধারায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, ৩৬৩ ধারায় ৭ বছর, ২০১ ও ১২০বি ধারায় ৭ বছর এবং পক্সো আইনের চার ধারায় ৭ বছর কারাবাস ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে আদালত। অনাদায়ে ২ মাসের কারাবাসের সাজা ঘোষণা করেছেন বিচারক।

কাজ করতে হবে

আটের পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (আরবান) রূপায়ণের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা পার্বত্য রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে এবং সমগ্র দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। তিনি আরও জানান, নগরোন্নয়ন দপ্তর ডেমোনস্ট্রেশান হাউজিং প্রোজেক্টে রাজ্যে মোট ৪৮টি গৃহ নির্মাণ করবে। ইতিমধ্যেই নরসিংগড়ে একটি গৃহ নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ম’রী দিয়েছে। নগরোন্নয়ন দপ্তর সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই গৃহগুলি দুঃস্থ ও নি:স্ব মহিলাদের জন্য নির্মাণ করা হবে।

পর্যালোচনা সভায় স্বচ্ছ ভারত মিশন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নগরোন্নয়ন দপ্তরের বিশেষ সচিব কিরণ গিত্যে জানান, স্বচ্ছ ভারত মিশন (আরবান) প্রকল্পে ১৯ হাজার ৭৮৬টি পরিবারে শৌচালয় নির্মাণ করে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল। এরমধ্যে ১৮ হাজার ৭৭৭টি পরিবারে শৌচালয় নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। বাকি শৌচালয়গুলির নির্মাণ কাজ চলছে। এছাড়াও এই প্রকল্পে ৫০০টি কমিউনিটি টয়লেট এবং ৩৭২টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ৩৪৮টি কমিউনিটি টয়লেট এবং ২০৫টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে বাড়িতে শৌচালয় নির্মাণ করার যে লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। কমিউনিটি টয়লেট ও পাবলিক টয়লেট নির্মাণের ক্ষেত্রে যদি জায়গা নিয়ে কোনো সমস্যা হয় তাহলে স্থানীয় বিধায়কের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলার জন্য পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। নগরোন্নয়ন দপ্তরের বিশেষ সচিব সভায় আরও জানান, স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে আগরতলা সহ অন্যান্য পুর এলাকার মোট ৩১০টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২৮৫টি ওয়ার্ডে প্রতিটি বাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করার কাজ শুরু হয়েছে। এরজন্য ১৩২টি মহিলা পরিচালিত স্ব-সহায়ক দল যুক্ত রয়েছে। আগরতলা সহ অন্যান্য পুর এলাকার বাকী ওয়ার্ডগুলিতেও প্রতিটি বাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহের কাজ দ্রত শুরু করার জন্য দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, আগরতলা পুরনিগমের কমিশনার ডা: শৈলেশ কুমার যাদব এবং নগরোন্নয়ন দপ্তরের অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেগা লাইসেন্স শিবিরের

আটের পাতার পর

নবীকরনে জমা পড়ে মোট ২ টি। ভেহিকেল ক্যারিং লাইসেন্স নতুন ও নবীকরণে জমা পড়ে মোট ২০০ টি। সকাল থেকেই ধর্মনগর মহকুমার অসংখ্য লাইসেন্সধারী ও লাইসেন্স প্রাপক ইচ্ছুক জনগণ সারিবদ্ধ ভাবে উনারা নতুন ও নবীকরণে লাইসেন্সের জন্য আবেদন পত্র জমা দেন। একদিনের মেগা লাইসেন্স শিবিরে উপস্থিত বনদপ্তরের জেলা আধিকারিক ও মহাকুমা আধিকারিকরা উপস্থিত থেকে আবেদনকারীদের নতুন ও নবীকরণ লাইসেন্সের আবেদন জমা করেন। এবং কিছু কিছু লাইসেন্সের আবেদন বনদপ্তরের তরফ থেকে অর্ডার করে দেওয়া হয়েছে দু”একদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে আবেদনকারীদের হাতে লাইসেন্স পৌঁছেও যাবে।

এদিকে উত্তর জেলার ঈচঞ্জ ডক্টর নরেশ বাবু এন জানান,প্রথমবারের মতো উত্তর জেলায় বনদপ্তরের উদ্যোগে একদিনের মেগা লাইসেন্স শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। উত্তর জেলায় প্রায় ৮০০ থেকে ১০০০ বনদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন লাইসেন্স রয়েছে। সেই লাইসেন্স গুলি ২০২০ এবং ২০২১ এরমধ্যে নবীকরণ করতে হবে। সেই কথা চিন্তা করে এবং লাইসেন্স প্রাপকদের সুবিধার্থে উত্তর জেলা বনদপ্তর একদিনের মেগা লাইসেন্স শিবিরের আয়োজন করেছে। পাশাপাশি বেশ কিছু নতুন লাইসেন্সের আবেদনও জমা পড়েছে। আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি এরকম একদিনের মেগা লাইসেন্স শিবির কাঞ্চনপুরের অনুষ্ঠিত হবে উত্তর জেলা বনদপ্তরের উদ্যোগে। তবে প্রথমবারের মতো একদিনে মছগা লাইসেন্স শিবির আয়োজন করে বেশ সাড়া পেয়েছেন বলে জানান উত্তর জেলার বনদপ্তর আধিকারিক ডক্টর নরেশ বাবু এন।

খোয়াইয়ে আয়োজিত ২ দিনের কৃষি মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি,খোয়াই, ১৩ ফেব্রুয়ারী।। বৃহস্পতিবার বিকেলে খোয়াই জেলার খোয়াই মহকুমার তুলাশিখরে কৃষি মহকুমার বেহেলাবাড়ি বাজার মাঠে দুই দিনের কৃষি মেলা, প্রদর্শনী ও কৃষি সামগ্রী প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্যের উপজাতি কল্যাণ ও বন দপ্তরের মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। তাছাড়া টিটিএডিসি এর সিইও রাধাচরণ দেববর্মা, এমডিসি গুরুপদ দেববর্মা, তুলাশিখর ব্লকের সিএসি চেয়ারম্যান প্রদীপ দেববর্মা, এসএ স্বপন দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।

হুক লাইন বিরোধী অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৩ ফেব্রুয়ারী।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশ্রামগঞ্জস্থিত নলজলা বান্ধরিয়া, খামারবাড়ি এলাকার বেশ কয়েকটি বাড়িতে বিশ্রামগঞ্জ ইলেকট্রিক সাবডিভিশনে এর আধিকারিক তথা ভাইথাং দেববর্মা হানা চালিয়ে হুকলাইন কেটে তারগুলি নিয়ে আসেন। তাছাড়া প্রচুর পরিমাণে জলের পাম্প মেশিন, বৈদ্যুতিন হিটার সাবডিভিশান অফিসে নিয়ে আসে।

নিগৃহীত

● **প্রথম পাতার পর**

রোগীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক করার প্রস্তাব দেন ওই নামধারী আয়ুর্বেদিক ডাক্তার বাবল্লু সাহা। এ নিয়ে উত্তেজিনা দেখা দিলে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে বাবল্লু সাহা নামে এই ব্যক্তি আটক করে নিয়ে যায়।

রাজনীতিতে

● **প্রথম পাতার পর**

শীর্ষ আদালতের এই রায়ে অত্যন্ত খুশি প্রকাশ করেছেন কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বল। সুপ্রিম রায়ের প্রেক্ষিতে কপিল সিব্বল বলেছেন, ‘এটা সঠিক সিদ্ধান্ত। অপরাধীরাও রাজনীতিতে প্রবেশ করেছে এবং জনগণের সমস্ত কিছুই জানা উচিত, যাতে ওই সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে জনগণ প্রশ্ন করতে পারেন।’

মামল

● **প্রথম পাতার পর**

কোনও বাজারে বিক্রি হয়নি। তাঁর দাবি, ঘটনার পর থেকে ওই তিন অভিযুক্ত গা ঢাকা দিয়েছে। গ্রামবাসীরাও তাদের খুঁজে পেতে সহযোগিতা করছেন না। তবে ওই ভিডিওটি কে বানিয়েছিল তাকেও খোঁজা হচ্ছে। তাঁর সাফ কথা, বন্যপ্রাণীদের সাথে এমন নিষ্ঠুর আচরণ কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। তবে এ ধরনের ঘটনা এড়ানোর জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রতিও বিশেষ নজর দেব আমরা।

নিহত ৩

● **প্রথম পাতার পর**

পুলিশ। গাড়ি চালক ২৮ বর্ষীয় মহেন্দ্র দাসের বাড়ি কুমারঘাটের সায়দাবাড়ি এবং বাইক চালক তকদির আলীর বাড়ি কৈলাসহরের টিলাবাজার এলাকায় বলে জানা গেছে। ঘটনার পর ঐ রাস্তায় দীর্ঘক্ষণ ধরে জানজটের সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশের তৎপরতায় জানজট মুক্ত হয় সড়ক। এদিকে মৃতদেহ দুটি ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়। উল্লেখ্য এই রাস্তায় প্রায়শই যান দুর্ঘটনা লেগে থাকে এবং প্রতিবছরই প্রাণহানি ঘটে দুর্ঘটনার ফলে। মূলত ঐ রাস্তায় ডিভাইডার না থাকার ফলে এবং সোজা রাস্তায় অত্যধিক গতির জেরেই এখানে দুর্ঘটনা লেগে থাকে। ডিভাইডার এবং ট্রাফিক ব্যবস্থা সচল থাকলে হয়তোবা ঐ রাস্তায় দুর্ঘটনার মাত্রা কিছুটা কমতে পারে বলে অভিমত সচেতন মহলের।

এদিকে, পথ দুর্ঘটনায় আহত আরও একজনের মৃত্যু হলো। তার নাম বুদ্ধিরাম দেববর্মা। জিবি হাসপাতালে দু’দিন চিকিৎসার পর চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল বুধবার রাতে জিরানিয়া থানাধীন বিদ্যাচন্দ পাড়ায়। তাকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে জিবিতে স্থানান্তর করা হয়। জিবিতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মৃতেরবাড়ি জিরানিয়া থানাধীন পশ্চিম জিরানিয়া খলার কৃত্তিবাসী পাড়ায়। তার মৃত্যুর সংবাদে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। জিরানিয়া থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

আখাউড়া

● **প্রথম পাতার পর**

গুরুত্বপূর্ণ। উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক যোগাযোগ এই রেলপথের মাধ্যমে হবে।

ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ইরকন ইন্টারন্যাশনাল’র প্রকৌশলী মামুনুর রশীদ বলেন,আখাউড়া-আগরতলা রেল লাইন প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে ব্যয় হবে ৪৭৭ কোটি টাকা। আগরতলার নিশ্চিন্তপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে আখাউড়ার গঙ্গাসাগর রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত ১৫ কিলোমিটার লাইন নির্মাণে কাজ করছে ভারতীয় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ইরকন ইন্টারন্যাশনাল। ভারতীয় অংশে অর্থাৎ ত্রিপুরায় হবে ৫ কিলোমিটার এবং বাংলাদেশ অংশে হবে ১০ কিলোমিটার ডুয়েল গেজ লাইন বসানো হবে। বাংলাদেশ অংশের ব্যয় ধরা হয়েছে ২৪০ কোটি টাকা এবং ভারতীয় অংশের ব্যয় ধরা হয়েছে ২৩৭ কোটি টাকা।এই প্রকৌশলী আরও বলেন,বাংলাদেশ অংশে ১০ কিলোমিটার মূল রেলপথ ছাড়াও ৪ দশমিক ২৫ কিলোমিটার লুপ লাইন রাখা হবে। তিনটি বড় ও ২০টি ছোট রেলসেতু নির্মাণ করা হবে। আখাউড়া, গঙ্গাসাগর ও ভারতের নিশ্চিন্তপুরে তিনটি স্টেশনে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত সিগন্যালের ব্যবস্থা রাখা হবে। ভারতের পাঁচ কিলোমিটার অংশ জনবসতিপূর্ণ এলাকা হওয়ায় তিন কিলোমিটার দীর্ঘ একটি উড়াল রেলপথ নির্মাণ করা হবে।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ১০ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভিডিও কনফারেন্সে এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। এটি বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের ষষ্ঠ রেলসংযোগ রুট। দীর্ঘ ৭১ বছর পর বাংলাদেশের আখাউড়া ও ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলার মধ্যে রেল সংযোগ চালু হতে যাচ্ছে। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

শুনানি

● **প্রথম পাতার পর**

আদেশটি পড়ে শোনান। তিনি বলেন, লিগ্যাল এইডের পক্ষ থেকে পবনকে আইনজীবী দেওয়া হবে এবং এদিন পতিয়ালা হাউস কোর্টে এই বিষয়ে শুনানি হবে। শুনানি চলাকালীন সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, আইনজীবীদের পরিবর্তন হবে এমনটা আশা করা যায়নি। আইনজীবী এপি সিং বলেন, দোষী বিনয় এবং অক্ষয়ের পক্ষে তারা আবেদন করবেন। আদালত পবনকে দোষী সাব্যস্ত করতে একটি অ্যামিকাস কারি নিয়োগের পরামর্শ দিয়েছে। তুষার মেহতা তখন সিনিয়র অ্যাডভোকেট অঞ্জনা প্রকাশের নাম প্রস্তাব করেন। শুনানি চলাকালীন বিনয়ের আইনজীবী এপি সিং আদালতে দাবি করেন, তাঁর মক্কেলকে বেআইনিভাবে বন্দি করে রেখে তার উপর অত্যাচার চালিয়েছে তিহার জেল কর্তৃপক্ষ। আইনজীবীর দাবি, ”বিনয় শর্মাকে বেআইনিভাবে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। তিহার সংশোধনাগারে বেআইনিভাবে তার উপর অত্যাচার চালানো হয়। আমি এখানে ন্যায়বিচারের জন্য এসেছি। আর কোথায় যাব? সেই কারণেই সুপ্রিম কোর্টে বিচার চাইতে এসেছি।” যদিও বিনয় যে অভিযোগ এনেছে, তা উড়িয়ে দিয়েছে সরকার। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানিয়েছেন, ”আইনজীবী এপি সিং যেটা দাবি করছেন, তা সঠিক নয়। এ বিষয়ে বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার বিশেষ কোনও জায়গা নেই। কারণ রাষ্ট্রপতি আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন।”

স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল টৌটন মিয়ার জীবনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারী।। স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল টৌটন মিয়ার জীবনে। কোনোদিন ভাবেনি তার স্বপ্ন যে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।বৃহস্পতিবার দুপুরে বিএসএফের লাগানো আগুনে পুড়ে ছাই শ্রমজীবী টৌটন মিয়ার স্বপ্নের রাবার বাগান। বিলোনিয়া থানাধীন বট টিলা এলাকায় টৌটন মিয়া অনেক ধার দেনা করে রাবার বাগান করে। পরিবারের আর্থিক দৈন্যতা ঘুচাতে শ্রমজীবী টৌটন মিয়া রাবার বাগান কে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো। কিন্তু বিএসএফের লাগানো আগুনে প্রায় চারশত রাবার গাছ পুড়ে ছাই বলে অভিযোগ টুটুন মিয়ার।খবর পেয়ে ছুটে আসে দমকল বাহিনী। দমকলের কর্মীরা আগূন আয়ত্ত আনলেও আগুনে পুরে ছাই বাগান। রাবার বাগানে আগুন লাগানোর ঘটনা জানাজানি হতেই টুটুন মিয়ার মা দৌড়ে এসে বিএসএফকে বাধা দিলে, টৌটন মিয়ার মার অভিযোগ বিএসএফ জওয়ানরা তাকেও হেনস্থা করে, মারধর শুরু করে। এদিকে টৌটন মিয়ার অভিযোগ তাকেও নাকি বিএসএফ জওয়ানরা মারধর করে। তাদের অভিযোগ বিলোনিয়া বড়পাথরীএলাকার গর্জনিয়া বিওপি ক্যাম্পের বিএসএফ জওয়ানরা আগুন লাগানোর ঘটনা সাথে জড়িত। আগুন লাগানোর ঘটনা নিয়ে এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য।

খোয়াইয়ের লালছড়ায় আগুনে ভস্মীভূতগোয়াল ঘর সহ বসতঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৩ ফেব্রুয়ারী।। আগুনে ভস্মীভূত হল গোয়াল ঘর সহ বসতঘর। গোয়াল ঘরে থাকা ১০ টি গরু আগুনে পুড়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করল এলাকাবাসী। ঘটনা খোয়াই লালছড়া বান্দের পাড় এলাকায়। জানা গেছে বুধবার গভীর রাতে খোয়াই লালছড়া বান্দের পাড় এলাকার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ ঘোষের ঘর লাগোয়া গোয়াল ঘরে আগুন লাগে। বিশ্বজিৎ ঘোষ সহ বাড়ির সবাই তখন গভীর ঘুমে। গোয়াল ঘরের লাগোয়া একটি বারান্দায় খড়ের গাদা ছিল। খড়ের গাদা থেকে অগ্নিকান্ডের সূত্রপাত। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে গোয়ালঘরে। প্রতিবেশী সহ বাড়ির মালিকের নজরে আসতেই আগুন নেভানোর তোড়জোড় শুরু হয়। প্রতিবেশীরা গোয়াল ঘর থেকে গরু গুলিকে বের করে বাইরে নিয়ে আসে। খবর দেওয়া হয় খোয়াই দমকল কর্মীদের। দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগেই গোয়ালঘরটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। দেখতে দেখতে আগুন বিশ্বজিৎ ঘোষের বসত করে চলে যায়। টিনের ছাউনি সহ সিলিং পুড়ে যায়। দমকল কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে কিভাবে আগুন লাগল তা নিয়ে সকলেই অন্ধকারে। বিশ্বজিৎ ঘোষ পেশায় একজন দুধ বিক্রেতা। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী দুধ বিক্রি করে উপার্জিত অর্থ। গোয়াল ঘর থেকে গরু বার করার সময় গরুর গুলি আহত হয় এবং কয়েকটি গরুর পা ভেঙ্গে যায়। পুড়ে ছাই হয়ে যায় খড়ের গাদা সহ গোয়াল ঘরটি। এই অগ্নিকান্ডের ঘটনায় বিশ্বজিৎ ঘোষের পরিবারটি এখন অসহায় পড়েছে।

ড: আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ক্ষমতায় তৃণমূল

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): দু”বছর পরে ছাত্রভোট হল ড: আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজে। আর এই দুই বছর পরেও নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। ১৪ টি আসনের মধ্যে ১০টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে তৃণমূল। বাকি চারটি আসনেও বিপুল সংখ্যক ভোটে নিজেদের আসন ধরে রেখেছে তারা।

বুধবার ছাত্র সংসদের নির্বাচন হয় আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজে। বৃহস্পতিবার সেই নির্বাচনের ফল প্রকাশ হয়। ডি এস ও ,এস এফ আই এর সঙ্গে লড়াইয়ে বিরোধীদের উড়িয়ে দিয়ে ছাত্র সংসদের সবকটি আসনেই বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সমর্থিত প্রার্থীরা। ডক্টর আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বিজেপির ছাত্র সংগঠন এ.ভি.বি.পি এর কোনও প্রার্থী ছিল না। ২৫৯টি ভোটের মধ্যে ২২০টি ভোট পেয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফে সভাপতি হয়েছে দিলোয়ার হোসেন মোল্লা। সাধারণ সম্পাদক পদে জয়লাভ করেছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের মলয় মন্ডল। তার প্রাপ্ত ভোট ২০২টি। স্যোশাল সার্ভিস সেক্রেটারি পদে জয়লাভ করেছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের অমর শঙ্কর পাল। সে পেয়েছে ২৩৩টি ভোট। অন্যদিকে ২২৬টি ভোট পেয়ে লিটারারি সেক্রেটারি পদে জয়ী হোয়েছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নীলঙ্কুশ কুমার দাস।

এদিকে, কোনও পদেই বিজেপির ছাত্র সংগঠন এবিভিপি প্রার্থী দিতে না পারায় তারা চরম অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে বলে এদিন কটাক্ষ করে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা। তবে ভোটের আগে এ.ভি.বি.পি নেতৃত্ব কলেজ অধ্যক্ষের কাছে দাবি জানায় বিজেপি পন্থী কয়েকজন জুনিওর ডাক্তার কেও “ছাত্র” সংসদ নির্বাচনে লড়তে দেওয়ার। কিন্তু তা সংবিধান বিরোধী হওয়ায় তাদের এই দাবি মানতে পারেনি কলেজ কর্তৃপক্ষ।

প্রকাশ্য দিবালোকে কসবায় অ্যাসিড হামলা

কলকাতা,১৩ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.) : খোদ কলকাতায় দিনে দুপুরে অ্যাসিড হামলা ঊ বৃহস্পতিবার এরকমই ঘটনার সাক্ষী থাকল কলকাতাবাসীঊ প্রকাশ্য দিবালোকে কসবা এলাকায় অ্যাসিড আক্রান্ত হলেন এক মহিলা ঊ সন্দেহভাজন হিসেবে একজনকে ইতিমধ্যেই আটক করেছে কসবা থানার পুলিশঊ পুলিশ সুত্রে জানা গেছে বৃহস্পতিবার বেলা পৌনে বারোটা নাগাদ কসবা এলাকার স্থানীয় এক স্কুলের সামনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন অ্যাসিড আক্রান্ত ওই মহিলা ঊ প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়,তখনই তাঁকে লক্ষ্য করে অ্যাসিড ছোঁড়ে হামলাকারী ঊ আর্তনাদ শুনে ছুটে আসেন আশেপাশের অনেকেইঊ পিছন থেকে কেউ এসে আচমকাই কিছু রাসায়নিক পদার্থ ছুড়ে দিয়েছে মহিলার মুখে এমনটাই অনুমান প্রত্যক্ষদর্শীদের ঊ ঘটনাস্থলেই প্রত্যক্ষদর্শীরা হামলাকারীকে হাতেনাতে ধরে ফেলেনঊ অ্যাসিড আক্রান্ত মহিলাকেও মুহুর্তের মধ্যে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়ঊ প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, অ্যাসিড ছুড়েই মারা হয়েছে মহিলার উপর ঊ কী ধরনের রাসায়নিক ওই মহিলার উপর ছুড়ে মারা হয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছেঊ ইতিমধ্যেই পরীক্ষার জন্য তা গবেষণাগারে পাঠানো হয়েছে ঊ কী কারণে মহিলার উপর হামলা হয়েছে সে ব্যাপারে তদন্ত করছে পুলিশ।আক্রান্তকারী মহিলার নাম ঠিকনাও জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ

সভা করা ঐতিহ্য বিরুদ্ধ নয়, পাল্টা সুড় চড়ালেন ঐশী ঘোষ

কলকাতা,১৩ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.):সভা শুরুর আগেই জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ)-র ছাত্র সংসদের সভানেত্রী ঐশী ঘোষের সভায় না করে দেয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঊ বৃহস্পতিবার ঐশী ঘোষের সভার অনুমতি না দিয়ে প্রধান গেট বন্ধ করে দেয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঊবাধ্য হয়ে গেটের বাইরে রাস্তার উপরে সভা করলেন ঐশী ঊ সেখান থেকে সুড় চড়িয়ে পাল্টা দিলেন তিনি ঊ

সভায় অনুমতি না দেওয়ার করনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষর তরফে জানায় ‘বহিরাগত দিয়ে সভা করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য খর্ব হবে’ ঊ এই প্রসঙ্গে পাল্টা সুড় চড়িয়ে ঐশী ঘোষ বলেন,” সভা করা ঐতিহ্য বিরুদ্ধ নয় ঊ আমার লড়াই সিএএ, এনআরসি-র বিরুদ্ধে ঊ আমদের একত্রিতভাবে লড়তে হবে এটা বুঝতে হবে কর্তৃপক্ষকে ঊ এটা খুবই দুঃখজনক ভিতরে আমকে সভা করতে দিল না’ ঊ

এরপরই সিএএ, এনআরসি-র প্রসঙ্গে ঐশী ঘোষ বলেন , ‘ধর্মের নাম রাজনীতি করতে দেব না ঊ বাংলাকে আমরা ধর্মের নাম ভাগ হতে দেব না’

াঙ্গন

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট ভারতের প্রথম একাদশ

ভারত আর নিউজিল্যান্ডের মধ্যে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ভারতকে ৩-০ ফলাফলে হারের মুখে পড়তে হয়। ভারতীয় দল এই সিরিজকে ভুলে টেস্ট সিরিজে মাঠে নামতে চাইবে। দুই দেশের মধ্যে ২টি টেস্ট ম্যাচের সিরিজ হবে। টিম ইন্ডিয়া চাইবে এই সিরিজে তারা জয় হাসিল করবে। কারণ ভারতীয় দল এই মুহূর্তে বিশ্বের এক নম্বর টেস্ট দল। এই টেস্ট সিরিজ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ, এই অবস্থায় বিরাট কোহলি এই সিরিজে বেশকিছু পরিবর্তন করবেন এর আশা খুব কম।ভারত আর নিউজিল্যান্ডের মধ্যে ২ টেস্ট ম্যাচের সিরিজের প্রথম ম্যাচ ২১-২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে খেলা হবে। ভারতীয় সময়ানুসারে এই ম্যাচ সকাল চারটে থেকে শুরু হবে। আসুন এক নজর দেখে নেওয়া যাক কেমন হবে প্রথম টেস্টে ভারতের প্রথম একাদশ।পৃথ্বী শভারতীয় দলের দুর্দান্ত তরুণ ব্যাটসম্যান পৃথ্বী শকে প্রথম টেস্ট ম্যাচে ওপেনিংয়ের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। টেস্ট ক্রিকেটে পৃথ্বী শয়ের প্রদর্শন এখনো পর্যন্ত দারুণ থেকেছে। পৃথ্বী শ ভারতীয় দলের হয়ে এখনো পর্যন্ত ২টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন। যার মধ্যে তিনি ১১৮র দুর্দান্ত গড়ে ২৩৭ রান করেছেন। এর মধ্যে তার ব্যাট থেকে একটি সেঞ্চুরি এবং একটি হাফসেঞ্চুরিও বেরিয়েছে। এই দুর্দান্ত প্রদর্শনের কারণে তাকে ভারতীয় দলের ওপেনিংয়ের দায়িত্ব দেওয়া হতে পা ে ব. । ময. ঙ্ক আগরওয়ালবাংলাদেশের বিরুদ্ধে ইন্দোর টেস্টে ২৪৩ রান করা ময়ঙ্ক আগরওয়ালের উপর আবারো সকলের নজর থাকবে। ময়ঙ্ক এখনো পর্যন্ত খেলা ১৩টি টেস্ট ইনিংসে ৩টি সেঞ্চুরি আর ৩টি হাফসেঞ্চুরি করেছেন।এর মধ্যে দুটি ডবল সেঞ্চুরিও রয়েছে। রোহিত শর্মার অনুপস্থিতিতে ময়ঙ্ক আগরওয়ালের উপর ভারতীয় দলকে ভালো শুরু এনে দেওয়ার দ্বিগুন দায়িত্ব থাকবে। ময়ঙ্ক আগরওয়ালের প্রথম টেস্ট খেলা নিশ্চিত মনে করা হচ্ছে।চেতেশ্বর পুজারাঅস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তাদেরই মাটিতে দুর্দান্ত প্রদর্শন করার পর চেতেশ্বর পুজারার ব্যাট খুব একটা চলেনি। ওয়েস্টইন্ডিজের পর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেও তার ব্যাট থেকে একটিও সেঞ্চুরি বেরয়নি। যদিও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পিঙ্ক বলে খেলা টেস্টে পুজারা একটি হাফসেঞ্চুরি অবশ্যই করেছিলেন। পুজারার গড় দেশের বাইরে দুর্দান্ত থেকেছে। এই খেলোয়াড়ের উপর ভারতীয় দলের যথেষ্ট আশা থাকবে।বিরাট কোহলিঅধিনায়ক বিরাট কোহলির বর্তমান ফর্ম খুব একটা ভালো নয়। এই নিউজিল্যান্ড সফরও এখনো পর্যন্ত অধিনায়কের জন্য মিলিয়ে জুলিয়ে থেকেছে। গত বছর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ২৫৪ রানের ইনিংস ছেড়ে দিলে তিনি বড়ো ইনিংস খেলতে নিয়মিত অসফল থেকেছেন। যদিও এত বড়ো খেলোয়াড় খারাপ ফর্মের পর প্রত্যাবর্তন করতে ভালোভাবেই জানেন। বিরাট কোহলি এই টেস্ট সিরিজে জয় হাসিল করে আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে নিজের পয়েন্ট অবশ্যই বাড়াতে চাইবেন।অজিঙ্ক রাহানেভারতীয় দলের সহঅধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে ওয়েস্টইন্দিজ সিরিজ থেকেই ভালো ফর্মে রয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শেষ টেস্টে সেঞ্চুরি করার পর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট ম্যাচে তার ব্যাট থেকে ৮৮ রানের ইনিংস বেরিয়েছিল। চেতেশ্বর পুজারার মতই অজিঙ্ক রাহানেও দেশের বাইরে নিয়মিত ভালো প্রদর্শন করেন। টিম ইন্ডিয়ার জন্য ভালো বিষয় হলো যে অজিঙ্ক রাহানে সম্প্রতিই নিউজিল্যান্ড এ-র বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করেছেন আর তিনি দারুণ ফর্মে রয়েছেন, এই অবস্থায় তার ফর্মে আসা ভারতীয় দলের জন্য সবচেয়ে ভালো খবর। এই কারণে এই খেলোয়াড়ের ৫ নম্বরে খেলা নিশ্চিত।ঋদ্ধিমান সাহাভারতীয় দলের উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান ঋদ্ধিমান সাহা উইকেটের পেছনে দুর্দান্ত থেকেছেন কিন্তু ব্যাটিং করার সুযোগ তিনি খুব বেশি পাননি। এর সবচেয়ে বড়ো কারণ গত কিছু সময় ধরে ভারতীয় দলের উপরের দিকের ব্যাটসম্যানরা দুর্দান্ত ব্যাটিং করছেন। উপরের দিকের ব্যাটসম্যানদের ভালো প্রদর্শনের কারণে ঋদ্ধির উপর দায়িত্ব পড়ছে না। কিন্তু নিউজিল্যান্ডের সিমিং পিচে সাহা কিপিংয়েই শুধু নয় বরং ব্যাটেও ভারতীয় দলের হয়ে উপযোগী প্রমানিত হতে পারেন।হনুমা বিহারীরবীন্দ্র জাদেজার জায়গায় ভারতীয় দলে হনুমা বিহারী জায়গা পেতে পারেন। জাদেজা ব্যাট হাতে ভালো ফল করছেন কিন্তু নিউজিল্যাণ্ডের পিচে ভারতীয় দল একজন ব্যাটসম্যান বেশি খেলানোর দিকে জোর দিতে পারে। এই কারণে হনুমা বিহারীকে প্রথম টেস্টে খেলতে দেখা যেতে পারে।রবিচন্দ্রন অশ্বিনভারতীয় অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার রবিচন্দ্রন অশ্বিনের উপর স্পিন বোলিংয়ের পাশাপাশি নীচের দিকে রান করারও দায়িত্ব থাকবে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অশ্বিন ৫টি বহুমূল্য উইকেট নিয়েছিলেন। গত দীর্ঘ সময় ধরে তিনিও ব্যাটিংয়ের সুযোগ পাচ্ছেন না। অশ্বিন নিউজিল্যান্ডে ব্যাট তথা বল হাতে দুর্দান্ত প্রদর্শন করতে পারেন।মেশ যাদবনিউজিল্যান্ডের পিচ জোরে বোলারদের জন্য বেশি সহায়ক হয় আর উমেশ যাদব এই মুহূর্তে দুর্দান্ত বোলিংও করছেন। প্রথম ম্যাচে ভারতীয় দলকে শুরুর দিকের সফলতা এনে দিতে এই খেলোয়াড় অনেক বেশি উপযোগী প্রমানিত হতে পারেন। নিউজিল্যান্ড সফরে উমেশ অনেক বেশি খতরনাক প্রমানিত হতে পারেন।মহম্মদ শামিভারতীয় দলের জোরে বোলার মহম্মদ শামি নিজের কেরিয়ারের দারুণ ফর্মে রয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজ থেকে এখনো পর্যন্ত খেলে ৫টি ম্যাচে তার ২৬টি উইকেট রয়েছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসেই শামি ৫টি উইকেট নিয়েছিলেন। এখানে শামি সেই প্রদর্শনকে আবারও পুনরাবৃত্তি করতে চাইবেন।জসপ্রীত বুমরাহ নিউজিল্যান্ডের জন্য হতে পারেন বড়ো বিপদভারতীয় দলের জোরে বোলার জসপ্রীত বুমরাহ এখনো পর্যন্ত নিউজিল্যান্ড সফরে ফ্লপ থেকেছেন। কিন্তু এই ম্যাচে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় রাতারাতি উধাও যাবতীয় পোস্ট, আরসিবি নিয়ে উদ্বিগ্ন বিরাট!

১২ বছর ধরে ট্রফিজয়ের সাধ মেটেনি। নিলামে শক্তিশালী দল গড়েছে ম্যানেজমেন্ট। দলে প্রথম সারির তারকারা খেলেছেন। কিন্তু, কিছুতেই কাঙ্ক্ষিত আইপিএল ট্রফির নাগাল পায়নি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর (সেই ব্যর্থতা ভুলে এবার নতুন উদ্যমে অধিনায়ক বিরাট কোহলির নেতৃত্বে নামছে আরসিবি। কিন্তু, আইপিএলের নতুন মরশুম শুরুর আগেই রাতারাতি সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোড়ন তুলে দিল বেঙ্গালুরুর দলটি।ঞ্জুঞ্চঙ-তে বোলিং প্র্যাকটিস শুরু হার্দিকের, শীঘ্রই দলে ফিরছেন অলরাউন্ডার !ফেসবুক, টুইটার থেকে শুরু করে যাবতীয় সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে রাতারাতি নিজেদের সমস্ত প্রোফাইল ছবি উড়িয়ে দিয়েছে আরসিবি। অ্যাকাউন্টের কভার ফটোও সরিয়ে দেওয়া হয়। এমনকী, দলের নামও পালটে দেওয়া হয়েছে। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের বদলে নাম রাখা হয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স। আসলে, মঙ্গলবারই আরসিবির সঙ্গে চুক্তি করেছে মুথুট ফিনকর্প নামের অর্থলগ্নি সংস্থা। তারপরই যাবতীয় পরিবর্তন সোশ্যাল মিডিয়ায়। আসলে, নতুন বছরে সবকিছু নতুন করে শুরু করতে চাইছে আরসিবি(ট্রঙ্খঙ্ক)। তবে, সোশ্যাল মিডিয়ায় রাতারাতি এই পরিবর্তন কেন? তা নিয়ে এখনও মুখ খোলেননি আরসিবির কর্তারা।এদিকে, এসবের বিন্দুবিসর্গ জানতেন না দলের ক্রিকেটাররা। এমনকী, খোদ অধিনায়ক বিরাট কোহলিকেও (ব্লুন্থঙ্ক জ্জদ্রু) এবিষয়ে কিছু জানানো হয়নি। সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো উদ্বেগপ্রকাশ করে আরসিবি অধিনায়ক বলছেন, ”সোশ্যাল মিডিয়ায় সমস্ত পোস্ট উধাও হয়ে গেল অথচ অধিনায়ককেই সেটা জানানো হল না! যদি আপনাদের কোনও সাহায্য প্রয়োজন হয়, তাহলে আমাকে বলুন।” দলের অন্যতম তারকা এবি ডিভিলিয়ার্সও এ নিয়ে টুইট করেছেন। তাঁর কথাতেও প্রকাশ পেয়েছে উদ্বেগ।

কোপা ইতালিয়ার সেমিফাইনালের প্রথম লেগে এসি মিলান বনাম জুভেন্তাস

কোপা ইতালিয়ার সেমিফাইনালের প্রথম লেগে এসি মিলানের মুখোমুখি হবে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর জুভেন্তাস। মিলানের ঘরের মাঠ সান সিরোতে দুদলের ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) রাত ১টা ১৫ মিনিটে। ফুটবল ভক্তরা যদি এই ম্যাচ কোথায়, কীভাবে দেখার বিষয়ে জানতে চান তবে নীচের প্রতিবেদনটি পড়ে ফেলুন।ইতালিয়ান কাপে সবচেয়ে সফল দল এখন পর্যন্ত জুভেন্তাস। চলতি মৌসুমেও আধিপত্য বিস্তার করে এগিয়ে যাচ্ছে রোনালদোর দলটি। তবে এসি মিলানের বিপক্ষে সেমিফাইনালের এই লড়াইটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ তুরিনের বুড়িদের জন্য। কারণ খেলা হবে মিলানের মাঠে। তাই স্বাগতিক মিলান কিছুটা হলেও ঘরের মাঠের সুবিধা পাবে। শেষ পাঁচ ম্যাচের পরিসংখ্যান বলছে, জুভেন্তাস এগিয়ে আছে শতভাগ। পাঁচ ম্যাচের পাঁচটিতেই জয় পেয়েছে তারা। তবে পরিসংখ্যান যেমনই হোক, এ ম্যাচে এসি মিলানের ইব্রাহিমোভিচ আর জুভেন্তাসের রোনালদোর খেলাতেই চোখ থাকবে ফুটবল বিশ্বের বিশ্বকাপ জিতে ঘরে ফিরল বাংলাদেশ ক্রিকেট দল, পেল রাজকীয় সংবর্ধনাএসি মিলান বনাম জুভেন্তাস কোপা ইতালিয়ার কাপের সেমিফাইনালের প্রথম লেগের ম্যাচটি কখন এবং কোথায় দেখা যাবে?এসি মিলান বনাম জুভেন্তাস ম্যাচটি দেখা যাবে জানুয়ারি ভারতীয় সময় রাত ১টা ১৫ মিনিট থেকে। ম্যাচটি হবে সান সিরো স্টেডিয়ামে।এসি মিলান বনাম জুভেন্তাস কোপা ইতালিয়ার কাপের সেমিফাইনালের প্রথম লেগের ম্যাচটি সরাসরি কোন চ্যানেলে সম্প্রচারিত হবে?আপনি ভারত থেকে এই ম্যাচের লাইভ সম্প্রচার দেখতে পারবেন না। কারণ ভারতে এই ম্যাচ দেখানার কোনও অফিশিয়াল ব্রডকাস্টার নেই। তবে ভক্তরা দুই দলের সোশাল মিডিয়া পেজে চোখ রাখতে পারেন অপডেটের জন্য।এসি মিলান বনাম জুভেন্তাস কোপা ইতালিয়ার কাপের সেমিফাইনালের প্রথম লেগের ম্যাচের ফ্রি লাইভ স্ট্রিমিং অনলাইন এবং ফুটবল স্কোর আপডেট কীভাবে দেখবেন?আপনি ভারত থেকে এই ম্যাচের লাইভ স্ট্রিমিং দেখতে পারবেন না। কারণ ভারতে এই ম্যাচ দেখানার কোনও অফিশিয়াল ব্রডকাস্টার নেই। তবে ভক্তরা দুই দলের সোশাল মিডিয়া পেজে চোখ রাখতে পারেন অপডেটের জন্য।

বিয়ে ভাঙল সুপারস্টার ক্রিকেটার মাইকেল ক্লার্কের, এই নিয়ে দ্বিতীয়বার

বুধবার প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্ক এবং তার স্ত্রী সরকারি ভাবে তাদের বিবাহ- বিচ্ছেদের ঘোষণা করলেন। বেশ কিছুদিন আলাদা থাকার পর তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দুজনেই জানিয়েছেন পরস্পরের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তারা মনে করছেন এই সিদ্ধান্তই তাদের দুজনের এবং তাদের মেয়ের পক্ষে সবথেকে ভালো হবে।সাত বছর আগে ২০১২ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন মাইকেল ক্লার্ক এবং কাইলি। তখন পন্টিংয়ের বদলে সদ্য অধিনায়ক হয়েছেন মাইকেল ক্লার্ক। ব্যক্তিগতভাবেও তিনি নিজের খেলায় চূড়ান্ত ফর্মে ছিলেন। কাইলি ছিলেন একজন মডেল এবং টিভি সঞ্চালক। ২০১২ এর ১৫ ই মে দুজনের বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল। কিছুদিন আগে অনেক মহল থেকে আশঙ্কা করা হচ্ছিল যে হয়তো ক্লার্ক এবং কাইলির বিবাহবিচ্ছেদ ঘটতে পারে শীঘ্রই। কিন্তু সেই সময় সেই সকল ধারণাকে ধামাচাপা দিয়ে কাইলি জানিয়েছিলেন তার এবং ক্লার্কের মধ্যে কোনো সমস্যা নেই। তারপরেও এখন এই ঘটনা থেকে অনেকেরই কপালে ভাঁজ পড়েছে।এই সিদ্ধান্ত অনেক কঠিন ছিল বলে জানিয়েছেন তিনি। তাদের বন্ধু এবং পরিবারের লোকজন কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ক্লার্ক এবং কাইলি। তাঁরা পাশে ছিলেন বলেই এইরকম একটি কঠিন সিদ্ধান্ত তারা নিতে পেরেছেন। এইবার সংবাদমাধ্যমকে তারা ব্যাপারটি নিয়ে গোপনীয়তা বজায় রাখতে অনুরোধ করেছেন ক্লার্ক ও কাইলি। তাদের মতে ব্যাপারটি নিয়ে বেশি আলোচনা না করলে তাদের পরবর্তী জীবনে মনোযোগ দিতে সুবিধা হবে।কাইলির আগে মডেল লারা বিঙ্গেলের সাথে সম্পর্ক ছিল ক্লার্কের। ২০১০ অবধি স্থায়ী ছিল সেই সম্পর্ক।

প্রসঙ্গত অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ১১৫ টি টেস্ট খেলেছেন ক্লার্ক। তাতে তিনি করেছেন ৮৬৪৩ রান। করেছেন ২৮ টি শতরান। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার ২০১৫ সালের বিশ্বকাপ জয়ী দলের অধিনায়কত্ব করেছেন তিনি। ফাইনালে তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ স্কোরার।

সিরিজে খারাপ প্রদর্শন শীর্ষস্থান খোয়ালেন বুমরাহ

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সদ্য সমাপ্ত ওয়ানডে সিরিজে উইকেটহীন থাকার জন্য ভারতের সেরা পেস বোলার জসপ্রিত বুমরাহ বুধবার ঘোষিত হওয়া সর্বশেষ আইসিসি ওয়ানডে র‌্যাঙ্কিংয়ে বোলারদের শীর্ষস্থানটি হারালেন। ব্যাটিং ক্রমতালিকায় ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি এবং সহ-অধিনায়ক রোহিত শর্মা যথাক্রমে শীর্ষ দুটি স্থান ধরে রেখেছেন। সিরিজটিতে নিউজিল্যান্ড ভারতকে ৩-০ ব্যবধানে পরাজিত করেছে এবং ৩১ বছরে এই প্রথমবার ন্যূনতম তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হয়েছে ভারতীয় দল।দীর্ঘদিন আইসিসি ক্রমতালিকায় নেতৃত্ব দেওয়ার পর বুমরাহ র‌্যাঙ্কিংয়ে ৭১৯ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে নেমে গেছেন। সবচেয়ে অবাক করার বিষয় হল কিউই পেসার ট্রেন্ট বোল্ট (৭২৮), চলতি সিরিজে দলেই ছিলেন না কিন্তু তিনি বুমরাহকে বিশ্বের এক নম্বর র‌্যাঙ্কিং থেকে সরিয়ে শীর্ষে পৌঁছে গেছেন। নিউজিল্যান্ডে বুমরাহের অত্যন্ত খারাপ সময় গেছে কারণ তিনটি ম্যাচে একটাও উইকেট পেতে ব্যর্থ হয়েছেন এই ভারতীয় জোরে বোলার। দ্বিপক্ষীয় ওয়ানডে সিরিজে এই প্রথমবারের মতো বুমরাহ খালি হাতে ফিরেছেন। তিনি নিজের বোলিংয়ে রানের দিক দিয়ে কৃপণতা দেখালেও উইকেট পেতে ব্যর্থ হন যেজন্য নিউজিল্যান্ডকে প্রথম ও তৃতীয় উভয় একদিনের ম্যাচেই সর্বোচ্চ রান তাড়া করতে সক্ষম হয়।অপরদিকে ভারতীয় অধিনায়ক বিরাট কোহলি ৮৬৯ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ব্যাটিং ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থানে রয়েছেন। তিনি কিউয়িদের বিপক্ষে তিন ইনিংসে মাত্র ৭৫ রান সংগ্রহ করেছেন তবুও র‌্যাঙ্কিং তালিকায় তার অবস্থান পরিবর্তন হয়নি। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কারণে ওয়ানডে সিরিজ মিস করা ভারতীয় সহ-অধিনায়ক রোহিত শর্মা (৮৫৫), পাকিস্তানের বাবর আজম (৮২৯) এর আগে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। এই সিরিজে ভালো খেলার ফলস্বরূপ ভারতীয় খেলোয়াড় রবীন্দ্র জাদেজা অলরাউন্ডার ক্রমতালিকায় তিন ধাপ এগিয়ে এসে সপ্তম স্থানে রয়েছেন।

চরম হতাশায় আক্রান্ত কিংবদন্তী ফুটবলার পেলে

ফুটবলে যদি কোনও নাম রূপকথা রচনা করে থাকে তবে তিনি পেলে। ব্রাজিলের এই ফরওয়ার্ডের হাত ধরেই পরপর বিশ্বজয় করেছে ব্রাজিল। পেলে একাই তখন এক অতিমানব। ফুটবলের স্বপ্নের নায়ক। ব্রাজিল তো বটেই, পেলের প্রেমে তখন উত্তাল ছিল গোটা বিশ্ব। ব্ল্যাক পার্ল নামে খ্যাত বিশ্ব ফুটবলের সেই কিংবদন্তী এখন নাকি চরম হতাশায় আক্রান্ত। তাঁর ছেলে একথা জানিয়েছেন। পেলে হতাশ শুনে এখনও বিশ্বের অনেকেই চিন্তিত। অনেকেই হতাশ। কেন এমন হল? প্রশ্ন সকলের।পেলে-র ছেলে ইডিনহো জানিয়েছেন, তাঁরা বাবা চিরদিন সম্রাটের মত জীবন কাটিয়েছেন। তিনি ফুটবলের রাজা। সেই মানুষটা গত কয়েক বছরে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছেন। কখনও তাঁর মূত্রনালিতে সমস্যা হয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছেন সে কারণে। আবার পেলের নিতম্ব বদল করা হয়। বড় অপারেশন ছিল। সে অপারেশন সফল হলেও এখন তাঁকে ক্র্যাচ নিয়ে ঘরে হাঁটতে হয়। বাড়ি থেকে বার হতে পারেননা।পরপর নানা অসুখে আক্রান্ত হতে হতে ৭৯ বছরের পেলে এখন বড়ই স্থবির হয়ে পড়েছেন। বাইরের কারও সঙ্গে কথা বলতে চান না এখন। ক্রমশ একটা হতাশা তাঁকে ঘিরে ধরেছে। দিনকে দিন বাড়ছে এই হতাশার সমস্যা।

“মহিলাদের কাছে আকর্ষণীয় হওয়ার জন্য পেশি বানিয়েছি, এখন ভুগতে হচ্ছে হাঁটুর ব্যথায়”

মহিলাদের কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলার মূল্য এখন চোকাতে হচ্ছে ক্যারিবিয়ান তারকা আন্দ্রে রাসেলকে। দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত একটি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অতিথি হিসেবে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে উঠতি ক্রিকেটারদের পরামর্শ দিয়ে রাসেল জানিয়েছেন, উঠতি ক্রিকেটাররা যেন তাঁর মতো ভুল না করেন।বিশাল সব ছক্কা মারতে দক্ষ রাসেল ভুলটা করেছিলেন কোথায়? পেশিবহুল চেহারার অধিকারী রাসেলের স্বীকারোক্তি, ””মহিলাদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠার জন্য পেশি বানিয়েছি। জিমে গিয়ে কাঁধ শক্তিশালী করার অনুশীলন করতাম। আর সেটা করতে গিয়ে আমাকে এখন ভুগতে হচ্ছে। শরীরের উপরের অংশে জোর দিতে গিয়ে হাঁটুর দিকে নজর দিইনি। হাঁটু হয়ে গিয়েছে দুর্বল। আমার অভিজ্ঞতা থেকে তোমরা শিক্ষা নিও। পুরো শরীরেরই ওয়ার্ক আউট করতে হবে।””যে কোনও মুহূর্তে ম্যাচের রং বদলে দেওয়ার ক্ষমতা ধরেন কেকেআর-তারকা। অল্প বলে ঝড়ের গতিতে রান তুলতে দক্ষ তিনি। সেই রাসেলকেই হাঁটুর চোটের জন্য থাকতে হচ্ছে মাঠের বাইরে।সোশ্যাল মিডিয়া থেকে উধাও পোস্ট, অন্ধকারে ক্যাপ্টেনও, আরসিবিকে প্রশ্ন কোহালিরতাঁর আজকের এই অবস্থার জন্য দায়ী নাইট তারকা স্বয়ং। রাসেল বলছেন, ””২৩-২৪ বছর বয়স থেকেই আমি হাঁটুতে ব্যথা অনুভব করতাম। সেই সময়ে অনুশীলন করে আমার হাঁটু শক্তিশালী করার পরামর্শ দেয়নি কেউ। হাঁটুতে যদি ব্যথা অনুভব না করতাম, তা হলে হয়তো আমাকে অস্ত্রোপচারও করতে হত না। সেই সময়ে আমি ব্যথা উপেক্ষা করে গিয়েছি। ব্যথা কমার ওষুধ খেয়ে দৌড়ে গিয়েছি।””

নেটে বোলিং শুরু করলেন হার্দিক পান্ডিয়া, দ্রুত ম্যাচ ফিট হয়ে উঠার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি

পিঠে চোটের জন্য গত বছর সেপ্টেম্বর মাস থেকে জাতীয় দলের বাইরে রয়েছেন ভারতীয় আলরউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া। চোটের জন্য লন্ডনে স্পেশালিস্ট ডাক্তারের কাছে অস্ত্রপচার করিয়ে এসেছেন তিনি। তবুও সমস্যা মিটছে না তার। তাই কিছুদিন আগে চেকআপের জন্য ফের একবার লন্ডনে গিয়েছিলেন তিনি। তারপর থেকে ঞ্জুঞ্চঙ তে রিহ্যাব শুরু করেছিলেন পান্ডিয়া আর এবার তিনি নেটে বোলিং শুরু করলেন।কিছুদিন আগেই তিনি লন্ডনে রুটিন চেকআপ করিয়ে এসেছেন পান্ডিয়া। তারপর এনসিএ তে রিহ্যাব করে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন তিনি। এখন ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি নেটে বোলিং করাও শুরু করেছেন হার্দিক পান্ডিয়া। এই মুহূর্তে দ্রুত সম্ভব সুস্থ হয়ে ওঠার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন হার্দিক পান্ডিয়া। মনে করা হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ওয়ানডে সিরিজে পাওয়া যাবে হার্দিক পান্ডিয়া কে।থমে মনে করা হচ্ছিল নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে হার্দিক পান্ডিয়াকে খেলতে দেখা যাবে কিন্তু সেটা হয় নি। ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারায় বাদ পড়তে হয়েছিল পান্ডিয়া কে। তবে এখন হার্দিক পান্ডিয়া নেটে যে পরিমানে ঘাম ঝরাচ্ছে তাতে মনে করা হচ্ছে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন তিনি এবং সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজে তাকে দলে পাওয়া যাবে।। জসপ্রীত বুমরাহ চোটের পর প্রথমবার টেস্ট সিরিজ খেলছেন। এই অবস্থায় তিনি সীমিত ওভারের প্রদর্শনকে ভুলে টেস্ট ক্রিকেটে নিজের ছাপ ফেলতে চাইবেন। বুমরাহ নিউজিল্যান্ডের জন্য বড়ো বিপদ হয়ে উঠতে পারেন।

টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতের মহিলা দল ভাল পারফরম্যান্স দেখাবে, আশাবাদী সচিন

দুবাই: অস্ট্রেলিয়ায় আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলের ভাল পারফরম্যান্সের বিষয়ে আশাবাদী সচিন তেন্ডুলকর। এই কিংবদন্তী বলেছেন, ”ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল ইতিমধ্যেই যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। ২০১৭ সালের বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচ আমি দেখছিলাম। লর্ডসে সেই ম্যাচে ভারত ভাল খেলে। আমরা শেষপর্যন্ত লড়াইয়ে ছিলাম। একেবারে শেষমুহূর্তে ম্যাচ আমাদের হাত থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু সারা দেশে সেই খেলার প্রভাব পড়ে। সেই ক্রিকেটারদের অনুপ্রেরণায় তরুণীরা ক্রিকেট ব্যাট-বল হাতে তুলে নেয়।”আইসিসি-র পক্ষ থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা একটি ভিডিওতে সচিন আরও বলেছেন, ”এবারের টি-২০ বিশ্বকাপ হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ায়। ফাইনাল হবে মেলবোর্নে। আশা করি ভাল খেলা হবে। সব দলকেই শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, বিশেষ করে ভারতকে। আমি নিশ্চিত, ভারতীয় দল দারুণ খেলা তুলে ধরবে এবং সবার প্রশংসা আদায় করে নেবে।”২০১৭ সালের বিশ্বকাপের ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতীয় দল ভাল জায়গায় ছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত বিশ্বকাপ জিততে পারেনি ভারত। তবে সেই পারফরম্যান্স ভারতে মহিলা ক্রিকেট নিয়ে মানুষের আগ্রহ বাড়িয়েছে। দর্শকরা মহিলা ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে মাঠে যাচ্ছেন। এবারের টি-২০ বিশ্বকাপের দলে আছেন বাংলার তরুণী রিচা ঘোষ। তিনি ভাল পারফরম্যান্স দেখানোর বিষয়ে আশাবাদী।

২১ তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে বিশ্বকাপ। চলবে ৮ মার্চ পর্যন্ত। প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হচ্ছে ভারত।রোড সেফটি ওয়ার্ল সিরিজের উদ্বোধনী ম্যাচে ৭ মার্চ ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ব্রায়ান লারার নেতৃত্বাধীন ওয়েস্ট ইন্ডিজ লিজেন্ডসের মুখোমুখি হচ্ছে সচিন তেন্ডুলকরের নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়া লিজেন্ডস। এই সিরিজে মোট ১১টি ম্যাচ হবে। তার মধ্যে দু”টি ম্যাচ হবে ওয়াংখেড়েতে। চারটি করে ম্যাচ হবে নভি মুম্বইয়ের ডি ওয়াই পাতিল স্টেডিয়াম এবং পুণের এমসিএ স্টেডিয়ামে। ২২ মার্চ ফাইনাল হবে মুম্বইয়ের ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামে। ভারতের দু”টি ম্যাচ হবে পুণেতে। একটি ১৪ মার্চ দক্ষিণ আফ্রিকা বিরুদ্ধে এবং অপরটি ২০ মার্চ অস্ট্রেলিয়া লিজেন্ডসের বিরুদ্ধে। ওয়াংখেড়ে ও ডি ওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ভারতের একটি করে ম্যাচ হবে।এই সিরিজে সচিন, লারা ছাড়াও খেলবেন বীরেন্দ্র সহবাগ, যুবরাজ সিংহ, জাহির খান, জন্টি রোডস, মুথাইয়া মুরলীধরন, শিবনারায়ণ চন্দ্রপাল, ব্রেট লি, ব্র্যাড হজ, তিলকরত্নে দিলশান, অজন্তা মেন্ডিসের মতো তারকারা। এই সিরিজের কমিশনার হবেন সুনীল গাওস্কর। পথ নিরাপত্তার বিষয়ে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যেই এই ক্রিকেট সিরিজ আয়োজন করা হচ্ছে।

গোটা বিশ্বে মাদক পাচার রোধে অঙ্গীকারবদ্ধ ভারত অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মাদকপাচার রোধে ভারত যে অঙ্গীকারবদ্ধ। বৃহস্পতিবার দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে দাঁড়িয়ে তা সাফ জানিয়ে দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। পৃথিবীর যে কোনও প্রান্ত থেকে আসা মাদক ভারতে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। পাশাপাশি ভারত থেকে যাতে কোনও মাদক বিদেশে না পাচার হয় তাও নিশ্চিত করা হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন তিনি।

মাদক পাচার রোধে বিমস্টেক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির দুইদিনের সম্মেলনের উদ্বোধন করে অমিত শাহ বলেন, সম্মেলনে মাদক পাচার রোধে যাবতীয় দিক খতিয়ে দেখা হবে এবং এই সংক্রান্ত বিষয়ে ঐক্যমত্যেও পৌঁছনো হবে। মাদক পাচারের বিরুদ্ধে ভারত জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। এই বিষয়ে একাধিক বার কঠোর অবস্থান নেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক স্তরে রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং ইন্টারপোলের সঙ্গে রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। বিমস্টেক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি এগিয়ে আসার ফলে নতুন উদ্যম যুক্ত হল।

মাদক পাচার রোধে ভারতের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে তিনি বলেন, বিগত পাঁচ বছরে ভারতে ১ লক্ষ ৮৯ হাজারের বেশি মাদক পাচার সংক্রান্ত মামলা নথিভুক্ত হয়েছে।এর মধ্যে ২ লক্ষ ৩১ হাজার ৪৮১ পাচারকারিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। যার মধ্যে ১৫০৩ বিদেশি নাগরিক রয়েছে। অবৈধ ড্রাগ রোধে যে সংস্থা এবং সংগঠনগুলি কাজ করে চলেছে, তাদের নিয়ে সমন্বয় বজায় রেখে চলেছে প্রশাসন। পাশাপাশি কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের সংস্থাগুলিও নিজেদের মধ্যে সমন্বয় রেখে কাজ করে চলেছে।

অমিত শাহ আরও বলেন, নেশাযুক্ত ওষুধের আমদানি এবং রফতানির অনুমতি ভারত সরকার কখনই অনুমোদন করে না। মাদক পাচার রোধে ভারত অঙ্গীকারবদ্ধ। এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মাদক পাচারের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের যে যোগ রয়েছে তা তুলে ধরে অমিত শাহ জানিয়েছেন, এই দুই বিষয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চগুলির উচিত দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের ওয়াল্ড ড্রাগ রিপোর্টের খতিয়ান তুলে ধরে তিনি বলেন, গোটা বিশ্বে ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সীদের মধ্যে ৫.৫ শতাংশ মানুষ নেশাযুক্ত ওষুধ সেবন করে থাকেন। ফলে প্রায় ২৭ কোটি মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। যা বড়ই চিন্তার বিষয়।

রাজ্যকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এগিয়ে নিতে পর্যটন শিল্প অন্যতম মাধ্যম হতে পারে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারী।। রাজ্যকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে পর্যটন শিল্প একটি অন্যতম মাধ্যম হতে পারে। এজন্য রাজ্যের বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্রগুলির সৌন্দর্য্যায়ন ও উন্নয়নের মাধ্যমে পর্যটকদের আক'ষ্ট করার উদ্যোগ নিতে হবে। আজ সচিবালয়ের কনফারেন্স হলে পর্যটন দপ্তরের ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প 'স্বদেশ দর্শন'-র পর্যালোচনা করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি আরও বলেন, রাজ্যের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যে অর্থ পাওয়া গেছে তা কাজে লাগিয়ে রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে আরও এগিয়ে নিতে হবে। স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে যে কাজগুলি হাতে নেওয়া হয়েছে তা সময়ের মধ্যেই শেষ করার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

পর্যালোচনা সভায় পর্যটন দপ্তরের বিশেষ সচিব কিরণ গিত্যে জানান, স্বদেশ দর্শন-১ প্রকল্পে মোট ৯৯ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা ম'রী পাওয়া গেছে। এই প্রকল্পে আগরতলা, সিপাহীজলা, মেলাঘর, উদয়পুর, অমরপুর, তীর্থমুখ, মন্দিরঘাট, নারকেলকু', ডুম্বর, গণ্ডাছড়া এবং আমবাসার বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রগুলির উন্নয়নের কাজ শুরু করা হয়েছে। এছাড়াও স্বদেশ দর্শন-২ প্রকল্পে ৬৫ কোটি টাকা ম'রী পাওয়া গেছে। এই প্রকল্পে সুরমাছড়া, ঊনকোটি, জম্পইহিল, গুণবতী, ভুবনেশ্বরী মন্দির, মাতাবাড়ী, নীরমহল, ব'নগর, চোত্তাখোলা, পিলাক এবং আভাঙ্গাছড়ার বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রগুলির উন্নয়নের কাজ করা হবে। সিপাহীজলা, নারিকেলকু' এবং ছবিমুড়াতে পেডেল বোট চালু করার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা দ্রত শেষ করতে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, অমরপুরের তীর্থমুখ মেলায় প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। তাই তীর্থমুখ পর্যটন ক্ষেত্রের পরিকাঠামোগত উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তীর্থমুখের চারদিকে স্থায়ী স্টল নির্মাণ করে দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাতে প্রায় ২০০০ পরিবারের রোজগারের সুযোগ স'ষ্টি হবে। এছাড়াও তীর্থমুখের আশেপাশে ক্যাফেটোরিয়া নির্মাণের জন্যও বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আরও বলেন, নারকেলকু'কে আরও আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে সেখানে নারকেল গাছ লাগানো, সোলার লাইট বসানো, নিরাপত্তা রক্ষীদের থাকার ঘর এবং বোটিং-এর সুব্যবস্থা করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। প্রতিটি পর্যটন কেন্দ্রে যথাযথ পার্কিং-এর ব্যবস্থা যাতে থাকে সে বিষয়েও গুরুত্ব দিতে হবে। এছাড়াও পর্যটন দপ্তরের মাধ্যমে যে সমস্ত লগহাট তৈরী করা হয়েছে সেগুলি নিয়মিত রক্ষনাবেক্ষণের উপর

ছয়ের পাতায় দেখুন

ট্রাম্প ভারত সফরে আসার আগে দুই বিলিয়ন ডলারের প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরের সম্মত

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারত সফরের আগে ট্রাম্প প্রশাসন বিমান প্রতিরক্ষা খাতে ১.৮৬৭ বিলিয়ন ডলার প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরে সম্মত মার্কিন প্রতিরক্ষা সুরক্ষা সংস্থা। আগামী ২৪-২৫ ফেব্রুয়ারি ভারত সফরে আসছেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন প্রতিরক্ষা সুরক্ষা সংস্থা সোমবার মার্কিন কংগ্রেসকে তার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, ভারত সফরের সময় ট্রাম্প এই বিষয়ে স্বাক্ষর করবেন। ইন্টিগ্রেটেড এয়ার ডিফেন্স মার্কেটিং সিস্টেম''-এর আওতায় ভারতের সঙ্গে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, সেখানে কোনও ভারসাম্যহীনতা তৈরি করবে না। এই চুক্তি অনুসারে আমেরিকার থেকে ৩০টি হেভি ডিউটি সশস্ত্র হেলিকপ্টার পাবে ভারতীয় বিমান বাহিনী। এই দুটি চুক্তির ফলে ২০০৭ থেকে আমেরিকার সঙ্গে ভারতের সামরিক চুক্তির মূল্য ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে এএন / এমপি কিউ -৪৪ এফ ওয়ান সেন্টিনেল রাডার সিস্টেম, ২.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ২৪টি এমএইচ-৬০ রোমিও মাল্টি মিশন হেলিকপ্টার এবং ৯৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ছটি এএইচ-৬৪ই অ্যাপাচে অ্যাটাক চপার চুক্তিতে আগামী সপ্তাহেই অনুমোদন দিতে পারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। দুই দেশের মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্বের অংশ হিসাবে, মার্কিন প্রতিরক্ষা বোয়িং এফ -১৫ এক্স ইগল ফাইটার শিপ ভারতকে প্রতিরক্ষা চুক্তিতে দেওয়ার বিষয়েও বিবেচনা করছে। এক্ষেত্রে আমেরিকান সংস্থা লাইসেন্স নিয়েছে। আশা করা হচ্ছে, আঠারো বিলিয়ন ডলারের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় ১১৪ টি যুদ্ধবিমান ভারতে পাঠানো হতে পারে। ২.৬ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে এই প্রতিরক্ষা চুক্তিতে ভারত ২৪ টি বহুমুখী এমএইচ ৬০ আরসি-হক সামুদ্রিক হেলিকপ্টারও পেতে পারে।

গার্হস্থ্ হিংসার শিকার সুষমা দেবনাথের বাড়িতে যান মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

বিএসএফ-বিজিবির সম্পর্ক অত্যন্ত ভালো : ভারতীয় হাইকমিশনার

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ১৩।। সীমান্ত হত্যা বন্ধে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সমন্বয়ের একটি প্রক্রিয়া রয়েছে বলে জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলি দাস।

বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া উপজেলার মনিয়ন্দ ইউনিয়নের শিবনগর এলাকায় আখাউড়া-আগরতলা রেলপথ প্রকল্প কাজ পরিদর্শনে এসে সাংবাদিকদের এ কথা জানান তিনি।সীমান্তে বাংলাদেশি হত্যার বিষয়ে জানতে চাইলে রীভা গাঙ্গুলি দাস বলেন, বিএসএফ-বিজিবির অত্যন্ত ভালো সম্পর্ক। তারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে এগুলো, বছরে দুইবার তাদের বৈঠক হয়।

ডিসেম্বরেও বিজিবির ডিজি (মহাপরিচালক) গিয়েছিলেন। এটি সমন্বয়ে তাদের একটি প্রক্রিয়া রয়েছে।

এ সময় হাইকমিশনারের ভারতীয় হাই কমিশনের প্রথম সচিব (রেলওয়ে উপদেষ্টা) আনিতা বারিক, আখাউড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তাহমিনা আক্তার রেইনা, আখাউড়া থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রসুল আহামেদ নিজামী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পর্যটনে দারুণ সম্ভাবনা রয়েছে ত্রিপুরায়, আশাবাদী বিভাগীয় মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারী।। ত্রিপুরা আয়তনে ছোট হলেও প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। রয়েছে পর্যটকদের আকর্ষিত করার মতো অসংখ্য স্থান। এ সমস্ত বিষয় পর্যটকদের সামনে উপস্থাপনের লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার পর্যটন দফতরের উদ্যোগে আগরতলায় মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্য বিমানবন্দরে পর্যটন দফতরের নতুন কাউন্টার খোলা হয়েছে। বিমান থেকে নেমেই যাতে পর্যটকরা পর্যটনস্থল সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারেন সেজন্যই এই উদ্যোগ। পর্যটনমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বিমানবন্দরে কাউন্টারটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন আজ।

এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পর্যটন ও পরিবহণ মন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা আয়তনের দিক থেকে ছোট হলেও পর্যটন ক্ষেত্রে উন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তাঁর মতে, পর্যটন ক্ষেত্রে ত্রিপুরাকে উন্নত করা সম্ভব হলে রাজ্যের আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটবে, কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। সেই লক্ষ্যে বর্তমান রাজ্য সরকার বহুমুখি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এরই অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার আগরতলা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বিমানবন্দরে পর্যটন দফতরের কাউন্টারটি অত্যাধুনিক সাজে সাজিয়ে তোলা হয়েছে।

তিনি বলেন, বিগত দিনে যেখানে কাউন্টারটি ছিল সেটি সরিয়ে সামনের দিকে নিয়ে আসা হয়েছে যাতে সহজেই পর্যটন দফতরের কাউন্টারটি পর্যটকদের নজরে আসে। রাজ্যের বিশেষ বিশেষ পর্যটন ক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত তথ্য সেখানে মজুত রাখা হয়েছে। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বলেন, ত্রিপুরা প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। তা সত্ত্বেও বিগত দিনগুলিতে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ হয়নি। ফলে রাজ্যের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটেনি।

তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার বিগত দিনগুলিতেও পর্যটন উন্নয়নে মোটা অঙ্কের অর্থ মঞ্জুর করেছে। পূর্বতন সরকারের সঠিক ও সময়োপযোগী কর্ম পরিকল্পনা না থাকায় শুধুমাত্র কিছু নতুন দালানবাড়ি তৈরি করা হয়েছে। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, পর্যটকদের আকর্ষিত করতে থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্তে কোনও ধরনের পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়নি।

পর্যটনমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ট্যুরিজম সেক্টর হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত অর্থের সঠিক বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের পর্যটন উন্নয়নের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাঁর কথায়, আগের মতো চিন্তাধারা নিয়ে কাজ করলে ত্রিপুরার পর্যটন ক্ষেত্রের সার্বিক বিকাশ সম্ভব নয়। পর্যটকদের আকর্ষিত করার জন্য

ছয়ের পাতায় দেখুন

নগরোন্নয়ন দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী

লক্ষ্যমাত্রা রূপায়ণে নগরোন্নয়ন দপ্তরকে মিশন মুডে কাজ করতে হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারী।। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (আরবান) আগামী ২০২২ সালের মধ্যে সবাইকে ঘর প্রদানের জন্য রাজ্য সরকার যে লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে তা রূপায়ণে নগরোন্নয়ন দপ্তরকে মিশন মুডে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি যে সকল ঘরের ম'রী পাওয়া গেছে সেগুলোর নির্মাণের কাজও দ্রত শেষ করতে হবে। আজ মহাকরণের কনফারেন্স হলে নগরোন্নয়ন দপ্তরের বিভিন্ন ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পগুলো নিয়ে এক পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আগরতলা পুর নিগম সহ রাজ্যের অন্যান্য পুর সংস্থাগুলিকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (আরবান) ঘর প্রদানে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করতে হবে। প্রক'ত সুবিধাভোগীরা যেন ঘর পায় সেই বিষয়টিকে গুরুত্ব সহ দেখতে হবে। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (আরবান) ঘর প্রদানের যে নির্দিষ্ট গাইডলাইন রয়েছে তা মেনেই যেন সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হয় সে বিষয়ে দপ্তরকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

পর্যালোচনা সভায় নগরোন্নয়ন দপ্তরের বিশেষ সচিব কিরণ গিত্যে জানান, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (আরবান) ২০১৬-২০১৯ সালের মধ্যে মোট ৭৭ হাজার ৩৭৯টি ঘরের ম'রী পাওয়া গেছে। এরমধ্যে ৩২ হাজার ৭৮টি ঘরের নির্মাণ কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। বাকী ঘরগুলির নির্মাণ কাজ চলছে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ম'রীক'ত ঘরগুলির নির্মাণ কাজ দ্রত শেষ করার জন্য নগরোন্নয়ন দপ্তরকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে কাজ করতে হবে। আগরতলা পুর নিগম সহ রাজ্যের অন্যান্য পুর সংস্থাগুলির ওয়ার্ড সেক্রেটারীগণ যাতে তাদের এলাকায় নির্মিয়মান ঘরগুলি নিয়মিত পরিদর্শন কনের তার জন্য তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করে দেওয়ার জন্য দপ্তরের সচিবকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। দপ্তরের সচিব সভায় আরও জানান,

ছয়ের পাতায় দেখুন

ভোপাল রেল স্টেশনে ভেঙে পড়ল ফুট ওভারব্রিজের একাংশ, আহত কমপক্ষে ৬ জন

ভোপাল, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সকালের ব্যস্ত সময়ে মধ্যপ্রদেশের ভোপাল রেল স্টেশনে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল ফুট ওভারব্রিজের একাংশ। ফুট ওভারব্রিজের একাংশ ভেঙে আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৬ জন। প্রত্যেককে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সাতসকালে এই ঘটনার জেরে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে ভোপাল রেল স্টেশন চত্বরে।

রেল সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সকালে আচমকাই ভোপাল রেল স্টেশনে অবস্থিত ফুট ওভারব্রিজের একাংশ ভেঙে পড়ে। সেই সময় ফুট ওভারব্রিজের ওপর থেকে যাচ্ছিলেন বেশ কয়েকজন রেল যাত্রী। স্টেশন চত্বরেও যথেষ্ট ভিড় ছিল যাত্রীদের। বিকট শব্দ করে ভেঙে পড়ে ফুট ওভারব্রিজের একাংশ। এই ঘটনায় কমপক্ষে ৬ জন আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আপাতত ফুট ওভারব্রিজটি ঘিরে রেখেছে রেল পুলিশ।

পণ বিরোধী সচেতনতায় গুরুত্ব মহিলা কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ।। অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত অভয়নগরের গৃহবধূ সুষমা দেবনাথের বোনের বাড়িতে ঘটনা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে গেলেন ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী। সিধাই মোহনপুরের সুষমা দেবনাথের সামাজিক প্রথায় বিয়ে হয়েছিল রাজধানীর অভয়নগরের রাজীব দাসের সঙ্গে। পনের দায়ে বিয়ের সাতমাসের মাথায় অন্তসত্ত্বা গৃহবধূ সুষমাকে অগ্নিদগ্ধ করে তার স্বামী হত্যা করেছে বলে অভিযোগ। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই সুষমার বোনের বাড়িতে যান মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন। এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বলেন, পন একটি সামাজিক ভয়ঙ্কর অভিশাপ, মহিলা কমিশন এর বিরুদ্ধে আপোসহীন লড়াই চালিয়ে যাবে। এজন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। সমাজের সকল অংশের জনগণকে এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য অভিযুক্ত রাজীব দাসকে ইতিমধ্যেই পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। বর্তমানে সে জেল হাজতে।

রাজ্যে সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা যথেষ্ট ইতিবাচক : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারী।। ত্রিপুরায় সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা যথেষ্ট ইতিবাচক। ভুল ধরিয়ে দিলে উপকৃত হয় সরকার। ত্রিপুরা সরকারের সংবাদ মাধ্যম সম্পর্কে সরকারের চিন্তাধারা এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তবে, সংবাদ মাধ্যমের একটা ছোট অংশ ব্যতিক্রমী ভূমিকা পালন করছে, আক্ষেপ করে বলেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সরকারের কাজের মূল্যায়ণ হওয়া অত্যন্ত জরুরি। সংবাদ মাধ্যমের সমালোচনা সরকার পরিচালনায় খুবই উপকারি।

মন্ত্রী নাথ বলেন, ত্রিপুরায় সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা যথেষ্ট ইতিবাচক। কারণ, ভুল ধরিয়ে দিলেই সরকার উপকৃত হয়। এতে জনগণের স্বার্থ রক্ষিত হবে, দাবি করেন তিনি। এদিন তিনি আক্ষেপ করে বলেন, সংবাদ মাধ্যমের একটা ছোট অংশ ব্যতিক্রমী ভূমিকা পালন করছে। কখনও ভুল খবর যাচাই না করে প্রকাশিত হচ্ছে। তিনি বিদ্রুপের সুরে বলেন, ওই সব খবর প্রকাশিত হলে রাগ করি না, কিন্তু অভিমান হয়। তাঁর আবেদন, সরকার কীভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত পরামর্শ দিন। সংবাদ মাধ্যমের দেখানো পথে চলতে আমরা প্রস্তুত।

প্রথমবারের মতো বনদপ্তরের উদ্যোগে উত্তর জেলায় একদিনের মেগা লাইসেন্স শিবিরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারী।। প্রথমবারের মতো বনদপ্তরের উদ্যোগে উত্তর জেলায় একদিনের মেগা লাইসেন্স শিবিরের আয়োজন করল উত্তর জেলার বনদপ্তর। ধর্মনগর ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসে একদিনের লাইসেন্স শিবিরের আয়োজন করা হয়। সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত প্রায় ৪০০ র অধিক বিভিন্ন লাইসেন্সের জন্য নতুন ও নবীকরণ করার জন্য জমা হয়।এই মেঘা লাইসেন্স শিবিরে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলার ঙ্গচঞ্জ ডক্টর নরেশ বাবু এন। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন ছঙ্গচঞ্জ প্রনজিত ভৌমিক সহ ধর্মনগর মহাকুমার সকল ফরেস্ট বিট অফিসার।একদিনের এই মেগা লাইসেন্স শিবিরে নতুন ও নবীকরণ ষ্টজ্র জমা পড়ে মোট ১২০ টি। নতুন ও নবীকরণ ষ্টজ্র এরমধ্যে আগর, টিম্বার, স্টোন ইত্যাদি লাইসেন্সের আবেদন জমা পড়ে। ইউনিট লাইসেন্সের নতুন ও নবীকরণে জমা পড়ে মোট ৮০ টি। নতুন ও নবীকরণ ইউনিট লাইসেন্সের মধ্যে আগর, টিম্বার, কেবিনেট স্টোন ইত্যাদি লাইসেন্সের আবেদন জমা পড়ে।এক্সপোর্ট লাইসেন্স নতুন ও

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।